মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১২ বর্ষ [illegible] সংখ্যা
সেপ্টেম্বর [illegible]

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد: ٢ عدد: ١٢، جمادي الأولى ١٤٢٠هـ /ستمبر ١٩٩٩م
رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنى علما

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত হাজীরহাট আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডা
বাংলাদেশ	১৫৫/=(ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফ্ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষঃ ১২তম সংখ্যা
জুমাদাল উলা ১৪২০ হিঃ
ভাদ্র ১৪০৬ বাং
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ইং

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ফোন-(০৭২১)৭৬০৫২৫
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফাক্সঃ ৮৯৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ৯৫৬৮২৮৯।

বর্ষসূচী সহ এই সংখ্যার মূল্য ১২ টাকা।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ০৭
- প্রবন্ধ ঃ
  - হে যুবক ভাই! অবসর সময়কে কাজে লাগাও ১১
    –অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী
  - ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ ১৩
    – শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
  - আধুনিক সংস্কৃতি ও তার পরিণতি ১৮
    – মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- মনীষী চরিত
  - হাবীবুল্লাহ খান রহমানী ২১
- চিকিৎসা জগৎ ২৫
  - দরকারী এক খাদ্য উপাদান আয়োডিন
  - কিডনীর পাথরজনিত রোগ এবং তার অপসারণ
  - মস্তিষ্কের কোষের চিকিৎসার নতুন ওষুধ
  - বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ লোকের দেহে যক্ষার জীবাণু রয়েছে
- কবিতা ২৭
  জাগরে কিশোর, প্রাণের আকুতি
  বীর মুজাহিদ, সংখ্যার বড়াই
- সোনামণিদের পাতা ২৮
- স্বদেশ–বিদেশ ৩১
- মুসলিম জাহান ৩৭
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৯
- খুৎবাতুল জুম'আ ৪১
- দো'আ ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- মারকায সংবাদ ৪৮
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বিপন্ন স্বাধীনতা

পানি চুক্তি ও পার্বত্য চুক্তির পর বর্তমানে প্রক্রিয়ারত করিডোর চুক্তি, সীমান্তে বি,এস,এফ-এর নিয়মিত হামলা, ফারাক্কা ও গজলডোবা ব্যারেজ ও অন্যান্য বাঁধ সমূহের মাধ্যমে উজানে পানি শাসন, খরা ও বন্যা সৃষ্টি, অসম বাণিজ্য, প্রায় উন্মুক্ত চোরাচালানী, অস্ত্র ও মাদক সরবরাহ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মুদ্রাপাচার, আদম পাচার, মেধা পাচার, দক্ষিণ তালপট্টি দখল, বেরুবাড়ী দখল, দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা সহ ছিট মহল সমস্যা, মুহুরীর চর দখল প্রক্রিয়া, সবশেষে গত ১৩ই আগস্ট '৯৯ রাতে রাজশাহী শহরে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম পুলিশের কথিত দুঃসাহসিক গোপন অভিযান, সাথে সাথে ক্ষমতাসীন সরকারের উৎকট পরদেশ প্রীতি সবকিছু মিলিয়ে আজ এ প্রশ্ন আপনা থেকেই বেরিয়ে আসছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা কি সত্যিই বিপন্ন? নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য যাই-ই থাকুক না কেন, আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা আছে বলেই আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে পারছি। যদি মাটির স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, তাহ'লে মাটির মানুষের স্বাধীনতা থাকবে কিভাবে? দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে স্বাধীন ভাবি ও স্বাধীন মেযাজ নিয়ে চলাফেরা করি। কিন্তু দেশের সরকারগুলি, যাদেরকে আমরা নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গভবনে পাঠিয়ে দিই, তারা ওখানে গিয়ে বাস্তবে পরাধীন হয়ে যায়। বিরোধী দলে থাকার সময় প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক। তারপর ক্ষমতায় গেলেই পরদেশ তোষণকারী। এই ডিগবাজি খেলা চলছে প্রত্যেক সরকারের আমলে।

অন্য দেশের পরোক্ষ শাসন-শোষণ ও চোখরাঙানীকে উপেক্ষা করে স্বাধীন নীতি আদর্শ নিয়ে চলার মত শক্ত-সমর্থও সৎসাহসী সরকার এযাবত বাংলাদেশের ভাগ্যে জোটেনি। বরং যত দিন যাচ্ছে, তত যেন আমরা হতাশ হচ্ছি। গণতন্ত্রের নামে যে দলতান্ত্রিক রাজনীতি এদেশে চলছে, তাতে সৎ ও নিরপেক্ষ কোন লোক এদেশের শাসন ক্ষমতায় আসতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি কেউ ভাগ্যক্রমে এসেও যান, তবে তিনি নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না দলের কারণে। দলীয় শাসন কখনোই সুশাসন নয়। এরপরেও যদি সেই দলের নিকটে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহীতার ভীতি না থাকে, তবে তা হিংস্র সাপের মত কেবল অন্য দলকে ছোবল মারতেই থাকে। হেন নোংরা কাজ নেই, যা তারা করতে পারে না। গত ২২শে আগস্ট '৯৯ বিরোধী দলীয় হরতালের দিন একজন তরতাজা তরুণকে ফাকে পেয়ে হরতাল বিরোধী কয়েক জন ব্যক্তি চড়, কিল, ঘুষি মেরে ধরাশায়ী করল। বুকে-পিঠে-মুখে উপর্যুপরি লাথির আঘাতে ছেলেটি আর্ত চীৎকার করতে করতে একসময় যখন নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তখন ঐ লোকগুলি অসহায় তরুণটির অমূল্য দু'টো চোখ তুলে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল। শত শত লোকের সামনে এই লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটলো। কিন্তু কিছুই করার নেই। ওরা যে দেশপ্রেমিক দলের লোক, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি...। এর নাম যদি গণতন্ত্র হয়, তাহ'লে পশুতন্ত্র কাকে বলে আমরা জানিনা। ধিক শত ধিক ঐ গণতন্ত্রের! যেখানে মানুষের জানমাল ইযযতের কোন মূল্য নেই। যেখানে স্বাধীনভাবে মানুষ তার মত ও পথের বিকাশ ঘটাতে পারে না। যেখানে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নেই। নেই কোন নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা। আর তাই ঢাকা শহরের প্রাচীন ইসলামী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরায় চালু হ'তে যাচ্ছে বলে প্রকাশ। বলা বাহুল্য যে, পঞ্চায়েত আমলে ঢাকায় কোন চাঁদাবাজি, হাইজ্যাকিং, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ, মানুষ খুন ইত্যাদি ছিল না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর এগুলো মহামারী আকারে রাজধানী সহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষণে আমাদের ভাবতে হচ্ছে, যে ব্যবস্থা দেশের জনগণের ঘুম হারাম করেছে। মা-বোনের ইযযত কেড়ে নিয়েছে। জান-মালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ শাসন ও বিচার ব্যবস্থা নস্যাৎ করেছে। সেই অমানবিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণ কেন তাদের জানমাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করবে? সত্যিকারের স্বাধীনতা সেটাই, যেখানে মানবতার স্বাধীন বিকাশ ঘটে। পশুত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। বরং পশুত্ব পরাজিত হউক ও সর্বত্র মানবতার বিজয় ঘটুক- এটাই ছিল সকলের একান্ত কাম্য।

আমরা দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন দেখতে চাই। দেশের স্বাধীনতা কেবল তাদের হাতেই নিরাপদ হ'তে পারে, যারা দেশবাসীর আক্বীদা-আমল ও তাহযীব-তমদ্দুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যারা পার্শ্ববর্তী বা দূরবর্তী কোন অমুসলিম দেশের গৃহীত আদর্শকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা কখনোই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি নয়। আজকের যুগ সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ। সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বাগ্রে তাদের টার্গেটকৃত দেশের আক্বীদার উপরে হামলা করে। এদেশের ইসলামী আক্বীদার বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, খৃষ্টানী ধর্মনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যারা আপন মনে করে, তাদের হাতে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনোই নিরাপদ নয়। অতএব কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য আমাদেরকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। যেন কাশ্মীরের মত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার শিকার আমাদের না হ'তে হয়।

বর্ষশেষের নিবেদন

'তাহরীক' অর্থ আন্দোলন। **'আত-তাহরীক'** অর্থ বিশেষ একটি আন্দোলন। আমাদের সেই ঘোষিত আন্দোলনের লক্ষ্য হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে চূড়ান্ত সমাজ বিপ্লব সাধন করা। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিগত দু'বছরে আত-তাহরীক সমাজ বদলে কতটুকু অবদান রাখতে পেরেছে, সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ তার বিচার করবেন। তবে মাত্র দু' হাযার থেকে শুরু করে দু'বছরের মাথায় বর্তমানে প্রচার সংখ্যা এগারো হাযারে উন্নীত হওয়ার মধ্যে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করা চলে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

পরিশেষে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য হাছিলে আত-তাহরীকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক আল্লাহ পাকের নিকটে এটাই আমাদের বর্ষশেষের একান্ত প্রার্থনা। এই সুযোগে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, এজেন্ট, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও তাঁদের সকলের নিকটে প্রাণখোলা দো'আ কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! =(সঃ সঃ)।

দরসে কুরআন

জান্নাতের ওয়ারিছ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ✪ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ✪ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ✪ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ✪ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ✪ إِلاَّ عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ✪ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ✪ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ✪ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ✪ أُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ✪ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ✪

১. অনুবাদঃ 'নিশ্চিতভাবে সফলকাম হ'ল ঐসব মুমিন (মু'মিনূন ১)। যারা স্ব স্ব ছালাতে তন্ময়-তদ্গত (২)। যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ হ'তে নির্লিপ্ত (৩)। যারা যাকাত দানে সক্রিয় (৪)। যারা স্ব স্ব যৌনাঙ্গ সমূহের ব্যাপারে সংযত (৫)। তবে নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত। কেননা এগুলিতে তারা নিন্দিত হবে না (৬)। এগুলির বাইরে অন্যকে যারা কামনা করবে, তারা হবে সীমা লংঘনকারী (৭)। যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষাকারী (৮)। এবং যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযতকারী (৯)। তারাই হ'ল 'ওয়ারিছ' (১০)। যারা উত্তরাধিকারী হবে 'জান্নাতুল ফেরদৌস'-এর। যেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান করবে' (১১)।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) ক্বাদ আফলাহা (قَدْ أَفْلَحَ)ঃ 'সে নিশ্চিত ভাবে সফলকাম হয়েছে'। পড়ার সুবিধার্থে 'ক্বাদাফ লাহা' (قَدَ فْلَحَ) পড়া যেতে পারে (পাঞ্জেগাঞ্জ 'মাহমূয' অধ্যায়)। ক্বাদ (قَدْ) নিশ্চয়তাবোধক অব্যয়, যা হরফে তাকীদ বা হরফে তাওয়াক্কু' (حرف توقع) নামে পরিচিত। এই হরফটি অতীত ক্রিয়ার পূর্বে আসলে নিশ্চয়তাবোধক অর্থ দিয়ে থাকে। যেমন *'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ'* অর্থঃ নিশ্চয়ই ছালাত শুরু হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার পূর্বে বসলে তার অর্থ হবে 'কিছু কিছু' বা 'কখনো কখনো'। যেমন বলা হয়ে থাকেঃ *'আল-জাওয়া-দু ক্বাদ ইয়াবখালু'* অর্থঃ দাতা কখনো কখনো বখীল হয়।

আল-ফালহু (الْفَلْحُ) অর্থঃ কাটা বা ফাটা। ঠোঁট ফাটা ব্যক্তিকে 'আফলাহু' (أَفْلَحُ) বলা হয়। স্ত্রীলিঙ্গে 'ফালহা-উ'। তবে খ্যাতনামা আরবী কবি আন্তারাহ আবাসী পুরুষ হ'লেও তিনি 'ফালহা-উ' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন (আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)। অনুরূপ অর্থে যেমন বলা হ'য়ে থাকে إن الحديدَ بالحديد يُفْلَحُ 'লোহাকে লোহা দিয়ে কাটা হয়'। কৃষককে এজন্য 'ফাল্লাহ' বলা হয়। কেননা চাষের ফলে সে জমিকে অধিকহারে ফেড়ে ফেলে। 'ফালাহ' (الْفَلاَحُ) সফলতা ও স্থায়িত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ বহু কষ্ট ও ঝুঁকি মুকাবিলা করেই তবে সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হ'তে হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'মুফলিহূন' বা সফলকাম তারাই, যারা তাদের আশানুরূপ ফল লাভ করে ও দুর্ভোগ সমূহ থেকে মুক্তি পায়'।[১] فَلَحَ فَلاَحًا اوأَفْلَحَ اى ظَفِرَبِما يُرِيدُ অর্থঃ সে আশানুরূপ ফল লাভ করেছে। 'ফালাহা' ও 'আফলাহা' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। قدأَفْلَحَ অর্থঃ যিনি আখেরাতের নে'মত সমূহ দ্বারা চূড়ান্ত সফলতা লাভ করেছেন' (আল-মু'জাম)। قدأَفْلَحَ বাক্যটিতে মুমিনদের সফলতা সম্পর্কে আগাম নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। أَفْلَحَ اذا دخل فى الفلاح وأَفْلَحَه اى أَصَارَه إلى الفلاح 'সে সফলকাম হয়েছে অর্থাৎ যখন সে সফলতার মধ্যে প্রবেশ করেছে বা তাকে সফলতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে'।[২] অনুরূপভাবে মুমিনগণ যদি নিম্নোক্ত সাতটি গুণে গুণান্বিত হয়, তবে তারা নিশ্চিতভাবে আখেরাতে সফলতা লাভ করবে ও জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

(২) ফেরদৌস (اَلْفِرْدَوْسُ)ঃ অর্থঃ 'ফেরদৌস' নামক জান্নাত, যা আরশের নীচে অবস্থিত ও সর্বাপেক্ষা মর্যাদামণ্ডিত। জান্নাত যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ, সেকারণ সেদিকে সম্বন্ধ রেখেই পরবর্তী সর্বনাম 'ফীহা' (فيها) স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। 'ফেরদৌস' মূলতঃ রোমক শব্দ যা আরবীতে

---

১. *আবুল হাসান আলী বিন হাবীব আল-মাওয়ার্দী আল-বাছারী (৩৬৪-৪৫০ হিঃ), তাফসীরুল মাওয়ার্দী ৩/৯২ পৃঃ।*

২. মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১২৭২-১২৫০ হিঃ),*তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৪৭৩।*

পরিবর্তিত হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে ফারসী বা হাবশী শব্দ বলেছেন। তবে যাহহাক একে 'আরবী' বলেছেন। যার অর্থ আংগুর বা আঙ্গুরের ঘণ বাগিচা। আরবরা আঙ্গুরের বাগিচাসমূহকে 'ফারাদীস' বলত, যার একবচন 'ফেরদৌস' (কুরতুবী, ফাৎহুল ক্বাদীর)।

৩. শানে নুযূলঃ

খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছালাত অবস্থায় ডাইনে-বামে তাকাতেন বা আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করতেন। অতঃপর অত্র আয়াত নাযিল হ'লে তাঁরা দৃষ্টি অবনত করেন ও সিজদার স্থানে স্থির রাখেন। তাঁরা বলতেন যে, তোমরা দৃষ্টিকে মুছাল্লার বাইরে নিয়ো না। যদি নিতান্তই গিয়ে বসে, তাহ'লে চক্ষু মুদিত কর'।[৩] তবে ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬) এটিকে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪]

৪. আয়াত গুলির ফযীলতঃ

ইয়াযীদ বিন বাবনূস (রাঃ) বলেন, আমরা একদা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র ছিল 'কুরআন'। অতঃপর তিনি বলেন যে, তোমরা সূরা 'মুমিনূন'-এর প্রথম দশটি আয়াত পড়। এরূপই ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র।[৫]

৫. আয়াতগুলির ব্যাখ্যাঃ

সফলতা লাভ করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ও হাদীছে অসংখ্য স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা জানা কথা যে, দুনিয়াতে কারু পক্ষে পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা ধনী-গরীব, রাজা-বাদশা, নবী-রাসূল সবাইকে দুনিয়ার কষ্ট-মুছীবত সহ্য করতে হয়। তাই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সফলতা কেবলমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে, অন্য কোথাও নয়। সেখানে মানুষ সবকিছু পেয়ে এমন খুশী থাকবে যে, কখনোই সেখান থেকে অন্যত্র যেতে চাইবে না। কেননা যত ভাল স্থানই হৌক, মানুষ তার চাইতে ভাল স্থান তালাশ করে। এক স্থানে বেশীদিন থাকতে চায় না। কিন্তু জান্নাত হবে তার ব্যতিক্রম। সেখানে একবার যেতে পারলে মানুষ যাবতীয় দুঃখ-বেদনা ভুলে যাবে এবং জান্নাতের নিত্য নতুন নে'মত সমূহের প্রতি এতই আকৃষ্ট হবে যে, অন্যত্র যাওয়ার কল্পনাও সে করবে না (কাহফ ১০৮)। আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহপাক যে সব মুমিনকে জান্নাতুল ফেরদৌসের ওয়ারিছ হওয়ার ওয়াদা প্রদান করেছেন, তারা সাতটি গুণে গুণান্বিত হবে। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সমূহ এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

১ম গুণঃ ছালাতে খুশূ'-খুযূ'

উল্লেখ্য যে, আয়াতে বর্ণিত সাতটি গুণ কেবলমাত্র মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট। সেকারণ প্রধান গুণ হওয়া সত্ত্বেও ঈমানকে উক্ত সাতটি গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মুমিনের অর্জনযোগ্য সাতটি গুণের প্রথম হ'ল তন্ময়-তদ্গতভাবে ও খুশূ-খুযূর সাথে ছালাত আদায় করা। খুশূ' (الخشوع) অর্থ প্রশান্তি, নম্রতা, বিনয়, ভীতি, প্রণতি ইত্যাদি। এটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু'ধরনের হ'তে পারে। আভ্যন্তরীণ খুশূ' হ'ল আল্লাহভীতি ও একাগ্রতা। বাহ্যিক খুশূ' হ'ল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা, এদিক-ওদিক না তাকানো ইত্যাদি। এই খুশূ'-খুযূ' ফরয-নফল সকল ছালাতের জন্য এবং এটি ছালাতের ফাযায়েলের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং ফারায়েযের অন্তর্ভুক্ত। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে তিনবার ছালাত আদায়ে বাধ্য করেছিলেন। এরপরেও তার ছালাত শুদ্ধ না হওয়ায় তাকে ধীরে-সুস্থে ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ দেন।[৬]

ফল কথা ছালাতে তন্ময়তার মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে সক্ষম হয়। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, সে সবের মাধ্যমে আমার নৈকট্য তালাশের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছুই নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে। যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হ'য়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, চোখ হ'য়ে যাই যা দিয়ে সে দর্শন করে, হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধারণ করে, পা হ'য়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি'...।[৭] বলা বাহুল্য ছালাতে খুশূ'-খুযূ' বজায় রাখার জন্যই ডাইনে-বামে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে,[৮] এবং সিজদার স্থানে দৃষ্টি

---

৩. ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতেম-এর বরাতে তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৪৯; ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৪৭৫।

৪. হুসাইন বিন মাস'উদ আল-ফার্রা আল-বাগাভী (মৃঃ ৫১৬ হিঃ), মুখতাছার তাফসীর মা'আ-লিমুত তানযীল ২/৬২০ পৃঃ।

৫. বুখারী আদাবুল মুফরাদ, নাসাঈ, ইবনুল মুনযির, বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুওয়াত ১/৩০৯ পৃঃ; হাকেম হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং যাহবী তা সমর্থন করেছেন। ঐ, ২/৩৯২ পৃঃ; শাওকানী, তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৪৭৫ পৃঃ।

৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৭৯০ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

৭. বুখারী 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'তাওয়াযু' অনুচ্ছেদ, ২/৯৬৩ পৃঃ।

৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮২; তিরমিযী, নাসাঈ, ঐ হা/৯৯৮, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ১৯।

নিবদ্ধ রাখতে আদেশ করা হয়েছে।[৯] অমনিভাবে নিষেধ করা হয়েছে মোরগের ঠোকরের ন্যায় দ্রুত ছালাত আদায় করতে।[১০] কারণ একটাই, যাতে ছালাতে তন্ময়তা বজায় থাকে। কেননা খুশূ'র স্থান হ'ল হৃদয়ে। যখন অন্তর বিনীত থাকে, তখন দেহের সমস্ত অঙ্গগুলো বিনীত থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি এমনভাবে ছালাত আদায় কর, যেন তুমি তাঁকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছ।[১১] বস্তুতঃপক্ষে এই ধরনের ছালাতই বান্দাকে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত রাখে এবং আত্মশুদ্ধি হাছিল হয়, যাকে 'তায্কিয়ায়ে নাফ্স' বলা হয়। ছালাতের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল সেটা। যা খুশূ'-খুযূ' ব্যতীত হাছিল হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

ইসলাম পৃথিবীতে যে সমাজ বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছে, তার মূল নির্ভর করে মানুষের নৈতিকতার উন্নয়নের উপরে। আর উন্নত নৈতিকতা অর্জনের জন্য খুশূ'-খুযূ' সহকারে ছালাত আদায় করা অপরিহার্য। হযরত ওবাদা বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, এটাই হ'ল প্রথম আমল, যা লোকদের মধ্য থেকে উঠে যাবে'।[১২] বর্তমান যুগে ছালাত আছে। কিন্তু খুশূ' নেই। বলা আবশ্যক যে, আত্মশুদ্ধি হাছিলের জন্য ছালাত ও নফল ইবাদত ব্যতীত ইসলামে অন্য কোন নিয়ম-বিধান রাখা হয়নি। তরীকত ও মা'রেফাতের নামে আজকাল যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

২য় গুণঃ অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ হ'তে বিরত থাকা।

ঐ সকল কথা ও কাজ যার বিনিময়ে আখেরাতে কোন কল্যাণ নেই, এরূপ বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে অনর্থক ক্রিয়া-কলাপের শামিল। যেসব কথা ও কাজে কোন কল্যাণ নেই, সেরূপ বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকাই সফল মুমিনের লক্ষণ। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের নিকট দিয়ে তারা গমন করে, তবে মর্যাদার সাথে অতিক্রম করে'(ফুরক্বান ৭২)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ 'অনর্থক বিষয়াবলী পরিত্যাগ করা সুন্দর ইসলামের অন্তর্ভুক্ত'।[১৩]

যাদেরকে আল্লাহ পাক আর্থিক স্বচ্ছলতা ও শারীরিক সুস্থতা দান করেছেন, তারা যদি তাদের সময়গুলিকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের স্বার্থে দুনিয়ার কল্যাণ সাধনে ব্যয় করতেন, তাহ'লে জগৎ সংসার উপকৃত হ'ত। কিন্তু বর্তমান সমাজে ঠিক তার উল্টা চেহারাই আমরা দেখতে পাই। স্বচ্ছল লোকেরা আরও পয়সার নেশায় বিভোর হ'য়ে দুনিয়া উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। ফলে সমাজের বিপর্যয়ের জন্য অন্যদের তুলনায় তাদেরই ভূমিকা বেশী দেখা যায়। অথচ এগুলি তাদের কোনই কাজে লাগবে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا 'নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' (বনী ইস্রাঈল ৩৬)। অতএব হে জ্ঞানী ও স্বচ্ছল ভাই বোনেরা! আল্লাহ্ প্রদত্ত নে'মত সমূহের হক আদায় করুন! প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি পয়সা আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের পিছনে ব্যয় করুন। অনর্থক সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট করবেন না। আল্লাহ্র নিকটে প্রতিটি পাই-পয়সার ও প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটের হিসাব দিতে হবে।

৩য় গুণঃ নিয়মিতভাবে যাকাত প্রদান করা।

প্রথম দু'টি নৈতিক গুণ হাছিল করার পর এক্ষণে 'ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার গুণ হাছিল করার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম মানুষের নৈতিক শুদ্ধিতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক শুদ্ধিতা অর্জনের প্রতি তাকীদ করেছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও আধুনিক যুগে সমাজতন্ত্রের নামে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বিপরীতে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামে যাকাতকে ফরয করা হয়েছে। যার ফলে ধনীর পুঁজির একটা নির্দিষ্ট অংশ গরীবের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সঞ্চালিত হয়। এছাড়াও হারামের সকল পথ বন্ধ করার মাধ্যমে ও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার উৎসাহ দানের মাধ্যমে ইসলামী সমাজে কোন ব্যক্তি যেমন পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলতে পারে না। অন্যদিকে তেমনি কেউ নিঃস্ব ও রিক্ত হ'তে পারে না। ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ্র গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ পাক যেখানেই ছালাতের কথা বলেছেন, প্রায় সকল স্থানেই যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ সূরা মু'মিনূন নাযিল হয়েছে মক্কাতে। অথচ যাকাত ফরয হয়েছে ২য় হিজরী সনে মদীনাতে। এর জওয়াব হ'ল এই যে, মক্কায় যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল। কিন্তু 'নিছাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় নাযিল হয় ও তখন থেকেই যাকাত আদায় শুরু হয়। অতএব যারা যাকাত মদীনায় ফরয হয়েছে বলেন, তাঁদের কথার মর্ম এই যে, যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন মদীনাতে হয়েছে। ইবনু কাছীর বলেন যে, অনেকে এখানে যাকাতের পারিভাষিক অর্থের বদলে আভিধানিক অর্থ নিয়েছেন এবং শিরক ও অন্যান্য গোনাহ

---

৯. বায়হাক্বী, হাকেম, হাদীছ ছহীহ; ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃঃ ৬৯।
১০. আহমাদ, ছহীহুত তারগীব হা/৫৫৩।
১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২।
১২. তিরমিযী, নাসাঈ, কুরতুবী ১২/১০৪ পৃঃ।
১৩. মালেক, আহমাদ, মিশকাত হা/৪৮৩৯ 'আদাব' অধ্যায়।

হ'তে নফসকে পবিত্র করা বুঝেছেন।[১৪] অনেকে বলেন, এখানে যাকাত অর্থ আমলে ছালেহ বা নেক আমল।[১৫]

৪র্থ গুণঃ যৌনাঙ্গ সমূহের হেফাযত করা।

মানুষের বংশ রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং মানব জাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের নিমিত্তে মানুষকে যৌনক্ষমতা দান করা আল্লাহ্র এক অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল।

এই ক্ষমতা দান করে আল্লাহ যেমন পৃথিবীর অগ্রগতি নিশ্চিত করেছেন, তেমনি এর যথার্থ ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আগুন আমাদের সঙ্গের সাথী। আগুন না থাকলে আমাদের রান্নাবান্না, খানাপিনা সবই বন্ধ। এমনকি পেটের মধ্যেও ক্ষুধার আগুন না জ্বললে জগৎ সংসার মিথ্যা হয়ে যায়। অথচ সেই আগুনের ভুল ব্যবহারে নিজের চুলার আগুনে নিজের ও অপরের ঘর-বাড়ী পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। একই ভাবে যৌন কামনার আগুনকে আল্লাহ্র দেওয়া বিধান মতে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত রাখতে পারলে ও তার যথার্থ ব্যবহার করলেই কেবল তার দ্বারা জগৎ সংসারে উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। নইলে আগুনে পোড়া ঘরের মত সমাজ ধ্বংস ও মিসমার হয়ে যাবে। লাল-কালো প্লাষ্টিকে মোড়া নেগেটিভ-পজেটিভ পাশাপাশি দু'টি বিদ্যুৎবাহী তার পরস্পরে জড়ানো থাকলেও সেখানে আগুন লাগে না। অমনিভাবে বৈবাহিক ব্যবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পর্দা ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী-পুরুষের দু'টি নেগেটিভ-পজেটিভ স্রোত একত্রে একই সমাজে বসবাস করলেও সেখানে অঘটন ঘটতে পারে না। কিন্তু যখনই বৈবাহিক ব্যবস্থা কঠিন হয়, পর্দা ব্যবস্থা শিথিল হয় এবং নগ্নতা ও যৌনচর্চা বেশী হয়, তখনই সীমালংঘন ঘটে ও সমাজ দুষিত হয়। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধনকে উৎসাহিত করেছে এবং নিজ অধিকারভুক্ত দাসীগণকে কেবল তার মালিকের জন্যই সিদ্ধ রেখেছে। যৌন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্ষেত্র বিশেষে ইসলামের এ দূরদর্শী বিধানকে নিশ্চয়ই প্রশংসা না করে পারবেন না। ইসলাম অবাধ যৌনাচার মুখী পাশবিক স্রোতকে বন্ধ করে সেখানে একটি নিয়ন্ত্রিত ও নিষ্কলুষ মানবিক সমাজ কায়েম করতে চেয়েছে। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা নিজ স্ত্রী ও দাসীগমনের বাইরে সকল প্রকারের মৈথুন, যৌনাচার, ঠিকা বিবাহ প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তি তার জিহবা ও যৌনাঙ্গের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব'।[১৬]

১৪. ঐ, তাফসীর ৩/২৪৯।
১৫. তাফসীর মুখতাছার মা'আলেমুত তানযীল ২/৬২০।
১৬. বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১২ 'আদাব' অধ্যায়।

৫ম গুণঃ আমানত রক্ষা করা।

'আমানত' অর্থ ভীতিশূন্য প্রশান্তি। পারিভাষিক অর্থঃ কারু নিকটে কোন কিছু সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হওয়া। এই আমানত আল্লাহ্র হক যেমন ছালাত, ছিয়াম ও অন্যান্য ইবাদতের এবং যাবতীয় হালাল-হারাম বিষয়াদির আমানত হ'তে পারে। তেমনি বান্দার হক যেমন অর্থ-সম্পদের বা কোন কথা ও কাজের আমানত ইত্যাদি হ'তে পারে। অমনিভাবে কর্মজীবীর কর্ম ও নির্ধারিত সময়সীমার আমানত, চাকুরীজীবীর চাকুরীর আমানত, দায়িত্বশীলের দায়িত্বের আমানত সবকিছু এর মধ্যে শামিল। আমানতের এই বহুবিধ অর্থের দিকে খেয়াল করেই সম্ভবতঃ 'আমানত' শব্দটি মূলধাতু হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে আলোচ্য আয়াতে বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ গুণঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

অঙ্গীকারও আমানতের অন্তর্ভুক্ত। তথাপি একে পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এর গুরুত্বের আধিক্য বুঝাবার জন্য। অঙ্গীকার চার ধরনের হ'তে পারে। যেমন বান্দার সঙ্গে বান্দার অঙ্গীকার, বান্দার সঙ্গে বান্দার চুক্তি, আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার ওয়াদা, আল্লাহ্র নামে বান্দার সঙ্গে ওয়াদা বা অঙ্গীকার। প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক ওয়াদা সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে' (বনী ইস্রাঈল ৩৪)। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন খুৎবা খুব কমই দিতেন যেখানে একথা না বলতেন যে, لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَّ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَّ عَهْدَ لَهُ 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানতদারী নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই'।[১৭] মোট কথা অঙ্গীকার পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহের কাজ।

৭ম গুণঃ ছালাত সমূহের হেফাযত করা।

এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত নিয়মিতভাবে আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করা এবং ক্বিয়াম-কুঊদ, রুকু-সুজূদ, খুশূ'-খুযূ' ইত্যাদি ফরয ও সুন্নাত সমূহ ও অন্যান্য আরকান-আহকাম যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে ছালাতের

১৭. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, ঐ, সুনানুল কুবরা ৬/২৮৮ পৃঃ; আহমাদ ৩/১৩৫, ১৫৪, ২১০, ২৫১ পৃঃ; আলবানী বলেন যে, হাদীছটি 'উত্তম' (جيد)। উহার দু'টি সনদের একটি 'হাসান' পর্যায়ের। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি সহায়ক বর্ণনা (شواهد) রয়েছে। -ঐ, তাহকীকে মিশকাত হা/৩৫ -এর টীকা।

হেফাযত করা ও তাকে কায়েম করা বুঝানো হয়েছে।[১৮]

ইমাম বাগাভী বলেন, সাতটি গুণের শুরুতে ছালাতে বিনয়-নম্র হওয়া এবং শেষে ছালাতের হেফাযত করা উল্লেখ করার মাধ্যমে এটা বুঝানো হয়েছে যে, দু'টিই ওয়াজিব। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) অনুরূপ বলেন। আবদুর রহমান সা'দী বলেন, উক্ত দু'টি গুণ হাছিল না করা ব্যতীত বাকী গুণগুলি পূর্ণ হবে না। এক্ষণে যে ব্যক্তি ছালাতে বিনীত ও তন্ময় হ'ল অথচ ছালাতের হেফাযত করল না অথবা যে ব্যক্তি ছালাতের নিয়মিত হেফাযত করল, অথচ তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা থাকল না, ঐ ব্যক্তি নিন্দিত ও ত্রুটিযুক্ত (فإنه مذموم ناقص)।

উল্লেখ্য যে, ফরয হৌক বা নফল হৌক ছালাতের প্রাণ হ'ল খুশূ'-খুযূ' অর্থাৎ বিনয়-নম্র হওয়া। সেকারণ একে সফলকাম মুমিনের প্রথম গুণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমেই তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। অতঃপর শুরু ও শেষে ছালাতের উল্লেখ করার মাধ্যমে এটা বুঝানো হয়েছে যে, ছালাতই হ'ল মুমিনের প্রধান গুণ, যা তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে। আগে ও পিছে ছালাতের মধ্যখানে অন্য পাঁচটি গুণের উল্লেখ করার মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ভাবে ছালাত আদায়কারীর জন্য বাকী গুণগুলি হাছিল করা খুবই সহজ কাজ। ক্বিয়ামতের দিন প্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। যার ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হবে, তার বাকী সব হিসাব সুষ্ঠু হবে। আর যার ছালাতের হিসাব বরবাদ হবে, তার সকল আমল বরবাদ হবে'।[১৯]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হ'ল 'ছালাত চোর'। সে হ'ল ঐ মুছল্লী যে তার রুকু-সিজদা ঠিকমত পূর্ণ করে না'।[২০]

পরিশেষে অত্র আয়াত সমূহে সাতটি গুণে গুণান্বিত মুমিনকে 'জান্নাতের ওয়ারিছ' বলা হয়েছে। 'ওয়ারিছ' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জান্নাত পাওয়াকে নিশ্চিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তোমরা জান্নাত চাইবে, তখন 'জান্নাতুল ফেরদৌস' কামনা করবে।[২১]

আল্লাহ আমাদেরকে উপরোক্ত সাতটি গুণ হাছিল করার মাধ্যমে জান্নাতুল ফেরদৌসের ওয়ারিছ হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!! *

---

১৮. তাফসীরে কুরতুবী, ইবনু কাছীর, বাগাভী, আবদুর রহমান বিন নাছের সা'দী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী অবলম্বনে।

১৯. আলবানী ছহীহ তারগীব হা/৩৬৯; ঐ, ছহীহাহ হা/১৩৫৮ প্রভৃতি।

২০. আহমাদ, *মিশকাত হা/৮৮৫ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ;* হাকেম, হাদীছটিকে ছহীহ বলেন ও যাহবী তা সমর্থন করেন।

২১. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

** আত-তাহরীকের ২য় বর্ষ পূর্তিতে আল্লাহ্‌র নিকটে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এটাই (সংসঃ)।*

দরসে হাদীছ

যৌতুকঃ এক পরিবার বিধ্বংসী বোমা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ، متفق عليه -

১. অনুবাদঃ হযরত ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (বিবাহে) সবচেয়ে বড় শর্ত যেটা তোমরা পূর্ণ করবে, সেটা হ'ল যদ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর' (অর্থাৎ মোহরানা)।[১]

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) আহাক্ক (أَحَقُّ)ঃ অর্থ 'সর্বাধিক হকদার'। এটি اسم تفضيل যাকে তুলনামূলক বিশেষ্য পদ বলা হয়। যা দ্বারা দুই বা তদোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনায় বড় বা ছোট বুঝানো হয়। এর তিনটি প্রকারের মধ্যে এখানে তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ تفضيل الكل হয়েছে এবং সেকারণ তুলনীয় বস্তুর দিকে مضاف বা সম্বন্ধ হয়েছে। এর দ্বারা সম্বন্ধিত সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম বুঝানো হয়। এক্ষণে হাদীছে বর্ণিত أَحَقُّ الشُّرُوْط অর্থ হ'ল 'শর্তসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যরূরী পূরণীয় শর্ত'।

(২) তূফূ (تُوْفُوْا)ঃ 'তোমরা পূর্ণ করবে'। মূলে ছিল تُوْفُوْنَ ছীগা جمع مذكر حاضر বাহাছ اثبات فعل مضارع معروف বাবে ইফ'আল। মাদ্দাহ বা মূলধাতু الوَفَاء والوَفْيُ মাদ্দাহতে দু'টি حرف علت বা স্বরবর্ণের মধ্যখানে একটি حرف صحيح বা ব্যঞ্জণবর্ণের ব্যবধান থাকার কারণে শব্দটি لفيف مفروق হয়েছে। সেখান থেকে باب إفعال -এর মাছদার الإيفاء হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে فعل مضارع جمع مذكر حاضر -এর ওযনে تُوْفُوْنَ হওয়ার কথা। কিন্তু পূর্বে حرف مضارع أَنْ مصدريه বসার কারণে ناصب হিসাবে

---

১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৩ 'বিবাহের ঘোষণা, খুৎবা ও শর্ত' অনুচ্ছেদ।

-এর শেষ অক্ষর نَ পড়ে গেছে। এক্ষণে تُوْفُوْنَ আসলে ছিল تُوْفِيُوْنَ। যের যুক্ত 'ফা'-এর পরে পেশযুক্ত 'ইয়া' পড়তে কঠিন হওয়ায় পেশটিকে পূর্ব অক্ষরে দেওয়া হয়। এক্ষণে ىْ এবং وْ দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় ىْ -কে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে تُوْفُوْنَ হয়ে যায়।

(৩) **মাস্তাহলালতুম** (مَا اسْتَحْلَلْتُمْ): 'যদ্বারা তোমরা হালাল করে থাক'। ما موصوله অর্থঃ যদ্বারা। 'ইস্তাহলালতুম' অতীত কালের ক্রিয়াপদ, পুংলিঙ্গ, ছীগা جمع مذكر حاضر বাবে ইস্তেফ'আল। মাদ্দাহ 'হালাল'।

৩. হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

ক্বাযী আয়ায বলেন, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত প্রধান শর্তটি দ্বারা 'মোহরানা' বুঝানো হয়েছে।[২] মোহরানা যে বিয়ের প্রধান শর্ত ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একথা অন্যান্য হাদীছ সমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি এক মুষ্টি খাদ্য দিয়ে হ'লেও মোহর দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় লোকেরা এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়েও বিবাহ করতেন।[৩] কিছু না থাকলে কেবল কুরআন শিখানোর বিনিময়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বিবাহ দিয়েছেন।[৪]

'মোহর' স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেওয়া বিশেষ সম্মান ও উপঢৌকন স্বরূপ। এটা স্বামীকেই দিতে হয় এবং হাসিমুখে ও খুশীমনে দিতে হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً। 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশীমনে প্রদান কর' (নিসা ৪)। মোহরকে হাদীছে ছিদাক্ব বা ছাদাক্ব (صَدَاق) বলা হয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এটা এজন্য যে, এর দ্বারা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণের সত্যতা প্রমাণ করা হয়।[৫] অন্য আয়াতে স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা স্বামীর জন্য 'ফরয' ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً 'তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর' (নিসা ২৪)।

ইসলামী সমাজে স্বামীরাই স্ত্রীদের বিবাহ করে। তাদের পক্ষ থেকেই বিবাহের পয়গাম যায়। তারাই মোহরানা দিয়ে বিবাহ করে। অতঃপর স্ত্রীকে বিবাহ করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসে। কারণ ইসলামী পরিবারে পুরুষেরাই কর্তৃত্বশীল। স্ত্রী গৃহকত্রী ও স্বামীর সর্বাধিক আস্থাশীল জীবন সাথী। পুরুষ ঘরে-বাইরে মূল কর্তৃত্বশীল হ'লেও ইসলামী সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হ'ল পারস্পরিক সহযোগীর।

এই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা নির্ভর করে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের উপরে। পুরুষের প্রকৃতিই আল্লাহ এভাবে গঠন করেছেন যে, সে স্ত্রীর নিকটে ছোট হ'তে চায় না। এমনকি কোন মহিলার কটাক্ষ সে সহ্য করতে পারে না। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মোহরানা প্রদানের মধ্যে পুরুষের এ স্বভাবগত দিকটির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পুরুষের পৌরুষ এর দ্বারা উঁচু থাকে, অক্ষুন্ন থাকে ও সমাদৃত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই কোন পুরুষ শ্বশুর বাড়ীতে ঘরজামাই হ'য়ে থাকতে চায় না। স্ত্রীর বা তার অভিভাবকদের দেওয়া কোন জিনিষ নিতে চায় না। যদিও স্ত্রীর অভিভাবকগণ তাদের মেয়েকে ইচ্ছা করলে তাদের অবস্থানুযায়ী সংসারের প্রয়োজনীয় কিছু হাদিয়া-তোহফা দিতে পারেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-কে একটা পাড়ওয়ালা কাপড়, একটি মাটির তৈরী পানির কলসী, একটি বালিশ, দু'টি আটা পেষা যাঁতা প্রদান করেছিলেন।[৬] বড় মেয়ে যয়নবকে খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবহৃত মূল্যবান হার প্রদান করেছিলেন।

বদরের যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীর সাথে ধৃত জামাতা আবুল 'আছ-এর মুক্তির বিনিময়ে মেয়ের পক্ষ হ'তে প্রেরিত উক্ত হার হাতে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বের মৃতা স্ত্রী খাদীজা (রাঃ)-এর স্মরণে কেঁদে ফেলেছিলেন।[৭] উল্লেখ্য যে, মা খাদীজা (রাঃ) হিজরতের পূর্বে ১০ম নববী সনের রামাযান মাসে মক্কায় ইন্তেকাল করেন[৮] এবং বদরের যুদ্ধ হয় দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবারে।[৯]

উপরের আলোচনায় রাসূল (ছাঃ) মেয়েকে কিছু হাদিয়া দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জামাইকে দিয়েছেন বলে জানা যায় না। যদিও মেয়েকে দিলে সেটা

---

২. *মোল্লা আলী ক্বারী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ), মিরক্বাত, শারহুল মিশকাত* (মুলতানঃ মাকতাবা এমদাদিয়াহ, তাবি); *৬/২১১ পৃঃ।*
৩. *আলবানী, ছহীহ আবু দাউদ হা/১৮৫৫।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২, 'মোহর' অনুচ্ছেদ।*
৫. মিরক্বাত ৬/২৪৩।
৬. *হাকেম ২/১৮৫ পৃঃ হাদীছ ছহীহ; মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১ম প্রকাশ ১৯৮৩) পৃঃ ২১৪, গৃহীতঃ মুসনাদে আহমাদ।*
৭. *আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৯৭০ 'বন্দীদের বিধান' অনুচ্ছেদ; ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী) পৃঃ ২৩০।*
৮. *আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী) পৃঃ ১১৬।*
৯. *সুলায়মান মানছূরপুরী, রাহমাতুল-লিল আলামীন (উর্দু) ১/১০৬ পৃঃ।*

শেষ পর্যন্ত জামাইকেই দেওয়া বুঝায়। তথাপি জামাইয়ের পৌরুষকে আহত করতে পারে, এমন কাজ সরাসরি করা হয়নি। এর মধ্য দিয়েই ইসলামী পরিবারের বৈবাহিক চিত্র ফুটে ওঠে এবং বর ও কণের পারস্পরিক সম্মানজনক অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায়।

দুঃখের বিষয় স্বামী-স্ত্রীর এই স্বাভাবিক ও মধুর সম্পর্ককে তিক্ত করার জন্য এবং ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিছু অদূরদর্শী লোক একে 'পুরুষ শাসিত' সমাজ ব্যবস্থা বলে কটাক্ষ করেন। এর দ্বারা স্ত্রীদেরকে তারা স্বামীদের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে চান ও পারস্পরিক আস্থা ও ভালবাসা বিনষ্ট করতে চান। অথচ বাস্তবতার দাবী এই যে, শাসন থাকতেই হবে। নইলে সমাজ বিশৃংখল পশুর সমাজে পরিণত হবে। ছাত্রের উপরে শিক্ষকের শাসন, সন্তানের উপরে পিতা-মাতার শাসন, ছোট-র উপরে বড়-র শাসন, স্ত্রীর উপরে স্বামীর শাসন- এগুলি পারস্পরিক স্নেহ ও ভালবাসা মিশ্রিত। এতে কোন দোষ নেই। বরং যরূরী। দোষ হবে তখনই, যখন তা সীমা লংঘন করবে। ইসলাম বিরোধী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এইসব সাংস্কৃতিক চক্রান্ত থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

'মোহরানা' এমন একটি অপরিহার্য বস্তু যা বিয়ের সময় আলোচনা না করলেও স্ত্রীর বোনেদের বা তার পিতার সামাজিক মর্যাদা বুঝে নির্ণীত হয়ে থাকে।[১০] মোহর তাই কোন অবস্থায় মাফ নেই। প্রসংগতঃ মনে রাখতে হবে যে, বিয়ের সময় মোহরানা ছাড়া অপর এমন কোন শর্ত আরোপ করা চলবে না, যা শরীয়তের বিরোধী। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ 'এমন কোন শর্ত, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, শর্ত শর্তারোপ করা হৌক না কেন তা বাতিল'।[১১] যদি কেউ মুখে বড় অংকের মোহর বাঁধে, আর মনে মনে না দেওয়ার ফন্দি আঁটে, সে স্পষ্ট প্রতারক হবে এবং মুনাফিকের খাতায় তার নাম লিখা হবে। কেননা কুরআনে মোহর খুশীমনে দিতে বলা হয়েছে। চাপ দিয়ে বা বড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে মোহরানা দিলে প্রকৃত অর্থে তা نِحْلَةً বা তোহফা হবে না। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, তোমরা 'মোহর' বাঁধার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা এটা যদি কোন সম্মানের বিষয় হ'ত, তাহ'লে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিক পরিমানে মোহর বাঁধতেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের কারো মোহরানা ১২ উক্বিয়া-র বেশী ছিলনা'।[১২] অবশ্য আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় সাড়ে বারো উক্বিয়া-র কথা এসেছে।[১৩] এক 'উক্বিয়া' সমান এক হাযার 'দিরহাম'।

স্বামী তার নিজের অবস্থা বুঝে তার ভবিষ্যৎ প্রাণপ্রিয়া জীবন সঙ্গীনীর জন্য মোহর নির্ধারণ করবে। এতে অন্যের চাপ সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهَا صَدَاقًا 'ঐ মহিলাই সর্বাধিক কল্যাণ মণ্ডিত, যার মোহরানা সহজে আদায়যোগ্য।[১৪] একারণে মোহর নগদ পরিশোধ করাই শ্রেয়ঃ। অনেকে মোহর কম দিয়ে আনুষঙ্গিক খরচ বেশী করতে চান। অনেকে মোহরানা নিয়ে এমন দরকষাকষি করেন, যাতে বিয়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে মোহর কম দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে বিয়ে করতে আসেন। এটা মারাত্মক অন্যায়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মোহরানার কিছু অংশ হ'লেও আগে-ভাগে স্ত্রীকে পেশ করার জন্য স্বামীকে আদেশ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) যখন বল্লেন, মোহর হিসাবে দেবার মত আমার কিছুই নেই, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তার 'হুতামী নেয়া' (الدِّرْعُ الْحُطَمِيَّةُ) যাকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে তলোয়ার ভাঙ্গার কাজে তিনি ব্যবহার করতেন, সেটিকে 'মোহরানা' হিসাবে দিতে নির্দেশ দেন।[১৫] বুঝা গেল যে, যত কম হৌক না কেন 'মোহর' হিসাবে অগ্রিম কিছু দিতেই হবে। অবশ্য বাধ্যগত ও অপারগ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র।

অনেকে মোহর বাকী রেখে মৃত্যুর সময় বা মৃত্যুর পরে জানাযার সময় মৃতের উত্তরাধিকারীরা স্ত্রীর নিকট থেকে মোহর মাফ করিয়ে নেন। ঐ মর্মান্তিক সময়ে স্ত্রী মোহরানা মাফ করলেও তা সুস্থ অবস্থায় মাফ করার সাথে তুলনীয় নয়। এই সময়কার মাফ আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হবে কি-না ভাববার বিষয়। অতএব মোহরানা মাফের দুর্বুদ্ধি না করাই উত্তম।

প্রচলিত পণপ্রথাঃ

বর্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের দেখাদেখি মুসলিম সমাজে বিয়ের ঘোষিত বা অঘোষিত শর্ত হিসাবে মেয়ে পক্ষের নিকট থেকে ছেলে পক্ষের যৌতুক আদায়ের এক লজ্জাষ্কর

---

১০. *আহমাদ, সুনানে আরবা'আহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২০৭; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৭/৩৫৮ পৃঃ।*

১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৭৭ 'ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়।*

১২. *আহমাদ, সুনানে আরবা'আহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২০৪, 'মোহরানা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৮৫২।*

১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০৩।*

১৪. *হাকেম একে 'ছহীহ' বলেছেন। যাহবী তা সমর্থন করেছেন। ঐ, ২/১৭৮ পৃঃ।*

১৫. *হাকেম, আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ৭/৩৬০ 'মোহরানা' অধ্যায়।*

প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেখানে বরের পক্ষ হ'তে কণেকে মোহরানা দেওয়ার কথা, সেখানে যেন কণের পক্ষ হ'তে ছেলেকে মোহরানার বেনামীতে যৌতুক দিয়ে বিয়ে করতে হচ্ছে। ছেলেরা এখন যেন মেয়েকে বিয়ে করছেনা, বরং তারা টাকাকে বিয়ে করছে। এই নরাধমরা বিয়ের বাজারে কুরবানীর পশুর দরে বিক্রি হচ্ছে। ফলে অনেক বিবাহযোগ্যা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। বিয়ের পরে ছেলে বা ছেলে পক্ষের অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ভিটে-মাটি বিক্রি করে দিয়েও জামাইয়ের ক্ষুধা মেটাতে না পেরে অনেক মেয়ের পিতা আত্মহত্যা করছে। অনেক মেয়ে যৌতুকলোভী স্বামী নামধারী পাষণ্ডের হাতে অকালে জীবন দিচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় যৌতুক সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতার যেসব লোমহর্ষক খবর চোখে পড়ে, তাতে মনে হয় না যে, এরা মুসলমানের সন্তান।

হিন্দু সমাজে পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়ের উত্তরাধিকার স্বীকৃত নেই। সেকারণ মেয়ের বিয়ের সময় পিতা সাধ্যমত সবকিছু মেয়েকে দিয়ে দেয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে পিতৃ সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত। অতএব সেখানে হিন্দুদের অনুকরণে মেয়েকে বিয়ের সময় সবকিছু দিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। উপরন্তু জামাইকে দেওয়ার তো কোন কারণ নেই। তথাপি জামাই নামের এই সব নপুংসক যালেমরা ছলে-বলে-কৌশলে যৌতুক নিয়ে সমাজকে দূষিত করে চলেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষিত ছেলেরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের ডিগ্রীর মান অনুযায়ী যৌতুকের মান বৃদ্ধি পায়। অথচ তাদের কাছ থেকেই সমাজ আদর্শ ও ন্যায়নীতি আশা করে। তাদেরকে শিক্ষিত করার জন্য জনগণের দেওয়া জাতীয় রাজস্বের একটি সিংহভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় হচ্ছে। অথচ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বের হয়ে তারাই সমাজে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এই কুপ্রথা প্রতিরোধের জন্য আদর্শবান ছেলে-মেয়েদেরকে তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

এই সঙ্গে আরেকটি বিষয় যোগ করা যেতে পারে, সেটা হ'ল মেয়ের বিয়ে ও ছেলের 'ওয়ালীমা' উপলক্ষ্যে বর্তমান যুগে উপহার সামগ্রী জমা করার হিড়িক দেখা যায়। এতে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের দৃষ্টি থাকে নামী-দামী উপহারের দিকে। ফলে চক্ষু লজ্জার খাতিরে অনেকটা বাধ্য হ'য়েই সকলে কিছু না উপহার দিতে বাধ্য হয়। এতে বিয়ে বা ওয়ালীমার বরকত নষ্ট হয়ে যায়। অথচ হাদিয়া-তোহফা দেওয়া-নেওয়া জায়েয আছে ঐসব স্থানে, যেখানে নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুগ্রহ কামনা করা হয়। কিন্তু এসকল অনুষ্ঠানে উক্ত নিয়ত প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। এর ফলে গরীব আত্মীয়-স্বজন অবহেলিত হচ্ছে। অতএব এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক। প্রচলিত রেওয়াজ প্রতিরোধের স্বার্থে এইসব লেন-দেন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে সমাজ নেতারা হাত গুটিয়ে নিলে অন্যেরা হাফ ছেড়ে বাঁচবে। আত্মীয়-স্বজন বিয়ে-ওয়ালীমাতে আসবেন 'সুন্নাত' মনে করে এবং তাঁরা নবদম্পতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করে যাবেন। ছেলে বা মেয়ে পক্ষ তাদের আতিথেয়তার এবং 'সুন্নাত' পালনের নেকী হাছিল করবেন। এর মধ্যে দুনিয়াবী কোন লোভ রাখবেন না। তবেই এই সব বিয়ে বা ওয়ালীমাতে আল্লাহ্‌র রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রচলিত 'পণপ্রথা' সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও হাদীছ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত মিশকাত-এর প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর স্বনামধন্য লেখক আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'বিয়ে ঠিক করার সময় পাত্রের পক্ষ হ'তে পাত্রী পক্ষের নিকট থেকে কোন জিনিষের দাবী করা এবং বিয়ের জন্য উক্ত দাবী পূরণকে শর্ত রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ। জিনিষপত্রের মাধ্যমে, নগদ টাকার মাধ্যমে কিংবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মাধ্যমে হৌক, এধরণের শর্ত আরোপকারী ব্যক্তি বা তার সাথীরা দ্বীনের দিক থেকে ঘোরতর পাপী ও কবীরা গুনাহগার। পাত্রী পক্ষ থেকেও আগে বেড়ে পাত্র পক্ষকে কিছু দেওয়ার ওয়াদা করা বা প্রলোভন দেখানো শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়। তিনি বলেন, বিয়েতে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রথা- যার নাম পণ, ডিমাণ্ড, প্রেজেন্টেশন, যৌতুক যাই-ই রাখা হৌক না কেন, ইসলামে তা হারাম ও অবৈধ। এ থেকে বেঁচে থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য' (সংক্ষেপায়িত)।[১৬]

ছেলেকে পণ দেওয়ার প্রথা কোন সমাজেই কখনো ছিল না। বরং জাহেলী আরবে মেয়েকে চড়াহারে পণ দিতে হ'ত। ফলে সে সমাজে বিয়ে কঠিন ও যেনা সহজ হ'য়ে পড়ে ছিল। উপরন্তু মেয়েদের নামে আদায় করা ঐ পণ মেয়েকে না দিয়ে বাপ-ভাইয়েরা তা ভোগ করত। ইসলাম এই প্রথা বাতিল করে মেয়েদের জন্য সহজ সাধ্য 'মোহরানা' প্রথা চালু করে এবং তার পুরাটাই মেয়ের একক অধিকার হিসাবে ঘোষণা করে। অবশ্য স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে খুশীমনে যত ইচ্ছা মোহরানা দিতে পারে। সাথে সাথে ইসলাম পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। ফলে সমাজে নারী একটি সম্মান জনক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারত

---

১৬. *ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, পণপ্রথা ও ইসলাম, অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ইসমাঈল (প্রকাশকঃ জমঈয়তুশ শুব্বানিল মুসলিমীন, পশ্চিমবঙ্গ শাখা) প্রযত্নেঃ হাজী বস্ত্রালয়, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, তাবি, পৃঃ ৩-৪।*

উপমহাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের দেখাদেখি মুসলমানেরাও তাদের কন্যা সন্তানদের পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বিভিন্ন কৌশলে বঞ্চিত করছে এবং বিয়ের সময় 'যৌতুক' দেওয়ার মত হিন্দুয়ানী কুপ্রথায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। অথচ এই কুপ্রথা সর্ববিধ্বংসী বোমার ন্যায় একটি নবদম্পতির সোনার সংসারকে নিমেষে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। তাদের সোনালী স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে।

যৌতুক লোভী স্বামীর নিষ্ঠুরতা ছাড়াও অনেক সময় সামর্থ্যবান পিতার কৃপণতাও মেয়ের জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। মেয়ের প্রতি ইসলামের প্রদত্ত 'হক' আদায় করলে অনেক মেয়ের সংসার শান্তিময় হ'ত। কিন্তু বাপ-ভাইয়েদের নিষ্ঠুরতা ও কৃপণতার কারণে তা হ'তে পারেনা।

পরিশেষে বলব যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগে বর্তমানে প্রচলিত যৌতুক প্রথার কোন অবকাশ ছিল না। অতএব এই পরিবার ও সমাজ বিধ্বংসী কুপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারী আইনের কঠোর প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় যুবসংগঠনগুলি যদি সাংগঠনিকভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং মুরব্বী সংগঠনগুলো যদি আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করে, তাহ'লে এই নোংরা প্রথাটি ইনশাআল্লাহ অতি সহজে দূর করা সম্ভব হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন - আমীন!!

মাসিক **আত-তাহরীক** একটি অনন্য পত্রিকা, যার মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর পথ অবলম্বন করা যায়। এটি শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত সবধরনের মানুষদেরকে খুব সহজে বুঝাতে সক্ষম।

আপনি গ্রাহক হৌন এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করুন।

প্রবন্ধ

হে যুবক ভাই! অবসর সময়কে কাজে লাগাও

*-মুহাম্মাদ আবদুল বারী বিন মুয্যাম্মিল হক**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবসর সময়কে কাজে লাগাও

হে যুবক ভাই! আমরা এপর্যন্ত অনেক হাদীছ এবং কথা বার্তা শুনলাম। তবে কেন আমরা এখন থেকে শুরু করতে পারি না? আমি স্বীকার করি যে, শুরুটা কঠিন হবে। তবে পরে দেখবে যে, এটা প্রভাতের ন্যায় তোমার কাছে পরিস্ফূটিত হবে ঐ সম্প্রদায়ের ন্যায় যারা রাতের বেলায় ভ্রমণ করল এবং প্রভাতের পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল (عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى)।

এ মর্মে আমি তোমাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেন-

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ -

'দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ লোকেই অলসতা করে। আর তা হচ্ছে অবসর সময় এবং সুস্থতা' (বুখারী)।

মনে হচ্ছে এ হাদীছের উদ্দেশ্য তুমিই হে যুবক! বর্তমানে তুমি সুস্থতা ও শক্তির মালিক। তোমার নিকটে অনেক সময় রয়েছে। যে সময়টা তোমার মত অন্যেরা তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং রুযীর পিছনে দৌড়ে কাটিয়ে দিচ্ছে, তবে কেন তুমি অবসর সময়টুকু আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় কর না, যা তুমি ক্বিয়ামতের দিন সযত্নে রক্ষিত মালের মত পাবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখে সবচেয়ে বেশী রাগান্বিত হই, যে ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখেরাতের কাজ থেকে দূরে থাকে (অর্থাৎ সে একটাও করে না)'।

'আবুল আব্বাস আদ-দীনাওয়ারী বলেন, অন্তর এবং সময়ের চেয়ে অধিক সুক্ষ্ম এবং সম্মান জনক বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু নেই। অথচ তুমি এ দু'টিকেই হেলায়-খেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ'।

'ইয়াহইয়া বিন মু'আয আর-রাযী বলেন যে, 'মাগবূন বা অলস সেই, যে তার দিন গুলো বেহুদা কাজে কাটিয়ে দেয়,

* *ষোলমারি, পোঃ কৈমারী, থানাঃ জলঢাকা, নীলফামারী।*

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ধ্বংসের পথে ব্যয় করে এবং গোনাহ থেকে হুঁশ ফেরার আগেই সে মারা যায়।

সালাফে ছালেহীনের মধ্য হ'তে একজন বলেন, 'দিবস ও রাত্রি তোমার জন্য কাজ করছে। অতএব তুমি ঐ দুই সময়ের মধ্যে কাজে ব্যস্ত থাক'।

হযরত ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) বলেন, 'দিবা ও রাত্রি ধনভাণ্ডারের ন্যায়। অতএব তোমরা দেখ এ দু'য়ের মধ্যে কি সঞ্চয় করছ। তিনি আরো বলেন, তোমরা রাত্রিকে কাজে লাগাও, যে জন্য তা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দিবসকে কাজে লাগাও, যে জন্য দিবসকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।

আবু ইয়াজিদ বলেন, 'রাত্রি ও দিবস মুমিনদের মূল সম্পদ। এই দু'য়ের লাভ হ'ল জান্নাত আর এর ক্ষতি হ'ল জাহান্নাম'।

কবি বলেন, 'নিশ্চয়ই দুনিয়া হ'ল জান্নাত ও জাহান্নামের রাস্তা মাত্র। রাত্রি হ'ল মানুষের ব্যবসাস্থল। আর দিবস হ'ল বাজার'।

ইবরাহীম বিন শায়বান বলেন, 'যে তার সময়কে হেফাযত করল এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য পথে ব্যয় করল না, আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে হেফাযত করবেন'।

ওমর বিন যার স্বীয় বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যদি স্বাস্থ্যবানরা জানত যে, কবরে তাদের গলিত দেহের অবস্থা, তাহ'লে তারা অবসর দিন গুলোতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করত। ঐ দিনের ভয়ে যেদিন হৃদয় ও চক্ষু সমূহ উলট-পালট হয়ে যাবে।

কবি বলেন,

اغتنم فى الفراغ فضل ركوع　　فعسى أن يكون موتك بغتة

كم صحيحٍ رأيت من غير سُقمٍ　　ذهبت نفسه الصحيحة فلتة

'অধিক পরিমাণে রুকুর দ্বারা অবসর সময়কে কাজে লাগাও! হয়তবা তোমার মৃত্যু হঠাৎ করে এসে যাবে। কত সুস্থ লোককে তুমি দেখেছ যে, অসুস্থ হয়নি। তার সুস্থ আত্মা হঠাৎ চলে গেছে'।

ইবনে হাজার বলেন, 'মুমিনদের উপরে ওয়াজিব হ'ল নেক আমল সমূহের প্রতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়া তার পূর্বে যখন সে আর সৎকর্ম করার শক্তি রাখবে না। তার উপর সৎকর্ম সমূহের মধ্যে যখন বাধা সৃষ্টি হবে রোগ-শোক অথবা মৃত্যুর কারণে। অথবা (দুর্বলতার) এমন কিছু নিদর্শন তার মধ্যে প্রকাশ পাবে, যেগুলি থাকা অবস্থায় তার কোন আমল কবুল হবে না।

ইবনে জাওযী বলেন, 'জেনে রাখ হে যুবক! সময় অতি মূল্যবান সম্পদ। যার একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। ছহীহ হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'যে বলবে মহান আল্লাহ পবিত্র এবং তারই যত প্রশংসা' তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়' (তিরমিযী; শায়েখ নাছেরুদ্দীন আলবানী একে বিশুদ্ধ বলেছেন)। অতঃপর মানুষ কত সময় নষ্ট করে পর্যাপ্ত পূণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর এই দিনগুলো শস্য ক্ষেতের ন্যায়। সে যেন মানুষকে বলছেঃ যখন একটি বীজ বপন করা হয়, তখন তা থেকে আমরা হাজার 'কুর' দানা বের করি। 'কুর' হচ্ছে একটি মাপ যার পরিমাণ চল্লিশ ইরদাব বা যা ছয়টি গাধার বোঝা পরিমাণ শস্য (আল কাওছার পৃঃ ৪৫৩)।[১] অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তিদের শস্য ক্ষেতে বীজ বপন না করে বসে থাকা কি বৈধ হবে?

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি একনিষ্ঠ হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন কর তোমার নিকট শাস্তি আসার পূর্বে। এরপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না' (যুমার ৫৪)। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হ'তে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিত ভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে (৫৫)। যাতে কাউকে বলতে না হয় 'হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্য শিথিল করেছি এ জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টা কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম' (৫৬)। অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম (৫৭)। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন বলতে না হয় আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত, তবে আমি সৎ কর্ম পরায়ণ হ'তাম'(৫৮)।

আল্লাহ আরো বলেন, 'যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎ কর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। না, কখনই নয়। এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সম্মুখে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' (মুমিন ৯৯-১০০)।

হে আমার যুবক ভাই সমাপনী বক্তব্যে বলছিঃ

* জেনে রাখ! বয়স তোমার মূল সম্পদ। যে কাজ তোমার উপকারে আসে না সে কাজে সময় ব্যয় কর না।

* উত্তম বন্ধু বাছাই করে নাও এবং খারাপ বন্ধু ও তাদের বৈঠকে বসা থেকে দূরে থাক।

* ছালাত ঠিক সময় আদায় করবে। কেননা ছালাতই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ এবং ফজরের ছালাত বাদ দিয়ে ঘুমাবে না।

'কষ্টের সময় পূর্ণাঙ্গ রূপে ওযূ করবে। বেশী বেশী মসজিদে যাবে এবং এক ছালাতের পর আর এক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করবে।

* আযান শুনে মসজিদে দ্রুত যাবে। কারণ আল্লাহ' সব কিছুর চেয়ে বড়।

---

১. আড়াই কেজিতে এক ছা', ২৪ ছা'-তে এক ইরদাব ও ৪০ ইরদাবে এক 'কুর' হয় (সঃ সঃ)।

* অধিক পরিমাণে ছিয়াম পালন করবে। কারণ অধিক ছিয়াম পালন করা যুবকদের বহু রোগের ঔষধ।

* তোমার আত্মাকে দান-খয়রাতে অভ্যস্ত কর। কারণ দান-খয়রাত করা বহু বিপদাপদ উঠিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

* ফরয হজ্জ দ্রুত সেরে নাও। বিলম্ব কর না। এক উমরাহ আর এক উমরাহ্‌র মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশির কাফ্‌ফারা স্বরূপ।

* প্রতিদিন তোমার জন্য কুরআনের আয়াত থেকে কিছু আয়াতকে নির্দিষ্ট করে নাও এবং তা বাস্তবে পরিণত কর। কেননা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিইতো উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়।

* দিবা-রাত্রি আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্মরণকারীদের ভালবাসেন এবং আহবানকারী যখন তাঁকে আহবান করে তখন তার আহবানে সাড়া দেন।

* নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর সাথীদের চরিত্র অনুসরণ কর। হয়তবা তুমি তাঁদের বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবে।

* ইলমের বৈঠকসমূহে বসার অভ্যাস গড়ে তোল। কেননা জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক।

* তুমি নম্রতা অবলম্বন কর এবং অহংকার থেকে দূরে থাক। কারণ অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

* হিংসা করা থেকে বিরত থাক। কারণ এটা ইবলীস শয়তানের অপরাধ। যে কারণে তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

* পিতা-মাতার আনুগত্য কর, তাদের রাগান্বিত কর না। কেননা অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

* রোগীর সেবা করা, জানাযায় যাওয়া, কবর যিয়ারত করা ঈমান বৃদ্ধির ও আখেরাতকে স্মরণের অন্যতম মাধ্যম। অতএব এগুলো থেকে গাফেল হবে না।

* তোমার ভাই এর মুখে হাসি ফুটানো তোমার জন্য ছাদকা স্বরূপ। অতঃপর তোমার বন্ধুদের সাথে উত্তম ভাবে সাক্ষাৎ কর।

* গান শোনা থেকে বিরত থাক। কেননা কোন বান্দার অন্তরে কুরআনের ভালবাসা ও গানের ভালবাসা একত্রিত হ'তে পারে না। অতএব হে যুবক! তুমি দেখ কোনটা তোমার জন্য বেছে নিবে।

* দৃষ্টি অবনমিত রাখার অভ্যাস কর। কেননা দৃষ্টি অবনমিত রাখা আল্লাহ ভীরুদের জন্য ইবাদত।

* তুমি তোমার ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আস। যে তার ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন।

পুনরায় শান্তি ধারা বর্ষিত হউক আমাদের নবী করীম মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গ এবং ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

[সমাপ্ত]

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ

-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*

(৩য় কিস্তি)

ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান

উপরোল্লেখিত সংজ্ঞানুযায়ী সাধারণ রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিম্নোক্ত চারটি উপাদানের প্রয়োজন।

জনসমষ্টিঃ

সাধারণ রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রেরও জনসমষ্টি একটি অপরিহার্য উপাদান। জনসমষ্টিই যদি না থাকে তবে রাষ্ট্রের প্রশ্নই উঠেনা। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌র আইন প্রবর্তন করা। কাজেই জনগণবিহীন ভূ-খণ্ডে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। জনগণ হ'তে হবে সুসংবদ্ধ। নচেৎ কোন বিশাল সমাবেশ নিয়ে রাষ্ট্র হয় না। যেমন- হজ্জ-এর সময় সমবেত জনতা। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এমন জনসমষ্টির প্রয়োজন, যারা সর্বপ্রকার বাতিল পরিহার করে হবে সত্যাশ্রয়ী। সর্বপ্রকার শিরকের শৃংখল মুক্ত হয়ে হবে প্রকৃত তাওহীদবাদী। ভূ-পৃষ্ঠ হ'তে শিরক-কুফর, অন্যায়-অপকর্ম, ফিৎনা-ফাসাদ-এর মূলোৎপাটন করে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহের জন্য তারা থাকবে সদা সচেষ্ট। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত (জাতি), মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে' (আলে ইমরান ১১০)।

ভূ-খণ্ডঃ

ভূ-খণ্ড না হ'লে রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। তাই সাধারণ রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি ভূ-খণ্ডের প্রয়োজন হয়। যা ক্ষুদ্রাকারের হ'তে পারে। আবার বিশাল আকৃতিরও হ'তে পারে। মোটকথা যে ভূ-খণ্ডের পরিবেশ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুকূলে পাওয়া যাবে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন- মক্কার পরিবেশ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে থাকায় মহানবী (ছাঃ) মদীনায় হিজরতের পর তথায় অনুকূল পরিবেশ

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যার আয়তন প্রথম দিকে মদীনা নগর রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে তা মধ্য এশিয়া হ'তে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ،

'এরা এমন লোক যে, আমি যমীনের বুকে তাদেরকে ক্ষমতা দান করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, ন্যায় ও সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে' (হজ্জ ৪১)। অন্যত্র আল্লাহ এরশাদ করেন- وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ 'এবং যমীনে তোমাদের কিছুকালের জন্য অবস্থান ও জীবিকার সংস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে' (বাক্বারাহ ৩৬)।

সরকারঃ

সাধারণ রাষ্ট্রের ন্যায় সরকারও ইসলামী রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকারের মাধ্যমেই দেশের জনগণের ইচ্ছা-আকাংখা প্রতিফলিত হয়। দেশে সরকার না থাকলে জনজীবনে অনিবার্য ধ্বংস ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। দেশ নৈরাজ্য ও বিশৃংখলায় হাবুডুবু খেতে বাধ্য। সেজন্য খাঁটি ঈমানদার, সৎ, যোগ্য ও তাকওয়াশীল ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃত। ইমাম নসফী স্বীয় 'শারহু আক্বায়েদিন নসফী' গ্রন্থে বলেন-

"والمسلمون لا بدّ لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسدّ ثغورهم وتجهز جيوشهم وأخذ صدقاتهم و قهر المتغلّبة والمتلصّصة و قطّاع الطّريق و إقامة الجمع والأعياد و قطع المنازعات الواقعة بين العباد و قبول الشّهادة القائمة على الحقوق و تزويج الصّغار والصغائر الذين لا أولياء لهم و قسمة الغنائم و نحو ذالك من الأمور التى لا يتولّها احاد الأمة "

অর্থাৎ- 'মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একজন ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান থাকা অপরিহার্য। তিনি আইন-কানূনসমূহ কার্যকর করবেন, শরীয়ত নির্দেশিত শাস্তিসমূহ জারি করবেন, তাদের সীমান্তসমূহ বন্ধ রাখবেন, সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করবেন। মানুষের নিকট হ'তে যাকাত, ছাদাকা ইত্যাদি গ্রহণ ও বন্টন করবেন। বিদ্রোহী, দুষ্কৃতিকারী, চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারীদের কঠিন শাসনে দমন করবেন। ... যা ব্যক্তিগত ভাবে কোন একজনের পক্ষে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়।[১]

সার্বভৌমত্বঃ

সাধারণ রাষ্ট্রের জন্য সার্বভৌমত্ব যেমন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। সার্বভৌমত্বই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি। সার্বভৌমত্বের অর্থ- **রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা ও শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ণ অধিকার**। সাধারণ পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হ'লেও কার্যতঃ শাসকগোষ্ঠী সে সার্বভৌমত্বের দখলদার। কখনও কখনও তা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের প্রবৃত্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ হওয়ায় তা নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর অবতীর্ণ অহি-র বিধান ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মানুষ তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিধানাবলী বাস্তবায়ন ও কুরআন-হাদীছে বর্ণিত মূলনীতি অবলম্বনে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে মাত্র। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আইনের সামান্যতম লংঘন ও অমান্য করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের নেই। সরকার খেয়াল-খুশীমত আইন রচনার অধিকারী হ'তে পারবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

'সতর্ক হও! তাঁর সৃষ্টিতে তাঁরই হুকুম চলবে' (আ'রাফ ৫৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ 'সাবধান! শাসন ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই, আর তিনি হচ্ছেন সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' (আন'আম ৬২)। এ ব্যাপারে তাঁর কোন অংশীদার নেই।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। প্রভুত্বের একচ্ছত্র মালিকানা ও নিরংকুশ শাসন কর্তৃত্ব- এ উভয় দিক দিয়েই তিনি অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং অংশীহীন। নিখিল বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁর একচ্ছত্র প্রভুত্বের অধীনে অনুগত হয়ে আছে। মহা

১. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র (খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ- আগষ্ট, ১৯৯৫),*

আল্লাহ্‌র ঘোষণা, وَ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সবই তাঁর আজ্ঞাবহ' (রূম ২৬)।

সৃষ্টিরাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই। এ ক্ষেত্রে কেউ তাঁর শরীক নেই। আর শাসন ক্ষমতা, আইন রচনা ও প্রভুত্বের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র তাঁরই। কোন ব্যক্তি, জনগণ পার্লামেন্ট বা কোন রাজশক্তি এদিক দিয়ে তাঁর অংশীদার হ'তে পারেনা। আল-কুরআনের ঘোষণা-

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ

'আল্লাহ ব্যতীত কারো হুকুম দানের অধিকার নেই। তিনি সত্য কথা বলেন, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী' (আন'আম ৫৭)। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ 'তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই' (ফুরক্বান ২)। তিনি আরও বলেন, وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا 'তিনি (আল্লাহ) নিজ কর্তৃত্বে কাকেও শরীক করেন না' (কাহাফ ২৬)। আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী আরও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْئٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ 'তারা বলে, নির্দেশ দানের অধিকার আমাদের আছে কি? (হে নবী) আপনি বলুন! নির্দেশ দানের সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র' (আলে ইমরান ১৫৪)।

আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জগতের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক। এখানেই শেষ নয়; বরং তিনি মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-বিধান দাতাও। মৌলিকভাবে এ অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই জন্য সংরক্ষিত। কেননা এ সৃষ্টি জগত তাঁর। এর উপর হুকুম চালাবার অধিকারও একমাত্র তাঁরই হ'তে পারে। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও ইসলামী রাষ্ট্রের এ বিশেষত্বকে অকপটে স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড ডি সানতিলানা (David de santillana) যথার্থই বলেছেন, 'Islam is the direct government of Allah, The rule of God, whose eyes are upon his people. The principle of unity and order which in other societies is called civitas, polis state in Islam is personified by Allah. Allah is the name of supreme power acting in the common interest. Thus the public treasury is the treasury of Allah, the army is the army of Allah, even the public functionaries are the employees of Allah.'[২]

মানুষের ইচ্ছা-কামনা-বাসনা কখনই নির্ভুল হ'তে পারে না। নির্ভুল হ'তে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান। মানুষ আল্লাহ্‌র বিধানকে বাদ দিয়ে নিজ প্রবৃত্তির ইচ্ছানুযায়ী হুকুম দিলে, বিচার করলে নিজকে আল্লাহ্‌র আসনে আসীন করানো হয়। যা প্রকাশ্য শিরক। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ শ্লোগানের ফলে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতাকে ছিনতাই করে মানুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। যা শিরক হওয়ায় সৃষ্টি হিসাবে মানুষের জন্য তা অবশ্যই বর্জনীয়। এখানেই পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বড় পার্থক্য।

ইসলামী রাষ্ট্র দর্শনে রাষ্ট্রপ্রধান (আমীর/খলীফা) হ'তে শুরু করে দীনতম প্রজা পর্যন্ত সকলেই আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানের অধীন। আর এ বিধানের বিশেষত্ব এই যে, এটা সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সকলের জন্য সমান কল্যাণকর। উপরন্তু এটা ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের অগ্রাধিকার স্বীকার করে না। এজন্য যুক্তিসংগত ভাবে বলা যায় যে, ইসলামী বিধান মোতাবেক গঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকও বটে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য হ'ল- প্রথম ক্ষেত্রে জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতা ধারণ করে, তাদের ইচ্ছামত আইন রচনা করে ও শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধীনে তাঁর প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক কর্তব্য পালন করে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল বা শাসকচক্রের দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ইচ্ছামত আইন প্রবর্তনের যে সুযোগ রয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই'- কালেমার এ অংশ উচ্চারণের সাথে সাথে মানুষের হাত থেকে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের বল্গা খসে পড়ে এবং তা ন্যস্ত হয় আল্লাহ্‌র উপরে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, মানব রচিত কোন আইন বা প্রথা যথার্থ না অযথার্থ, যুক্তিযুক্ত না অযৌক্তিক, কার্যকর না অকার্যকর তা মাথা গুণতির এ রাজনৈতিক পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ এ ব্যবস্থায় ক্ষণিকের জন্য চমক ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অক্ষম ও অসৎ লোকেরা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব লাভ করে থাকে এবং ঊনপঞ্চাশটি আরবীয় ঘোড়ার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে একান্নটি গাধার সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে গণ্য করে। নাসিকা গণনার এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলাম মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হিসাবে স্বীকার করে না।

সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলাম কি ধারণা পোষণ করে? ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অভিষেককালীন ঐতিহাসিক ভাষণে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি খলীফা হওয়ার পর বলেছিলেন,

২. *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, পৃঃ ৮৬।*

'আপনাদের আনুগত্য দাবী করার অধিকার আমার ততক্ষণ পর্যন্ত আছে যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশানুসারে কাজ করি। আমি যখন সঠিক পথে চলি তখন আমাকে অনুসরণ করুন এবং আমি যখন ভুল করি তখন আমাকে সংশোধন করুন'।[৩]

এ কারণে সাম্য ও স্বাধীনতার, মহান মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে একজন সাধারণ বেদুঈন নারী পর্যন্ত খলীফা ওমর (রাঃ)-এর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। যখন হযরত ওমর (রাঃ) বিবাহের মোহরানায় নারীদের অধিকার সীমিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অথচ তৎকালীন সময়ে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নাম বিশ্বের সকল রাজা-বাদশাহ্‌র মনে আতংকের সৃষ্টি করত।

ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী

ইসলামী রাষ্ট্রের একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন। আরবীতে যাকে বলা হয় 'আমীর' বা 'খলীফা'। যেহেতু ইসলামে একনায়কতন্ত্রের কোন স্থান নেই, সেহেতু রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদানের নিমিত্তে থাকবে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 'মজলিসে শূরা' (পরামর্শ সভা)। আর থাকবে শাসনতন্ত্র। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হ'ল।

আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন এবং ইসলামী আইন কার্যকরের জন্য একজন 'আমীর' বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জনগণের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম জুরজানী (রহঃ) বলেন "إنّ نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين و أعظم مقاصد الدين" অর্থাৎ 'ইমাম বা রাষ্ট্রনায়ক নিয়োগ মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের পূর্ণতম ব্যবস্থা এবং দ্বীন-ইসলামের সর্বোচ্চ লক্ষ্যের সর্বাধিক মাত্রার বাস্তবায়ন'।[৪]

দেশে রাষ্ট্রপ্রধান কে হবেন, সে ব্যাপারে মতামত জানাবার অধিকার রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। ফলে নাগরিকগণ যে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নির্বাচিত করবে তিনিই হবেন দেশের প্রধান। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু কুদামাহ স্বীয় 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলেছেন, "من اتّفق المسلمين على إمامته و بيعته ثبتت إمامته و وجبت معونته" 'যে ব্যক্তির নেতৃত্ব সম্পর্কে মুসলিম নাগরিকগণের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) হবে তারই ইমামত (রাষ্ট্র প্রধান) স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তারই সাহায্য-সহযোগিতা করা সকলের প্রতি অবশ্য কর্তব্য হবে'।[৫] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ স্বীয় 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেছেন,

الإمام اى رياسة الدولة ثبتت بمبايعة الناس اى الرئيس الدولة لا السابق له

অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের নেতৃত্ব জনগণের বায়'আতের ভিত্তিতে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কোন পদাধিকার বলে নয়'।[৬]

ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। কেননা এ পদ্ধতি হচ্ছে প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি। এ নির্বাচনে নেতৃত্ব ও পদলাভের ক্ষেত্রে প্রার্থী হিসাবে ভোট দখলের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষকে হারানোর জন্য নানান কুট-কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী পদ্ধতিতে প্রার্থী হিসাবে নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لا تسئل الإمارة فانك ان أعطيتَها عن مسئلةٍ وُكلتَ إليها و إن أعطيتَها عن غير مسئلةٍ أعنْتَ عليها،

'নেতৃত্ব চেয়োনা! কারণ চাওয়ার ফলে যদি তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তোমার নিজ শক্তির উপর একা দাঁড়াতে হবে। আর যদি চাওয়া ছাড়াই তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তুমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্ত হবে (বুখারী ও মুসলিম)'।[৭] তদুপরি প্রচলিত পদ্ধতিতে যোগ্যতা ও গুণাগুণের বাছ-বিচার না করে দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক সকলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার এবং ভোট দানের অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে যোগ্য ও গুণসম্পন্ন পুরুষ ব্যক্তির নেতা নির্বাচিত হওয়ার অগ্রাধিকার রয়েছে এবং রয়েছে সকল প্রকার লোকের ভোটদানের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান গুণসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তির সমর্থন বা ভোটদানের ব্যবস্থা। খলীফা নির্বাচন করার কার্য প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

---

৩. *আবুল হাশিম, ইসলামের মর্মকথাঃ অনুবাদঃ মুসলিম চৌধুরী, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ- অক্টোবর, ১৯৯১), পৃঃ ৮৬।*

৪. *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, পৃঃ ১২৩।*

৫. *ডঃ আব্দুল করিম জায়দান, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা (অনুঃ) মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পৃঃ ২২।*

৬. *তদেব।*

৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হাদীছ নং ৩৬৮০, তাহক্বীক্ব আলবানী, (আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুতঃ ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৫) ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৯।*

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) মাথা গুণতির মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন একথা ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। মহানবী (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মদীনার কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় আনছার নিজেদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচন করার জন্য একস্থানে মিলিত হন। আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে খলীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করতে পারে এ আশংকায় সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) দ্রুত সেই সভাস্থলে উপস্থিত হন। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে গড়া ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং প্রথমে তিনি নিজেই হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ (বায়'আত) গ্রহণ করেন। সাথে সাথে অন্যান্যরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে অনুসরণ করেন। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যান্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য দেখা গেলেও সেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্যের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। আর তা হচ্ছে দেশের সকল নাগরিকের মধ্য হ'তে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাঁচ বছর কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনরায় নতুন সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় একবার আমীর বা খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান) নির্বাচিত হয়ে গেলে তাঁর কুফরী, মৃত্যু, কর্তব্যে অবহেলা, অপারগতা বা পদত্যাগ ব্যতীত নতুন কোন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যাবে না। আল্লাহ্‌র বাণী, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُوْرًا 'অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না' (দাহর ২৪)। ছহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, উবাদাহ ইবনে ছামিত (রাঃ) বলেন, دعانا النّبى صلى الله عليه و سلم فبايعناه على السمع والطاعة فى منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يسرنا و على اثرة علينا وأن لا ننازع الامر اهله إلاّ ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان 'নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ডাকলেন, আমরা তাঁর হাতে এই মর্মে বায়'আত করলাম যে, আনন্দ-দুঃখ, শান্তি-কষ্ট এবং আমাদের উপরে অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া সহ সর্বাবস্থায় আমরা তাঁকে মেনে চলব। আর শাসনকর্তার বিরোধিতা করব না। তবে যদি তোমরা সুস্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও, তাহ'লে তার সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অকাট্য দলীল বর্তমান রয়েছে'।[৮]

ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী বলেন, فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى و بسنة رسوله صلى الله عليه و سلم فإن زاغ عن شيئ منهما منع من ذالك و اقيم عليه الحد و الحق فإن لم يؤمن اذاه إلا بخلعه خلع و لولّى غيره

'রাষ্ট্র প্রধানকে মেনে চলা ওয়াজিব ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তিনি জনগণকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত করবেন। তিনি যদি তা থেকে একবিন্দু ভিন্ন পথে ধাবিত হন, তাহ'লে তাকে সে পথ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং তাঁর উপর শরীয়তের অনুশাসন কার্যকর করা হবে। আর তাকে পদচ্যুত না করা হ'লে তার দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকা যাবে না মনে করা হ'লে তাকে পদচ্যুত করতে হবে এবং তার স্থানে অপর একজনকে নিয়োগ দিতে হবে।[৯]

প্রচলিত ধারায় ক্ষমতা লাভের জন্য বা রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতা থেকে জোরপূর্বক হটানোর জন্য যে রাজনৈতিক নোংরামীর আশ্রয় নেওয়া হয়, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বাধীন প্রতিবাদহীন জীবন-যাপনের বিপরীতে রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনাকারী ইসলামের দৃষ্টিতে ডাকাত, পরস্বাপহরণকারী, ছিনতাইকারী, ক্ষমতালোভী, নিকৃষ্টতম হত্যাযোগ্য অপরাধী হিসাবে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

من أتاكم و أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يّشق عصاكم او يفرّق جماعتكم فاقتلوه

'তোমরা যখন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হও তখন যদি কেউ তোমাদের নিকট সে নেতৃত্ব দখল করার উদ্দেশ্যে আসে এবং সে তোমাদের শক্তিকে বিভক্ত করতে চায় ও তোমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তাহ'লে তোমরা তাকে হত্যা কর (মুসলিম)।[১০]

মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রীঃ) 'The political Economy of the Islamic State 'গ্রন্থে উপরোক্ত মনোভাব ব্যক্ত করে

---

৮. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পৃঃ ৫০।
৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।
১০. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৮ তাহকীক্ব আলবানী ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮৮।

বলেছেন, "The legislature must then decree in his law that if someone seccedes and lays claim to the Caliphate by virtue of power or wealth. Then it becomes the duty of every citizen to fight and kill him. If the citizens are incapable of doing so, then they disobey God and commit an act of unbelief.'[১১]

বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার যোগ্য কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই, যার মনোভাব হবে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মনোভাবের মত। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) জনতার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ভাষণ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত অংশটি ইতিহাসের পাতায় মাইল ফলক হয়ে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন,

'হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজ আগ্রহের ভিত্তিতে তোমাদের এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি; অথবা ইচ্ছা করে নিজকে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে, তাহ'লে মনে রাখবে, একথা বিন্দুমাত্র সত্য নয়। যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি নিজ আগ্রহে নিজকে তোমাদের ও কোন একজন মুসলমানের তুলনায় বড় মনে করে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখনও তা পাওয়ার লোভ করিনি- না কোন দিনে, না রাতে। এজন্য আল্লাহ্‌র নিকটও কখনও প্রার্থনা করিনি, না গোপনে, না প্রকাশ্যে। আর আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত একটা মহৎ বিষয়ে আমি যে দায়িত্ব নিয়েছি তাতে আমার নিজের কোন শক্তি-সামর্থ নেই। আর রাসূল (ছাঃ)-এর কোন্ ছাহাবী আছেন যিনি এ বিষয়ে ইনছাফ করতে পারেন। আমি অবশ্যই এ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করব। আপনারা আমার নিকটে যে বায়'আত গ্রহণ করেছেন তা প্রত্যাহার করে আপনাদের পসন্দমত ব্যক্তির কাছে তা অর্পন করতে পারেন। কেননা আমি আপনাদের মত একজন মানুষ মাত্র'।[১২]

[চলবে]

১১. আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, পৃঃ ১৪৪
১২. তদেব।

আধুনিক সংস্কৃতি ও তার পরিণতি

*-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দদ্বয় সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সাহিত্য, রাজনীতি, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন সকল ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সংরক্ষণ ছাড়া কোন জাতিই তার জাতিসত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশকে সংস্কৃতি বলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে সভ্যতাকে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতিকে সভ্যতা অর্থে ব্যবহার করা হয়। এমনকি বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, যৌনাচার, অশ্লীল আচরণ, চরিত্র বিধ্বংসী সংগীত, পর্ণোগ্রাফী ইত্যাদিকেও সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। অথচ এগুলোকে কখনও সংস্কৃতি বলা চলে না। বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আরবী 'তাহযীব' (تهذيب) শব্দের বাংলা রূপ হ'ল সংস্কৃতি। 'তাহযীব' শব্দের অর্থ পরিচ্ছন্ন করা, আগাছা মুক্ত করা ইত্যাদি।[১]

আবার সংস্কার, উন্নয়ন, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, রীতি-নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ হ'ল Culture বা সংস্কৃতি।[২]

পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানী জোনস (Jones) বলেন, "Culture is the sum of man's creations" অর্থাৎ 'মানব সৃষ্ট সব কিছুর সমষ্টিই হ'ল সংস্কৃতি'।[৩]

প্রখ্যাত বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানী টেইলর (Tylor) বলেন, "Culture is that complete whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society" অর্থাৎ 'জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস, যা মানুষ সামাজিক পরিবেশ থেকে আয়ত্ব করে, তা সে সমাজের Culture বা সংস্কৃতি'।[৪]

**. এম, এ, শেষ বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. মাসিক মঈনুল ইসলাম, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃঃ ২৯। নিবন্ধঃ মুহাম্মাদ আমিনুর রশীদ গোয়াইনঘাটি, আমাদের সংস্কৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতির করালগ্রাসে।
২. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪) পৃঃ ৬৫৪।
৩. নাজমুল করিম, সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবস্তান, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৯৩) পৃঃ ৬৪।
৪. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭।

এইচ, কে লাস্কি বলেন, "Culture is what we are" অর্থাৎ 'আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি'।[৫]

প্রখ্যাত সাংবাদিক রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবি মরহুম আবুল মনছুর আহমদ তাঁর 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থে লিখেছেন 'ব্যক্তির যেমন পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব, সমষ্টি বা জাতির তেমনি কালচার বা সংস্কৃতি। আমরা বলতে পারি সমাজের ব্যক্তিত্বই কালচার বা সংস্কৃতি।[৬]

মূলতঃ সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের মৌল চেতনা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, অনুভূতি, অনুরাগ, জীবন বোধের পরিমার্জিত ও পরিশোধিত সামষ্টিক আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড। সংস্কৃতি হচ্ছে মূল উৎস আর সভ্যতা হচ্ছে তারই বাহন। আর সুষ্ঠু সংস্কৃতির দ্বারাই মানুষ ও পশুর মধ্যেকার পার্থক্য নিরুপিত হয়। যে জাতির সাংস্কৃতিক ভিত যত শক্ত, সে জাতি পৃথিবীতে তত উন্নত। পক্ষান্তরে যে জাতির সাংস্কৃতিক ভিত যত নড়বড়ে সে জাতি পৃথিবীতে তত অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। মুসলমানগণ এক সময় নিজেদের সংস্কৃতি চর্চার দ্বারা জাহেলিয়াতের সকল প্রকার অন্ধকার দূরীভূত করে সোনালী সমাজ গড়েছিল। অথচ তাদেরই উত্তরসুরী আজকের যুব সমাজ নিজস্ব ঐতিহ্য হারিয়ে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সুধী পাঠক সমাজ! এ করুণ অবস্থার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সূমহ বিশেষভাবে দায়ী বলে আমরা মনে করি।

১। প্রচার মাধ্যমঃ

(ক) স্যাটেলাইটঃ একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনাশের অন্যতম হাতিয়ার হ'ল দেশের প্রচার মাধ্যম। প্রচার মাধ্যমগুলো ইচ্ছা করলে দেশের মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা এবং চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে পারে। পালন করতে পারে উন্নত চরিত্র ও মানবতার বিকাশ সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। কিন্তু পশ্চিমা জগত মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য অশ্লীলতা ও হিংসা-বিদ্বেষ বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দানকালে বলেন, 'পশ্চিমা জগত ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছবি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটি কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন এবং মাদক চোরাচালানীর চেয়ে কম বিপদজনক নয়। তাদেরকে অবশ্যই সর্বব্যাপী ইন্টারনেটের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। তথাকথিত বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করতে হবে'। তিনি আরও বলেন, 'প্রচার মাধ্যমগুলোতে শুধু বিকৃত ছবিই প্রচার করা হচ্ছে না, আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতাও নস্যাৎ করে দেয়া হচ্ছে। অতীতে পশ্চিমা মিশনারীগুলো দর্শন প্রচারে নিয়োজিত থাকত। বর্তমানে সংবাদ মাধ্যম আমাদের কাংখিত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিচ্ছে।[৭]

কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যম গুলোতেও বিজাতীয় সংস্কৃতির ঢাক-ঢোল পুরোদমে বাজানো হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে, চরিত্র বিধ্বংসী গান-বাজনা, নৃত্যানুষ্ঠান, নগ্ন-অর্ধনগ্ন রমনীর চোখ ঝলসানো বাহারী ছবি, যৌন চর্চার দৃশ্য ইত্যাদি। যার ফলে আমাদের অপরিপক্ক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর মধ্যে ভয়াবহ যৌন উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। সারাদেশে নারী ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, ছিনতাই ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) পত্র-পত্রিকাঃ বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারে এদেশের পত্র-পত্রিকা গুলো সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। নারী চরিত্রের বেহায়া ছবি, যুবক-যুবতীর প্রেমের কাহিনী আর প্রেম উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশই যেন পত্রিকার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকাল পড়ার টেবিলে, শয়ন কক্ষের দেওয়ালে আধুনিক নায়ক-নায়িকাদের অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। যার অশুভ প্রভাবে আমাদের যুব সমাজ এতটা আত্মবিস্মৃতির শিকার হ'য়ে পড়েছে যে, তারা এখন ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতিকে বর্বরতা, অভদ্রতা এবং প্রগতির অন্তরায় বলে অবজ্ঞা করছে। Lord Mackly -এর কথাটিই যেন আমাদের সমাজে আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি এক সময় বলেছিলেন 'আমরা এমন একদল লোক তৈরী করব যারা পোশাকে এবং বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তা-চেতনা, মেজাজ ও চরিত্রে হবে আমাদের'।[৮]

২। নববর্ষ পালনঃ নব বর্ষের নামে নাচ-গান, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, শোভাযাত্রা, নাটক ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও রয়েছে পান্তা খাওয়া, যুবক-যুবতীদের দেহ প্রদর্শনী, মেয়েদের উপর নোংরা আক্রমণ ইত্যাদি। ছোটবেলায় শুনতাম পান্তা খায় গ্রামের গরীব লোকেরা, আর যারা মানুষের বাড়ী বাড়ী ভাত ভিক্ষা করে বেড়ায় তারা। কিন্তু পত্রিকায় বর্ষ বরণে দেখা গেল এর ব্যতিক্রম। বলুনতো পান্তা খাওয়াতে আভিজাত্যের কি আছে বা বাঙ্গালী সংস্কৃতির কি আছে এতে? আবার হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বাংলা ১৪০৬ সালকে স্বাগত

---

৫. দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃঃ ৭; নিবন্ধঃ আবু জাফর মুহাম্মাদ ওবায়েদুল্লাহ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনঃ মুসলিম উম্মাহর করণীয়।

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৭. দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ই জুন '৯৯ নিবন্ধঃ মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান বাবুল, পশ্চিমা সংস্কৃতি বিশ্ব জুড়ে মারদাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

৮. দৈনিক আল-মাজাদ্দেদ, ৭ই সেপ্টেম্ব '৯৮, পৃঃ ৬ নিবন্ধঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনঃ মুসলিম উম্মাহর করণীয়।

জানানো হ'ল। তাও আবার আমাদের দেশের বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবিরা। ধিক এদেশের নামধারী মুসলমানদের। বাঙ্গালী সংস্কৃতি উদ্ধার করতে গিয়ে যে সব সংস্কৃতি পহেলা বৈশাখে দেখানো হ'ল তা কখনও সভ্য মানুষ বিশেষতঃ মুসলমানদের সংস্কৃতি হ'তে পারে না।

সুধী পাঠক সমাজ! বর্ষ বরণের নামে যেসব যুবতী রাস্তায় নামে, মেলার নাম করে সংস্কৃতির নামে অবাধ বিচরণ করে তারা কি ভদ্র ঘরের সন্তান হ'তে পারে? শহীদ দিবস পালন করার জন্য কোন্ মেয়েগুলো রাত ১টায় শহীদ মিনারে গিয়ে বস্ত্র হারায়? কাদের রুচি এত নিম্ন স্তরের যে, তাদের কাছে পশুত্বও হার মানে?

৩। **বেপর্দা সংস্কৃতিঃ** আমাদের নারী সমাজ আজ স্বাধীনতা ও প্রগতির দোহাই দিয়ে ইসলামী পোষাক পরিহার করে পাশ্চাত্য স্টাইলে রাস্তা-ঘাটে, শহরে-বন্দরে, স্কুল-কলেজে, ভার্সিটিতে, কর্মস্থলে ও রাজনীতির ময়দানে প্রায় নগ্নাবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে কত নারীর যে মান-সম্মান, ইয্যত আজ ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে আমরা সৃষ্টির সেরা হয়ে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে অবস্থান করছি। আবার আমাদের নারীরা যে যত বেশী নগ্ন হ'তে পারবে সে তত বেশী আধুনিকা ও প্রগতিশীলা বলে বিবেচিত হবে।

পর্দাহীনতার কারণেই আজ নারী সমাজ বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। খুন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি, যৌতুকের দায়ে নারী নির্যাতনের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো ইদানিং বিভিন্ন দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় শোভা পাচ্ছে।

মিষ্টার নেহেরু বলেন, 'বর্তমান যুগে যুবক-যুবতীরা অবাধে মেলামেশা করছে, যখন ইচ্ছা পরস্পর দেহ মিলনে লিপ্ত হচ্ছে। বর্তমান সময়ের সামাজিক অশান্তির জন্য এ অবস্থাই মূলতঃ দায়ী। এতে করে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে। উদ্বেগ, অশান্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আমি ইংল্যান্ডে ৯ বছর প্রাকটিসের সময় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর, স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর অভিযোগ সংক্রান্ত বহু মামলা পরিচালনা করেছি। আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও বিশ্বস্ততা না থাকলে পারিবারিক জীবন অশান্তিতে ভরে উঠে। ইংরেজদের মধ্যে যা দেখেছি বহু মুসলমানের মধ্যেও সে অবস্থাই লক্ষ্য করেছি। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবোধের অনুশীলনই পারিবারিক শান্তি-সুখ ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে'।[৯]

---

৯. মূলঃ সাহেবজাদা মোহাম্মাদ হোসেন, অনুবাদঃ এ,বি,এম, কামাল উদ্দীন শামীম, ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি (রাজশাহীঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০) পৃঃ ৬।

সুধী পাঠক সমাজ! অধুনা নারী সমাজ যে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে তা হ'তে মুক্তি পেতে হ'লে অবশ্যই পর্দা প্রথা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। জাহেলী যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না (আহযাব ৩৩)।

৪। **শিক্ষা ব্যবস্থাঃ** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার মাধ্যমেই ঘটে মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনার সুপরিকল্পিত বিকাশ। শিক্ষার উপরে নির্ভর করে মানব জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কুসংস্কার, জড়তা ও হীনতা মুক্ত হয়ে জাতিকে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করতে পারে একমাত্র শিক্ষা। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তেমনি শিক্ষাহীন জাতিও ধ্বংস প্রাপ্ত হ'তে বাধ্য। এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে, যদি কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চাও তবে সে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দাও। আজ আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে আদর্শ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। নেই নীতি-নৈতিকতার বালাই। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমেই মাস্তানী, চাঁদাবাজী, যৌনচর্চা আর বর্বরতা চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হ'তে চলেছে। শিক্ষার্থীদের চাল-চলন, লেবাস-পোষাক, কথা-বার্তা বলার রং-ঢং আর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, তারা কোন মুসলিম ঘরের সন্তান নয়। তারা আজ ইসলামী সংস্কৃতির মুখে কলংকের কালিমা লেপন করে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির জয়গানে উল্লসিত হচ্ছে। সে কারণেই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীনী হয়েও 'র‍্যাগ ডে' (সমাপনী) আর 'রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী' পালন করতে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে ফিরতেও লজ্জাবোধ করছে না।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে আমাদেরকে ইসলামী সংস্কৃতির দিকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি হ'তে হবে ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলাম মানুষের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, নীতি-নৈতিকতা, ক্রিয়াকাণ্ড, প্রথা-পদ্ধতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সমাজ, সভ্যতা ও গোটা জীবনকে এক কালজয়ী চিরন্তন কল্যাণ আদর্শের বুনিয়াদে পরিচালিত করে। উল্লেখ্য যে, মানব জীবনের চিন্তা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, আবেগ, অনুভূতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ পরিমার্জন, পরিশোধন ও অনুশীলনের নামই ইসলামী সংস্কৃতি।

মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী দার্শনিক অধ্যাপক হাসান আইয়ূব তাঁর রচিত 'আল-কায়েদ আল-ইসলামী' গ্রন্থে বলেন, 'ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মানুষের সামষ্টিক জীবনের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, আবেগ অনুভূতি, অনুরাগ, মূল্যবোধ, ক্রিয়াকাণ্ড, সৌজন্য মূলক আচরণ, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত সৎকর্মশীলতা, উন্নত

নৈতিকতা তথা জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে বুঝায়। আর কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মূল উৎস।[১০]

ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চাই মানুষকে শান্তি দিতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনও মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। ব্যারিষ্টার আবদুর রহমান বলেন, ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর পাশ্চাত্যের জনগণ ধর্মের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে। তারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নামে একটি নতুন ধর্মের আবিষ্কার করে নিয়েছে। এ সংস্কৃতির কাজ হ'ল রাতকে দিনে পরিণত করা, নারীকে পুরুষে পরিণত করা, পুরুষকে নারীতে পরিণত করা। কলঙ্ক কালিমার পালিশের দ্বারা ঢেকে রাখা গীর্জাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রকে প্রমোদ কেন্দ্রে পরিণত করা, ব্যাংকের ভবন গুলোকে উপাসনালয়ের বাহ্যিক রূপদান করা ও সূদ খাওয়া। একদিকে রক্তচোষণ অন্যদিকে সাম্যবাদের শিক্ষা দান। এই আদর্শই তারা বিশ্বময় প্রচার করে বেড়াচ্ছে এবং পবিত্র কুরআন ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিক্ষাকে প্রাচীন মধ্যযুগীয় বলে পরিত্যাগ করছে। ইট পাথরের কামরাকে সুসজ্জিত করে মনের প্রান্তরকে বিরান করে দিচ্ছে। তারা আকাশময় উড়ে বেড়াচ্ছে। অথচ শান্তি ও সুখের জীবন-যাপনের রহস্য ব্যক্ত করছে না। শেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, ছোট-বড় সকল মানুষকে শান্তির পথ নির্দেশ যে আদর্শ, যে জীবন যে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি দিতে পারে তার নাম ইসলাম, অন্য কিছু নয়।[১১]

ইতিহাস সাক্ষী সংস্কৃতি বিনষ্টের দরুন অতীতে পৃথিবী থেকে অনেক জাতির পরিচয় হারিয়ে গেছে যা কেউ কোন দিন খুঁজে পায়নি। আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনে যে কালো মেঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে এখনই তা প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন এ জাতির স্বতন্ত্র জীবন ধারার অস্তিত্বও কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। তাই এখন থেকেই ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যেকোন মূল্যেই হোক সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গন থেকে অপসংস্কৃতির কুচক্রি মহলকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামী সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুস্থ ও সঠিক সংস্কৃতির সার্বিক তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে মুসলমানদের সংস্কৃতি হচ্ছে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। যা বিশ্ব মানব কল্যাণে সৃষ্টির শুরু থেকে ছিল, বর্তমানে ও আছে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে বিরাজমান থাকবে। তাই আসুন! আর সময় ক্ষেপণ না করে আমরা ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির দিকে ফিরে আসার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করি। হে আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন। যেন আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতি বর্জন করে চলতে পারি। আমীন!

১০. দৈনিক সংগ্রাম, ২২শে আগষ্ট, ১৯৯৭; নিবন্ধঃ অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ, ইসলামী সংস্কৃতি।

১১. ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি, পৃঃ ১৪।

মনীষী চরিত

হাবীবুল্লাহ খান রহমানী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

উস্তাদ মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী আর নেই...। ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সেখান থেকেই দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ২৩শে আগষ্ট '৯৯ সকাল ৭-১০ মিনিটে স্বগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

জন্ম ও শিক্ষা জীবনঃ

বর্তমান গাযীপুর যেলার সদর থানার অধীন শরীফপুর গ্রামে বাংলা ১৩২০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ওমর খান ও দাদার নাম এলাহী বখ্শ খান। বাল্যকালে গ্রামের মক্তবে লেখাপড়ায় হাতে খড়ি হয়। মক্তবেই ক্বায়েদা-আমপারা, উর্দূ পহেলী, দোসরী, তেসরী, ফারসী পহেলী, আরবী বাকূরাতুল আদব প্রভৃতি পড়েন। তারপর কুমিল্লার রামপুরে মাওলানা ইসমাঈল বিন মুনশী নাছীরুদ্দীন-এর মাদরাসায় গমন করেন। মাওলানা ইসমাঈল দিল্লী থেকে লেখাপড়া করে এসে এখানে মাদরাসা কায়েম করেন। উক্ত মাদরাসায় তিন বছরে 'কাফিয়া' পর্যন্ত পড়ে বাড়ীতে ফিরে আসেন ও এক বছর অসুস্থ মায়ের খিদমতে থাকেন। মা একটু সুস্থ হ'লে পিতার এজাযত নিয়ে তিনি দিল্লী চলে যান। দিল্লীতে গিয়ে তিনি 'জামে আযম' ওরফে মাদরাসা রিয়াযুল উলূমে ভর্তি হন। এক বছর পর তিনি দিল্লীর বিখ্যাত 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া'তে ভর্তি হন। সেখান থেকে ফারেগ হওয়ার পর পাশেই এক মসজিদে থেকে এক বছর চেষ্টার পর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে 'মৌলবী ফাযেল' (স্নাতক, আরবী স্পেশাল) ডিগ্রী হাছিল করেন।

কর্ম জীবনঃ

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি জামে আযম-এ শিক্ষকতার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তার পরের বছর একই মাদরাসায় মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী ও মাওলানা আফতাব আহমাদ রহমানী শিক্ষক হ'য়ে আসেন। কাছাকাছি দু'বছর শিক্ষকতার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন।* দেশ

** ইনি পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সভাপতি ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানী, যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংল্যাণ্ডের কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে দু'দু'টি 'ডক্টরেট' ডিগ্রীর অধিকারী হন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিভাগে 'প্রফেসর' হিসাবে কর্মরত অবস্থায় ১৯৮৪ সালের ১৯শে এপ্রিলে ৫৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।-লেখক।*

বিভাগের গণ্ডগোলে পুনরায় দিল্লী যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি ১৯৪৬ সালে ময়মনসিংহের কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসায় সহ-সুপার পদে যোগদান করেন। ঐ সময় মাওলানা আলীমুদ্দীন (কুমিল্লা, হানাফী) সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। আট বছর সেখানে শিক্ষকতার পর সম্ভবতঃ ১৯৫৪ সালে বর্তমান জামালপুর যেলার সরিষাবাড়ী থানার সন্নিকটে আরামনগর আলিয়া (টাইটেল) মাদরাসায় সহ-অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় তিনি সেখান থেকে ফিরে কিছুদিন বাড়ীতে অবস্থান করেন। তারপর পার্শ্ববর্তী পিরুজালী আমানিয়া সিনিয়র মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ঢাকা মহানগরীর বংশাল মালিটোলার মদীনাতুল উলূম মাদরাসায় ১৯৮৮-৯১ এবং নাযিরা বাজার 'মাদরাসাতুল হাদীছে' ১৯৯১-৯৩ পর্যন্ত 'মুহতামিম' হিসাবে কর্মরত থাকেন।

লেখনীঃ

আজীবন শিক্ষাব্রতী এই বর্ষিয়ান আলেম শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু মূল্যবান লেখনী উপহার দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত বইসমূহ হলঃ (১) খুৎবার ভাষা প্রসঙ্গ (২) ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ (৩) মীলাদুন্নবী (৪) মুহাররম (৫) ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্জে আকবার।

অপ্রকাশিতঃ (১) তারীখে আহলেহাদীছ (অনুবাদঃ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত) (২) রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড (১-৮) ও ২য় খণ্ড (ক-জ) (অনুবাদঃ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত) ১৯৯০ইং, (৩) রক্তে রঞ্জিত সমরকন্দ ও বোখারার মর্মকথা (পাণ্ডুলিপি রক্ষিত, ১ম-৫ম পর্যন্ত), (৪) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত (আধুনালুপ্ত দা'ওয়াতে মুহাম্মাদী, ১৩তম সংখ্যা পর্যন্ত), (৫) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় সক্রিয় খোদায়ী বিধান, (৬) ইসলামী সোশ্যালিজম (পাণ্ডুলিপি ১৯৭০ইং), (৭) ইসলামের সমাজনীতি (পাণ্ডুলিপি ১৯৬৬ইং), (৮) সোশ্যালিজম কর্তৃক পাকিস্তানের উপর নতুন হামলা (পাণ্ডুলিপি ১৯৭০ইং), (৯) কম্যুনিজম ও নীতি দর্শন (পাণ্ডুলিপি), (১০) সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত রাশিয়া হ'তে ধর্মের নির্বাসন (অনুবাদঃ পাণ্ডুলিপি), (১১) সোভিয়েত রাশিয়াঃ সমরকন্দ ও বোখারার মুসলিম নিধন যজ্ঞ (পাণ্ডুলিপি), (১২) নেকীর বাগান (পাণ্ডুলিপি রক্ষিত), (১৩) নবী পরিবার ও আর্দশের মান (পাণ্ডুলিপি), (১৪) ইসলাম ধর্মে ফির্কাবন্দীর পটভূমিকা (ছোট), (১৫) সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায় নীতি চরিত্রের করুণ দৃশ্য (ছোট), (১৬) সন্তান লাভের প্রাকৃতিক প্রণালী (ছোট), (১৭) মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য যরূরী), (১৮) বাহাছের শর্তাবলী (ছোট), (১৯) পবিত্র ঈদুল ফিতর প্রসঙ্গ (১০.১১.৮৫, পাণ্ডুলিপি রক্ষিত), (২০) ইসলামের দৃষ্টিতে ফাতিহা ইয়াজদহম (ছোট), (২১) স্বর্গের চাবি (মিফতাহুল জান্নাত) (ছোট), (২২) ঈমানের কষ্টি পাথর (ছোট), (২৩) জ্ঞান ভাণ্ডার বা সমস্যা সমাধান, (২৪) উর্দূ ওয়ার্ড বুক, (২৫) মহাত্মা মুসলিম (রাঃ)-এর জীবনী, (২৬) আরশ পরিচিতি (ছোট), (২৭) গণীমত পরিচিতি (ছোট) প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ১৯৮৫ সালের ২৫শে অক্টোবরে নিজ গ্রামের একটি ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার একটি ক্যাসেট রয়েছে।

সন্তানাদিঃ মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু নাতি-নাতিনী রেখে যান।

জানাযাঃ

মৃত্যুর দিন ২৩শে আগষ্ট '৯৯ সোমবার বিকাল সাড়ে চারটায় বাড়ীর সামনের বিরাট আঙ্গিনায় স্বীয় মেজপুত্র মাওলানা ছানাউল্লাহ্‌র ইমামতিতে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় প্রায় দু'হাযার ভক্ত-অনুরক্ত মুছল্লী যোগদান করেন। উপস্থিত মুছল্লীদের নিকটে স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও মরহূমের কাতলাসেন আমলে ১৯৫০ সালের ছাত্র, বুখারী শরীফের একাংশের অনুবাদক বরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা), আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলামের আলহাজ্জ ইসমাঈল হোসায়েন নওয়াব (ঢাকা), গাযীপুর যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সভাপতি মাওলানা যিল্লুল বাসেত, সাবেক ধর্মপ্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুল মান্নান, গাযীপুর পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান আ,ফ,ম, মুয্যাম্মিল হক প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, বেলা ১১ টায় সংবাদ পাওয়ার পর রাজশাহী থেকে যথাসময়ে পৌঁছানো অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে টেলিফোন পেয়ে সম্মানিত নায়েবে আমীর উক্ত জানাযা অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন ও মরহূমের সন্তানাদিকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।*

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদানঃ

মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানীর বংশে তাঁর দাদা এলাহী বখশ খান প্রথম 'আহলেহাদীছ' হন। ইতিপূর্বে অত্র এলাকার সবাই হানাফী ছিল এবং তাঁর দাদা অত্রাঞ্চলের প্রসিদ্ধ 'বিবির দরগায়' পূজার নেতৃত্ব দিতেন। এই দরগাটি মা ফাতেমা (রাঃ)-এর নামে গড়ে উঠেছিল। সেখানে মানত করলে সকলের রোগ-বালাই ভাল হয়ে যাবে এবং ঐ

** রাজশাহীতে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষক-মুছল্লীদের বিরাট জামা'আতে লেখকের ইমামতিতে যথাসময়ে মাওলানা মরহূমের গায়েবী জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।*

দরগায় পূজা দিলে সকলের নেক মকছূদ পূর্ণ হবে, এরূপ একটি বিশ্বাস সর্বসাধারণ্যে চালু ছিল। পরবর্তীতে এই অঞ্চলে আহলেহাদীছ-এর দাওয়াত নিয়ে আসেন ঢাকার বংশালের মাওলানা আবদুস সাত্তার, হাফেয মাওলানা মতীউর রহমান ও মৌলবী আবদুর রহমান প্রমুখ। মৌলবী আবদুর রহমান টাংগাইলের দেলদুয়ারের মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁরা সকলেই ভারত বর্ষের ইংরেজ বিরোধী প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন 'জিহাদ আন্দোলন'-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ইংরেজের চক্রান্তে যা পরবর্তীতে 'ওয়াহহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়। মোট কথা উপরোক্ত আলেমদের দাওয়াতের মাধ্যমেই অত্র অঞ্চলের লোক শিরক ও বিদ'আত হ'তে তওবা করে 'আহলেহাদীছ' হন। একই সময়ে তাঁর দাদা এলাহী বখশ খান ও আহলেহাদীছ হন।

সে সময় ঐ অঞ্চলে কোন আলেম ছিলেন না। পরে মাওলানা আবুল কাসেম রহমানী ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী দেশে ফিরে অত্র এলাকা আবাদ করেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান দেশে ফিরে প্রথমে ঐ 'বিবির দরগা' ভেঙ্গে দেন। তিনি হানাফী আলেমদের ডেকে এনে বড় আকারের জালসা করেন এবং তারা একত্রিত ভাবে কবরপূজা ও তাযিয়া পূজাকে 'শিরক' বলে ফৎওয়া দেন। প্রতি বছর মহররমের সময় উক্ত ফাতেমা বিবির দরগায় কিছু লোক ইমাম হোসায়েন (রাঃ)-এর নামে 'তাযিয়া' বানিয়ে নিয়ে আসত। তিনি দরগার আশপাশের লোকদের উদ্বুদ্ধ করেন এই মর্মে যে, তারা যেন তাদের জমির উপর দিয়ে 'তাযিয়া' আনতে না দেয়। ফলে 'তাযিয়া' মিছিল দরগা পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এইভাবে 'তাযিয়া' বন্ধ হওয়ার পর মূল দরগাটিকেই ভেঙ্গে ফেলা হয়। ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৯৪৮ ইং সালের।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী একজন উঁচুদরের 'মুনাযির' ছিলেন। ঐ সময় হানাফী-আহলেহাদীছ প্রায়ই বাহাছের নামে তর্কযুদ্ধ হ'ত। তিনি প্রায় সকল বাহাছে আহলেহাদীছ পক্ষের নেতৃত্ব দিতেন। বাহাছে জিতলে দলে দলে লোক আহলেহাদীছ হ'য়ে যেত। উপস্থিত বুদ্ধিতে তৎকালীন আলেম সমাজে তাঁর জুড়ি ছিল না বলা চলে। ছাত্র থাকাকালীন সময়ে মরহুমের নিকট থেকে বিরোধী পক্ষকে জব্দ করার বহু মজার কাহিনী শোনার সৌভাগ্য নাচীয লেখকের হয়েছিল।

সাংগঠনিক জীবনঃ

১৯৪৬ সালে মাওলানা যে সময় দিল্লী থেকে দেশে ফেরেন সেই সময় মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০) 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ' নাম দিয়ে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে যা 'জমঈয়তে আহলেহাদীস' নাম ধারণ করে। কিন্তু মাওলানার নিজ ভাষ্য মতে 'মেযাজে ও নীতিতে না মেলার কারণে আমি কখনোই কাফী ছাহেবের সঙ্গে জমঈয়তে কাজ করতে পারিনি'। তবে তিনি সর্বদা জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে আগ্রহী ছিলেন এবং মধ্যমপন্থী মেযাজের যোগ্য নেতৃত্বের তালাশে থাকতেন। ইতিমধ্যে সাংগঠনিক মতানৈক্যের ফলে জমঈয়তে আহলেহাদীস -এর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, দৈনিক 'আজাদ'-এর সহকারী সম্পাদক খ্যাতনামা আলেম বংশাল জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানী (১৯২৩-১৯৮৯)-এর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালের ১৫ই জানুয়ারীতে 'আহলেহাদীস তাবলীগে ইসলাম' নামক ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লা ভিত্তিক পৃথক সংগঠন কায়েম হ'লে তিনি এতে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের ১২ই নভেম্বরে মাওলানা মুন্তাছির আহমাদ রহমানীর ইন্তেকালের পরে তাঁর উপরে 'ইমারত'-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৯৪ সালে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পরেও তাঁকে আজীবন আমীর-এর মর্যাদা প্রদান করা হয়। ফলে আমৃত্যু তিনি এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন বলা যায়।

তাঁর চরিত্রের কয়েকটি দিকঃ

(১) দিল্লীর ঐতিহ্যবাহী 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' মাদরাসায় ভর্তি হয়েই তিনি টের পেলেন বাংলাভাষীদের প্রতি উর্দূভাষীদের ঘৃণাবোধ। তারা বাঙ্গালীকে 'জঙ্গালী' বলে ঠাট্টা করত এজন্য যে, তারা উর্দূ বলতে পারত না। মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান সকল বাঙ্গালী ছাত্রকে ডেকে নিয়ে মিটিং করলেন ও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা এখন থেকে মাদরাসা চত্বরে বাংলা বলব না, কেবলমাত্র উর্দূ বলব। যেমন কথা তেমন কাজ। ১৫ দিনের মধ্যেই সকল বাঙ্গালী উর্দূ বলা শুরু করল। শুধু উর্দূ ভাষায় নয়, অন্য সকল দিক দিয়েই তিনি বাঙ্গালী ছাত্রদেরকে এমনভাবে যোগ্য ও সংগঠিত করে তোলেন যে, রহমানিয়ার সকল ছাত্রের উপরে বাঙ্গালীদের নেতৃত্ব সহজে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়।

(২) দিল্লীতে গিয়ে 'জামে আযম'-য়ে ভর্তি হ'য়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বার্ষিক পরীক্ষায় পাস না করা পর্যন্ত কোথাও কিছু দেখতে যাব না। বছর শেষে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'দারুল হাদীছ রহমানিয়ায়' ভর্তি হওয়ার পরে তিনি দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লার দূর্গ দেখতে যান। যা জামে আযম-এর অতি নিকটেই অবস্থিত। লেখাপড়ার প্রতি এইরূপ যিদ ও একনিষ্ঠতা না থাকলে তিনি পরে বড় আলেম হ'তে পারতেন কি-না সন্দেহ।

(৩) ১৯৪৬ সালে দিল্লী থেকে দেশে ফিরে যখন তিনি কাতলাসেন আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন, তখন

তিনি সেই মাদরাসার আরবী নাম كتلاشين -এর বদলে قَتْلَى شَيْنْ লেখেন। যার অর্থ 'সেনদের নিহত ব্যক্তিদের' স্থান। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, অত্যাচারী রাজা লক্ষ্মণ সেন ও তার দোসরদের ধ্বংসস্তুপের উপরেই ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়ে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরের তিনটি ঘটনার মধ্যে তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় মেলে।

স্মৃতির পাতা থেকেঃ

এ দুনিয়ায় কিছু কিছু মানুষ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁদেরকে ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। উস্তাদ মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী অনুরূপ একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর অপত্য স্নেহের স্মৃতি আমার মনমুকুরে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। আরামনগর আলিয়া (টাইটেল) মাদরাসায় দু'বছরের ছাত্র জীবনে (১৯৬৭-৬৯ ইং) আমি তাঁর নিকট থেকে পুত্রস্নেহ লাভে ধন্য হয়েছিলাম। বাড়ী থেকে আমার টাকা আসলে তিনি সেটা নিয়ে নিতেন আর বলতেন, 'এখানে আমিই তোমার পিতা। বাড়তি খরচ করা চলবে না। প্রয়োজন মত আমিই তোমাকে দেব'। যদিও বাড়তি খরচ করার ইচ্ছা বা সঙ্গতি কোনটাই আমার কখনো ছিল না। তাঁর লজিং বাড়ীতে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত এবং আমাকে নিয়ে বিভিন্ন ইলমী আলোচনায় সময় কাটাতেন। আমার বাংলা প্রবন্ধ, কবিতা ও আরবী কবিতার প্রতি তিনি দারুন আকৃষ্ট ছিলেন। বিদায় বেলায় ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে আমার লেখা ৩২ লাইনের আরবী কবিতার শ্রদ্ধাঞ্জলী যা প্রায় কোমর সমান উঁচু কাঁচে বাঁধানো ছিল, সেটাকে তিনি আবেগের আতিশয্যে নিজেই পাঠ করে শুনান এবং শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠ আড়ষ্ট হ'য়ে এলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেন, 'আমার জীবনের সেরা ছাত্রটিকে আজ বিদায় দিতে হচ্ছে'...। এর পরে তিনি আর কোন কথা বলতে পারেননি। উপস্থিত সবাই সেদিন না কেঁদে পারেনি।

বিদ'আতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন রুদ্র কঠোর। ঐ সময় আরামনগর আলিয়া মাদরাসায় জনৈক উস্তাদ কুলখানি করতেন ও লাখ কলেমা পড়তেন। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু বার্ষিকী হ'ত। তাতে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদেরকে ও অন্যদেরকে মহা ধুমধামের সাথে 'খানা' খাওয়ানো হ'ত। প্রতি শবেবরাতে ও ১লা বৈশাখের নববর্ষে কবর যেয়ারত করে পয়সা নেওয়া হ'ত। বছরের শেষদিকে আমি ছাত্র হ'য়ে ক্লাসে যোগদানের কয়েকদিনের মধ্যেই উক্ত উস্তাদের সাথে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। মর্যাদাবান উক্ত উস্তাদের সাথে সম্মানের সাথে দলীলভিত্তিক উক্ত বিতর্ক একটানা কয়েকদিন চলে। পাশের ক্লাসে বসা 'খান ছাহেব উস্তাদজী' তাঁর ছেলেদেরকে ছেড়ে দিয়ে বলতেন, 'যাও গালেবের বিতর্ক শুনে এসো'। পরবর্তীতে উক্ত উস্তাদজী ঐসব ক্রিয়া-কলাপ বাদ দিলে খান ছাহেব তাঁর লজিং বাড়ীতে ডেকে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'বাপকা বেটা' যা আমরা কয়েক বছরেও পারিনি, তুমি তা কয়েকদিনেই করে ফেললে?'

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দয়া পরবশ হ'য়ে আমার থাকার জন্য মাদরাসার একটি পুরা কক্ষ বরাদ্দ করেছিলেন। আমি প্রতিদিন ওভালটিন আর হরলিক্স গরম করে ফ্লাস্কে ভরে 'খান ছাহেব উস্তাদজী'কে ক্লাসে গিয়ে দিয়ে আসতাম। উনি নিতে চাইতেন না। আমিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে নিতেন ও অন্তরভরা দো'আ করতেন। বলাবাহুল্য এটুকুই ছিল আমার একান্ত কাম্য এবং বলতেকি আজও পর্যন্ত উস্তাদজীদের প্রাণখোলা দো'আই আমার একমাত্র সম্বল।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার অন্যতম বুযর্গ উস্তাদ উক্ত মাদরাসার স্বনামধন্য অধ্যক্ষ মাওলানা রামাযান আলী (রহঃ)-এর কথা স্মরণ করছি। ইবনু মাজাহ-র উস্তাদ মাওলানা আবদুল গণীসহ অন্যান্য উস্তাদগণের স্নেহ-ভালবাসা ও নেক দো'আ লাভ করে ধন্য হয়েছি বটে। কিন্তু বুযর্গ উস্তাদ মাওলানা রামাযান আলীর স্নেহ স্মৃতি কখনোই ভুলবার নয়। হামীদপুর (সাতক্ষীরা), খুলনা আলিয়া ও ঢাকা আলিয়া ছেড়ে বছর শেষে গিয়ে আমি আরামনগর আলিয়াতে কামিল ১ম বর্ষে ভর্তি হই। কিন্তু লজিং কোথায়? ঐ সময় হানাফীরা আহলেহাদীছ ছাত্রদের লজিং দিত না। কোন বাড়ী খালি নেই। অবশেষে অধ্যক্ষ ছাহেব জীবনের বিগত ২২ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে বাধ্য হ'য়ে আমাকে নিয়ে গেলেন সরিষাবাড়ী বাজারের হানাফী পাট ব্যবসায়ী আবদুল হামীদ সরকারের গদিতে। পার্শ্ববর্তী সাতপোয়া পূর্বপাড়ার স্বল্পবাক সরকার ছাহেব আমাকে এক নজর দেখেই রাযী হ'য়ে গেলেন। এবারে সমস্যা হ'ল থাকব কোথায়? কেননা লজিং বাড়ীতে থাকার মেযাজ আমার কোন কালেই নেই। অবশেষে থার্ড মুহাদ্দিছ উস্তাদজী মাওলানা আবদুল গণীর পাশের ক্লাস রুমটি আমার জন্য বরাদ্দ করা হ'ল। যা আমি কখনোই আশা করিনি, প্রিন্সিপ্যাল উস্তাদজী আমার জন্য তাই-ই করলেন।

তিনি বাজারের পাশেই এক মসজিদে পাতানো বিছানায় থাকতেন। চারদিকে কেতাব পত্র ছড়ানো থাকত। অবসর সময়টা তিনি কেতাবপত্রে ডুবে থাকতেন। এ দৃশ্য দেখে বারবার আমার আব্বার কথা মনে হ'ত। কেননা তিনিও অনুরূপভাবে মসজিদে পাতানো বিছানায় বসে বই-কেতাবের মধ্যে ডুবে থাকতেন। উস্তাদজী আমাদেরকে 'আল-ইৎক্বান' পড়াতেন। প্রায়ই ওনার মসজিদে যেতাম। আব্বার সঙ্গে ওনার পুরানো সম্পর্কের কথা স্মরণ করতেন ও আমাকে সন্তানের ন্যায় উপদেশ দিতেন। আমাকে ঢাকা থেকে আরবী-উর্দূ অভিধান 'আল-মুনজিদ' কিনে এনে দেন, যা আজও আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সঞ্চিত রয়েছে। ইতিমধ্যে আমার লজিংম্যান 'আহলেহাদীছ' হয়ে গেলে ওস্তাদজীর আনন্দ দেখে কে? তিনি বললেন, বাবা! যদি কখনো সম্ভব হয়, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের 'রওযাতুন নাদিইয়াহ' কেতাবখানা সংগ্রহ কর। আজ যখন সে কেতাব

আমার লাইব্রেরীতে, তখন তিনি আর দুনিয়াতে নেই...। তাক্বওয়া-পরহেযগারীর মূর্ত প্রতীক স্বল্পভাষী এই বুযর্গ উস্তাদ সর্বদা মাথা নীচু করে দৃষ্টি অবনত রেখে চলাফেরা করতেন। ঢাকার ধামরাই থানার জেঠাইল গ্রামের এই কৃতি আলেমে দ্বীন অবসর জীবনে আমার প্রথম জীবনের শিক্ষকতার স্থল ঢাকার ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া-র অধ্যক্ষ হিসাবে ১৯৮২-৮৯ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ১৯৯৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৭৫ বছর বয়সে স্বগৃহে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র রেখে যান। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মহাসম্মানিত স্থানে আশ্রয় প্রদান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর নছীহত অনুযায়ী সরল-সঠিক দ্বীনের পথে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

আরামনগর আলিয়া (টাইটেল) মাদরাসা থেকে কামেলে 'পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ডে' আমার ৫ম স্থান অধিকার করার সংবাদ যেদিন 'খান ছাহেব উস্তাদজী'র কানে পৌঁছে, সেদিন তাঁর আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ছিল অনন্য। কামেলে উক্ত মাদরাসা থেকে স্ট্যান্ড করার এটাই নাকি ছিল প্রথম রেকর্ড। বিদায় কালে ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশে সেদিন তাঁর অশ্রুভারাক্রান্ত আবেগময় বক্তব্য আজও যেন কানে ভাসছে। তাঁর চেহারা কেন যেন আজ বারবার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তাঁর সেই সশব্দ চাপা হাসি, ছোট্ট ছোট্ট রসপূর্ণ কথা, বিলাসহীন সাধারণ জীবন, যুক্তি ও জ্ঞানে ভরা বক্তব্য সবই যেন আজ স্মৃতির সামগ্রী।

বর্তমানে নওদাপাড়া মারকাযী মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ফযলুল করীম বলেন, ১৯৯২-তে আমি যখন 'মদীনাতুল উলূম' ঢাকা-তে ছিলাম, তখন ছাত্রদের কাছে শুনেছি যে, 'ফিকহ মুহাম্মাদী' পড়াবার সময় যখনই তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করতেন, তখনই তাঁর চোখ দু'টো ভিজে উঠত। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অগাধ ভক্তি তাঁকে সদা সন্ত্রস্ত রাখ্ত। হাদীছ বিরোধী কাজ দেখলেই তিনি রেগে উঠতেন। মসজিদের ইমামকে ছালাত শেষে প্রচলিত প্রথা মোতাবেক দলবদ্ধ ভাবে মোনাজাত করতে দেখলে তিনি ক্ষেপে যেতেন ও একাজ বাদ দিতে উপদেশ দিতেন।

আল্লাহ তুমি তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দাও এবং দুনিয়াতে যেমন সম্মান দান করেছিলে, আখেরাতেও তেমনি সম্মান দাও। আমাদেরকেও তোমার দ্বীনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নাও!- আমীন! ইয়া রববাল 'আ-লামীন! আল্লা-হুম্মাগফিরলাহুম ওয়ারহামহুম ওয়া 'আ-ফিহিম ওয়া'ফু আনহুম! আমীন!!

[সূত্রঃ ২৬.১.৯১ ইং তারিখে ঢাকা বংশালের ১৯৮, হাবীব মার্কেট দোতলায় 'আহলেহাদীস তাবলীগে ইসলাম'-এর অফিসে নেওয়া সাক্ষাৎকার অবলম্বনে, মরহুমের ছেলেদের পাঠানো বইয়ের তালিকা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে।- লেখক]

চিকিৎসা জগৎ

দরকারী এক খাদ্য উপাদান আয়োডিন

আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগের নাম 'গয়টার', যা গ্রামাঞ্চলে 'গলগণ্ড' বা 'ঘ্যাগ' নামে পরিচিত। বাংলাদেশর উত্তরাঞ্চলের যেলাগুলোতে, বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহ যেলায় 'গয়টার' রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ এ যেলাগুলো সমুদ্রোপকূল থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। এছাড়া অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে এ অঞ্চলের মাটি থেকে আয়োডিন ও অন্যান্য খনিজ ধুয়ে যায়। সমুদ্রের পানিতে সবচেয়ে বেশি আয়োডিন থাকে। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শাক-সবজি, খাবার পানি এবং দুধেও আয়োডিন থাকে। উত্তরাঞ্চলের যেলাগুলোর মাটিতে আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকায় এসব এলাকার শাক-সবজি, খাবার পানি এবং অন্যান্য খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ খুব কম মাত্রায় থাকে।

আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে 'গলগণ্ড' বা 'ঘ্যাগ' হয়ে থাকে। 'গয়টার' আক্রান্ত রোগীদের থাইরয়েড (Thyroid) গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে যায়। এই ফুলে যাওয়া বা বৃহদাকার গ্ল্যান্ডগুলোকেই 'ঘ্যাগ' বলা হয়, যা দেখতে মোটেও প্রীতিকর নয়। দুঃখজনক ব্যাপার হল, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হয় বেশী। গন্ডদেশে এক বা একাধিক পিন্ড ঝুলে থাকলে কেমন দেখায়, তা সহজেই অনুমেয়। 'গলগণ্ড' রোগের কারণে অনেক মেয়ের জীবনে নেমে এসেছে দুঃখের অমানিশা। কেননা, এসব মেয়েকে সহজে কেউ বিয়ে করতে চায় না। আর শুধুতো বাড়তি পিন্ড নয়, 'গলগণ্ড' রোগীদের গলার স্বরও বদলে যায়, যা মোটেও শ্রুতিমধুর নয়। এদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতেও অচলাবস্থা দেখা দেয়।

গলগণ্ড রোগীদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, (১) দৃশ্যমান (যাদের ফুলে যাওয়া গ্ল্যান্ড দেখা যায়), (২) অদৃশ্য (যাদের গ্ল্যান্ড দেখা যায় না, কিন্তু শরীরে আয়োডিনের অভাব রয়েছে)। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের গলগণ্ড রোগ রয়েছে। এদের মধ্যে দেড় কোটি লোকের গলগণ্ড দৃশ্যমান। বাকি চার কোটি লোকের গলগণ্ড রয়েছে, কিন্তু দেখা যায় না। জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ১০.৫১ ভাগ লোকের গলগণ্ড দেখা যায় এবং শতকরা ৩৬ ভাগ আয়োডিনের অভাব জনিত সমস্যায় ভুগছে।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই কম বেশি গলগণ্ড রোগী রয়েছে।

আয়োডিনের অভাবে শুধু যে, 'গলগণ্ড' রোগ হয় তা কিন্তু নয়। আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে মা ও শিশুর জীবনে নেমে আসতে পারে চরম বিপর্যয়। গর্ভবতী নারীদের শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি হ'লে তারা জন্ম দেবে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ শিশু। নবজাতকের দেখা দিতে পারে স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও বধিরতা। আয়োডিনের অভাবে শিশুর মস্তিষ্কের গঠন ঠিকমত হয় না বলে নবজাতক হ'তে পারে বুদ্ধিহীন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ও মানসিক গঠন ঠিকমত হয় না আয়োডিনের অভাবে। অথচ আমাদের শরীরে আয়োডিনের চাহিদা কিন্তু খুব একটা বেশি নয়। দৈনিক ১৫০ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম মাত্র। আবার একসঙ্গে অধিক পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণ করেও কোন লাভ নেই। কেননা, আমাদের শরীর অতিরিক্ত আয়োডিন সংরক্ষণ করতে পারে না। এ কারণে আমাদের প্রতিদিন পরিমাণমত আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের দেশে আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। চরাঞ্চলের 'গলগণ্ড' আক্রান্ত রোগীদের অধিকাংশই জানে না যে, এ রোগ হয়েছে আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে। অনেকে একে প্রকৃতি প্রদত্ত অভিশাপ হিসাবেই মেনে নেয়। এর কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিকারের উপায় খোঁজার পথ রুদ্ধ করে দেয় ব্যাপক কুসংস্কার। চরাঞ্চলের রোগীদের খুব কমসংখ্যকই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। বাকিরা নানা ধরণের কবিরাজী ওষুধ ও ঝাড়-ফুঁকে গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়। অথচ ওষুধপথ্য ও ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় 'গলগণ্ড' রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আয়োডিনের ঘাটতি দূর করার জন্য নিয়মিত আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে। সাধারণ খাদ্য লবণে পটাশিয়াম আয়োডাইড (Potassium iodide) যোগ করে লবণকে 'আয়োডাইজড' করা হয়। এই আয়োডাইজড লবণ এখন সর্বত্র পাওয়া যায়। সাধারণ লবণের পরিবর্তে নিয়মিত আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ার জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ পর্যায়ের এনজিওগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। আয়োডিনযুক্ত লবণের পাশাপাশি আয়োডিন খাবার, যেমন- সামুদ্রিক মাছ ও পানিফল খেতে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ফুলে ওঠার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। প্রয়োজনীয় ওষুধ কিংবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে 'গয়টার' বা 'গলগণ্ড' নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে 'গলগণ্ড' এবং আয়োডিনের অভাবজনিত অন্যান্য রোগ থেকে বাঁচার জন্য চাই ব্যাপক গণসচেতনতা। এ বিষয়ে সবার আগে যে জিনিসটি যরূরী, তা হ'ল জনগণকে সহজ কথায় বুঝিয়ে দেয়া- কেন আয়োডিনযুক্ত খাবার এবং আয়োডাইজড লবণ নিয়মিত খাওয়া দরকার।

কিডনির পাথরজনিত রোগ এবং তার অপসারণ

মূত্র পাথরী রোগ বর্তমান বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। ইউরোলজিক্যাল রোগের মধ্যে বলতে গেলে এ রোগ তৃতীয় স্থান দখল করে আছে। এ রোগের উপসর্গসমূহ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্যগত জটিলতা কখনও কখনও এতই মারাত্মক হ'তে পারে যে, মানুষের দু'টি কিডনীই অকর্মণ্য বা বিকল হয়ে যেতে পারে।

মূত্র পাথরী রোগের কারণে সাধারণতঃ (ক) পাথরজনিত মারাত্মক ব্যথা, (খ) মূত্র প্রদাহ, (গ) কিডনিতে মূত্রবদ্ধতা, (ঘ) কিডনিতে পুঁজ জমা, (ঙ) উচ্চ রক্তচাপ ও (চ) কিডনি সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে পড়তে পারে।

পাথরের অবস্থান, প্রকার ভেদ ও স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে যেকোন রোগীর উপরোক্ত রোগগুলো দেখা দিতে পারে। এ ধরণের রোগীদের বেলায় এখন অনেক উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের দেশেই শুরু হয়েছে এবং এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে, এ চিকিৎসা ব্যবস্থার মান ইউরোপ, আমেরিকারই সমতুল্য। কিডনি, ইউরেটার এবং ব্লাডারের পাথরের জন্য এখন আর অপারেশনের অস্বাভাবিক মানসিক চাপ অথবা দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের বেডে থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই চলে। তবে কিছুদিন পূর্বেও এ রকমটা আশা করা সত্যিই কষ্টকর ছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অদ্ভুত সাফল্যের ফলে মূত্রনালীর পাথর ভাঙার মেশিন ESWL (EXTRA CORPORAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY) আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দ ও বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে শরীরের বাইরে থেকে ভিতরের পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হয়। সাথে সাথে চূর্ণ-বিচূর্ণ কণাগুলো প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে আসে। সম্পূর্ণ ব্যথামুক্ত এই প্রক্রিয়ায় কিডনির পাথর অপসারণ করতে সময় লাগে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ মিনিট।

এ মেশিনটি আবিষ্কারের পর-পরই মূত্রপাথরি চিকিৎসার জগতে বাস্তবে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত এদেশেরও বেশীর ভাগ রোগীর

কিডনির পাথর এই মেশিনের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় কোনরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। দেশের একটি সরকারী হাসপাতালের পাশাপাশি রাজধানীর ধানমণ্ডিতে 'স্টোনক্রাশ হসপিটালে' কিডনির পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে। এ হাসপাতালে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোগী এসে থাকে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ও অল্প খরচে কিডনির পাথর অপসারণ করা হয়ে থাকে।

সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বলা যেতে পারে, কিডনি পাথরজনিত সমস্যার জন্য 'লিথট্রিপসি সার্জারী' বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শের ভিত্তিতে চিকিৎসা করানোই ভাল।

মস্তিষ্কের কোষের চিকিৎসায় নতুন ওষুধ

গত ২৪শে আগস্ট '৯৯ মঙ্গলবার আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক বৈঠকে মস্তিষ্কের কোষ রক্ষার একটি নতুন ওষুধ উপস্থাপন করা হয়েছে। ওষুধটি আলবোইমার্স, মৃগী রোগ, স্ট্রোক অথবা মস্তিষ্কের ক্ষতি থেকে আক্রান্ত কোষকে রক্ষা করতে পারে। রোগ বা আঘাত থেকে মস্তিষ্কের কোষ কক্স-২ নামে একটি উদ্বায়ী প্রোটিন উৎপন্ন করে যা শেষ পর্যন্ত কোষের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির স্নায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিচালক নিকোলাস বেজান বলেন, তিনি কক্স-২ প্রোটিন উৎপাদনের জন্য দায়ী জিনের সন্ধান এবং জিনটি নিষ্ক্রিয় করার পন্থা আবিষ্কার করেছেন। মস্তিষ্কের ক্ষতি কিংবা স্নায়ুরোগ এমন একটি প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় যা থেকে জিন একটি রাসায়নিক দূত তৈরী করে। এই দূত একই ধরনের জিনকে ঘাতক প্রোটিন তৈরীর বার্তা পৌঁছে দেয়।

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ লোকের দেহে যক্ষ্মার জীবাণু রয়েছে

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের দেহে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এ তথ্য জানায়। আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়, ক্রিস্টোফার ও তার ডব্লিউএইচওর সহকর্মীদের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৬ কোটি বা ৩২ ভাগ লোক যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত।

যক্ষ্মা এমন একটি রোগ যার দ্বারা ফুসফুসসহ দেহের অন্যান্য অংশ আক্রান্ত হয়। কিছু কিছু লোকের দেহে যক্ষ্মার জীবাণু সুপ্ত থাকে। কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে বা পুষ্টি অভাব দেখা দিলে তা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

❒ সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব ও সাপ্তাহিক অহরহ ❒

কবিতা

জাগরে কিশোর

-মুহাম্মাদ শরীফ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

কালেমা মোদের মুক্তির বাণী
ঈমান হ'ল বল,
চলরে কিশোর চল
আল্লাহ্‌র পথে চল।
বাতিল পথকে অবহেলে
জাহেলিয়াতকে দু'পায়ে দলে
ঈমানী নূরের তাজাল্লিতে
মুক্তির পথকে কর উজ্জ্বল
আল্লাহ্‌র পথে চল
শান্তির পথে চল।
জাগরে কিশোর, জাগ তোরা
শান্তির পথে আয় ত্বরা,
জেগে উঠুক, বাতিলের বিভ্রান্তিতে
যারাই আছে পথ হারা।
বুড়োরা আজ ঘুমায় পরে
যুবকরা আজ নেশায় ঘুরে,
জাগরে কিশোর, জাগ তোরা
এমনি হালে, আর কতকাল
রইবি তোরা পথহারা।
***

প্রাণের আকুতি

-আতাউর রহমান ছিদ্দীক
গুরুদাসপুর, নাটোর।

সারা জাহানের প্রতিপালকের
গুণকীর্তন করি
অসীম দয়ালু, করুণাময় যিনি
বিচার দিনের স্বামী।
তোমার গোলামী করি মোরা
তোমার সাহায্য মাগি
সঠিক পথে চালাও মোদের
করো 'নাজী'-দের সাথী।
সে পথে ঠেলে দিও না মোদের
যে পথে ভ্রান্ত জাতি
তুমি বিনা পথ দেখাবার
নেই যে কোন পতি।
***

বীর মুজাহিদ

-মুহাম্মাদ আখতারুযযামান
রংপুর।

সারা বিশ্বের মাঝে
ঝড় তুলে এগিয়ে চললে
কুরআন-হাদীছের
সত্য পথ দিশারী।
অজানা সব তথ্য
তুমি খুঁজে দাও
দাও ভাল হবার সব শর্ত
কুরআন-হাদীছের পাতা খুলে।
পাপ বিদগ্ধ পৃথিবীর বুকে
সকল বিধান বাতিল করে
অহি-র বিধান কায়েমে
ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে।
হে বীর মুজাহিদ!
ঝলসে তুললে ইসলামের বহ্নি,
ভ্রান্তি দূর করলে মোদের সমাজ হ'তে
জিহাদী রাইফেল হাতে নিয়ে।
তাই মোর শুভেচ্ছা লও
হে বীর মুজাহিদ
প্রিয় আত-তাহরীক।

***

সংখ্যার বড়াই

-ডাঃ আমযাদ হোসাইন
মেসার্স স্বর্ণময়ী ফার্মেসী
সোনাবাড়িয়া বাজার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

করনাকো বন্ধু সংখ্যার বড়াই
শুকুর গুজার বান্দার সংখ্যা হবে কম
কুরআনে বলেছেন আল্লাহ নিজেই।
বেশীর ভাগ লোক যেটা বলে সেটা নয় ঠিক
একজনও যদি বলে নির্ভীক কণ্ঠে
কুরআন-হাদীছের কথা, তবে সেটাই ঠিক।
সেদিনের সে ইতিহাস নাইকো তোমাদের মনে
তিনশ' তের জন করল মুকাবেলা তিন হাযারের
হয়েছিল কি প্রয়োজন সেদিন সংখ্যাধিকের?
তোমরাই বল! ১৭ জন মুজাহীদ করল জয়
পাক-ভারত উপমহাদেশ
তবে কেন আজ করতে মোকাবেলা কুরআন-হাদীছের
ধর সংখ্যাগরিষ্ঠের বেশ।।

সো[illegible]দের [illegible]

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❐ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** রায়হানুল ইসলাম, হুমায়ন কবীর, আবদুল খালেক, মামূনুর রশিদ, হাসিব উদ-দৌলা, উবায়দুল্লাহ তালুকদার, মেছবাহুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, আবু হানীফ, জিয়াউর রহমান, আবু রায়হান, আবদুল হামীদ, জাহিদুল ইসলাম, মাহ্মূদুল হাসান, ইউনুস আলম, ওছমান উজির, নিয়ামতুল্লাহ, আবদুল ওয়াদুদ, মিনারুল ইসলাম, ফারুক আহমাদ, সাখাওয়াত হোসাইন, মাযহারুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, শিহাবুদ্দীন, দেলোয়ার হোসাইন, আমীনুল ইসলাম, এনামুল হক, আকরাম হোসাইন, আবদুল গনী, আলাল সরকার, আবুল হোসাইন, আবদুল্লাহ, মজিবর রহমান, রফীকুল ইসলাম, ইসরাত খান, রবীউল ইসলাম, হাফিযুর রহমান, আনিসুর রহমান, সাঈদুর রহমান, আবদুর রায্যাক, সুলতান মাহ্মূদ, আবুল কালাম আযাদ, আবু সাঈদ, যুলফিকার রহমান, আফতাবুর রহমান, আশিকুর রহমান, ইসহাক আলী, আযীযুর রহমান, জুয়েল ইমন ও মুমিনুল ইসলাম।

❐ **মিয়াপাড়া, সপুরা, রাজশাহী থেকেঃ** এমদাদুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, আশরাফুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসাইন, নিলুফার ইয়াস্‌মিন, উবায়দুর রহমান, তানযিলা খাতুন, আলী হায়দার, শামসুর রহমান, মাহমূদা খাতুন, তরিকুল ইসলাম, জবেদা খাতুন, মুহাম্মাদ রাসেল ও রুবিনা খাতুন।

❐ **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম পাড়া থেকেঃ** নাযিয়া, সাদিয়া ও ইমু।

❐ **খড়খড়ী, মতিহার, রাজশাহী থেকেঃ** সেলিম হাসান, মুহাম্মাদ মামুন, মুজাহিদুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, হেনা খাতুন, দেলোয়ার হোসাইন, আনোয়ার হোসাইন, বিলকিস খাতুন, ছাব্বির হোসাইন ও আবদুল মুমিন।

❐ **ভড়ুয়া মাদরাসা, মতিহার, রাজশাহী থেকেঃ** উবায়দুর রহমান, আতাউর রহমান, আবদুল আযীয ও মতিউর রহমান।

❐ **দোরজপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** আশিকুর রহমান, আবদুল্লাহ ও সুলতানা।

❐ **খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** হুমায়ন কবীর, মুজতাহিদুর রহমান, মীযানুর রহমান, আলামীন ও আশরাফুল ইসলাম।

❒ **লালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** রফীকুল ইসলাম।

❒ **সেন্দুরী, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** আয়নুল হক ও আলী আকবর।

❒ **ধোরসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** সিরাজুল ইসলাম, জুয়েল, রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান।

❒ **আকচা, তানোর, রাজশাহী থেকেঃ** মাহবুবুর রহমান, জয়নাল আবেদীন ও ফিরোজ আহমাদ।

❒ **কোশিয়া, তানোর, রাজশাহী থেকেঃ** রুহুল আমীন।

❒ **আচুয়া ভাটা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** আবদুল ওয়াদুদ।

❒ **সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** আনোয়ারু-দ্দোজা, আসাদুয্যামান, আনোয়ারুল ইসলাম, জামিরুল ইসলাম, আবদুর রকীব, মীযানুর রহমান ও ইয়াহইয়া খালিদ।

❒ **বিল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** আবদুল বারী ও উজ্জল হোসাইন।

❒ **মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** শহিদুল ইসলাম, ওয়াহেদুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম।

❒ **বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী থেকেঃ** মীযানুর রহমান, রুবেল, রানা, সাদ্দাম হোসাইন, মুশাররফ হোসাইন ও আরিফুযযামান।

❒ **গোপালপুর, চারঘাট, রাজশাহী থেকেঃ** রতন সরকার, মশিউর রহমান, তপন সরকার, তারেক আহমাদ ও মীযানুর রহমান।

❒ **অলিপুর, বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** তুহিনা খাতুন ও রুনা খাতুন।

❒ **বেড়হাবাসপুর, বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** এরশাদ আলী, আবদুল লতীফ, খুরশেদ আলম, জাহানারা খাতুন, উম্মে কুলসুম, রীমা খাতুন, হোসনে আরা, রোজিনা ও তাফসীর আলী।

❒ **মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া থেকেঃ** হেলালুদ্দীন, বেলাল হোসাইন, আবু সাঈদ, আবু তাইফ, উবায়দুর রহমান ও আবু তালহা।

❒ **গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা থেকেঃ** এনামুল হক ও মনিরুয্যামান।

❒ **কুন্দপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা থেকেঃ** আবুল হাসান ও হাবীবুল্লাহ।

❒ **ইটাপোতা, লালমণির হাট থেকেঃ** আবদুল লতীফ, সাইফুল ইসলাম ও আবদুল্লাহেল কাফী।

❒ **মহিষখোচা, আদিতমারী লালমণির হাট থেকেঃ** শফিকুল ইসলাম, শহীদুল্লাহ ও মশিউর রহমান।

❒ **কোদালকাটি, নবাবগঞ্জ থেকেঃ** মুহাম্মাদ সাইফুল, সাকালাইন, আবদুল বারী।

❒ **খসবা, নাচোল, নবাবগঞ্জ থেকেঃ** মুহাম্মাদ আলম, আবদুল আলীম, বৃষ্টি খাতুন, আবদুস শাকুর, মজিদুল ইসলাম, মিনারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ বিন মুছতফা।

❒ **চোরকোল, ঝিনাইদহ থেকেঃ** হাশেম আলী, রইচুদ্দীন, খাইরুল ইসলাম, সেকেন্দার আলী, আবুল কাসেম, জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দীন ও রুমান আলী।

❒ **হলিধানী, ঝিনাইদহ থেকেঃ** মাহফুযুর রহমান ও ফৌজিয়া ইয়াসমিন।

❒ **আনন্দনগর, নওগাঁ থেকেঃ** এমরান আলী, আবু সাঈদ ও রোকেয়া।

❒ **হাসাইগাড়ি, নওগাঁ থেকেঃ** মীযানুর রহমান ও আবদুল্লাহ।

❒ **কালাই, জয়পুরহাট থেকেঃ** গোলাম রাব্বানী, মুহাম্মাদ আল্ হাদী, সুজন, আবু তাহের, রেসমা খাতুন, পারুল ও শহিদুল ইসলাম।

❒ **বলিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও থেকেঃ** মুহাম্মাদ রুমেল ও মামুন অর-রশিদ।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

(১) ক্যালেন্ডার, (২) ম্যাচ, (৩) কুঠার (কুড়াল), (৪) মশা, (৫) পাবনা।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

(১) চাতক পাখি, (২) আর্কটিকটার্ন, একটানা ১১০০০ মাইল, (৩) কবুতর, (৪) কেঁচো, (৫) ব্যাঙ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১. ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ তা'আলা মুসা (আঃ)-কে কয়টি নিদর্শন (মু'জিযা) সহকারে প্রেরণ করেছিলেন?

২. মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৎ ও অসৎ কর্ম বুঝবার বোধশক্তি বা জ্ঞানশক্তি দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মানুষকে প্রদত্ত এই নে'মতের কথা কুরআনের কোথায় বর্ণিত হয়েছে?

৩. কোন্ ব্যক্তিকে আল্লাহ একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখার পর পুনরায় জীবিত করেন। এ ঘটনার প্রমাণ কোথায় আছে এবং ঐ ব্যক্তির নাম কি?

৪. মহান আল্লাহ কোন্ জিনিস থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন?

৫. কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ পাপীদের মুখে মোহর এঁটে দিবেন। তখন আল্লাহ কিভাবে তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন?

আশার আলো

-মুহাম্মাদ শাহিনুয্যামান
নন্দলালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

সরল পথে চলব মোরা
কুরআন-হাদীছ পড়ব,
বিপদ-আপদ যতই আসুক
সত্য কথা বলব।
আল্লাহ্‌র কুরআন, নবীর হাদীছ
সবাই মেনে চলব,
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আমরা
নিয়মিত পড়ব।
বাবার আদেশ-মায়ের হুকুম
সবাই মেনে চলব,
শিক্ষাগুরু, মুয়-মুরব্বী
তাদের কথা মানব।
ছোট্ট যারা এতিম-অসহায়
দয়া প্রদর্শন করব,
প্রয়োজনে জিহাদের ডাক এলে
জীবন বাজি রাখব।
বিপদ-আপদ যতই আসুক
আল্লাহ্‌কে ডাকব।
বিনিময়ে পরকালে জান্নাতীদের
সঙ্গী হয়ে থাকব।
***

শপথ

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
বর্ষাপাড়া, হিরণ, গোপালগঞ্জ।

শপথ নিলাম জীবনটাকে
ফুলের মত গড়ব,
সঠিক পথে অটল থেকে
ন্যায়ের পথে লড়ব।
আসলে বাধা, খারাপ লাগা
বুঝিয়ে তাকে ছাড়ব,
সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিব
'অহি'-র বিধান মানব।
মাতা-পিতা গুরুজনের
সত্য আদেশ মানব,
কাঁধের বোঝা সঠিকভাবে
সারা জীবন টানব।
***

সংশোধনী

আগষ্ট'৯৯ সংখ্যা ৩৪ পৃষ্ঠা ১ম কলামে 'সোনামণিদের স্বাস্থ্য' ৪র্থ ধারায় বর্ণিত ১ম দো'আ 'আলহামদুলিল্লা-হি ল্লাযী...' হাদীছটি যঈফ (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৪)। উহার উপরে আমল না করে কেবল 'গোফরা-নাকা' বলবে।- [সঃ সঃ]

আল-কাউছার হজ্জ প্রকল্প

✪ *আপনি কি ২০০০ সালে হজ্জ গমনে ইচ্ছুক?*

✪ *আপনি কি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জব্রত সমাধা করতে চান ?*

✪ *আপনি কি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সঠিকভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে চান ?*

'আল-কাউছার হজ্জ প্রকল্প' হজ্জযাত্রীদের দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ সমাধার ব্যবস্থা করে থাকে। আগ্রহী প্রার্থীগণ স্ব স্ব পাসপোর্ট সহ সত্বর যোগাযোগ করুন!

আল-কাউছার হজ্জ প্রকল্প
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮
একাউন্ট নম্বরঃ ই. বি, ৯১৪৯/৬, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

উত্তরাঞ্চলে বিকল্প মুদ্রা!

উত্তরাঞ্চলে এক টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রার অভাবে ক্রেতা-বিক্রেতাকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে এক টাকার অভাবে রিক্সাচালক ও যাত্রীদের দুর্ভোগ সীমাহীন। আর এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য দোকানদাররা বিশেষ করে চা-মিষ্টির দোকানদারগণ নিজেরাই প্লাস্টিক অথবা কাগজের টোকেন দিয়ে এক টাকা ও দুই টাকার চাহিদা পূরণ করছে। উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত এলাকা সমূহে বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় কাগজের এক টাকা নেই। রংপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী ছাড়াও বৃহত্তর রাজশাহী যেলায়ও এক টাকার নোটের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে রিক্সা ভাড়ার ক্ষেত্রে সংকট আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। তিন টাকার রিক্সা ভাড়ার ক্ষেত্রে রিক্সাওয়ালা ১ টাকা ফেরত দিতে পারে না। পরিণতিতে যাত্রীরা ৩ টাকার ভাড়া ৪ টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছে। কার্যত ৩ টাকার ভাড়া যেন উঠে যাচ্ছে।

এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্থানীয় কিছু সীমান্তবর্তী ব্যাংক চোরাকারবারীদের সহায়তায় কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চালাচ্ছে বলে শহরের লোকজনের অভিযোগ। জাল নোট চালুর পিছনেও একটা বড় শক্তির হাত আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৫০টি কলেজে ছাত্র ভর্তির অনুমতি বাতিল

চলতি শিক্ষা বছরে যশোর শিক্ষা বোর্ডের শর্ত পূরণ না হওয়ায় ১৬টি যেলার প্রস্তাবিত ৫০টি কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির অনুমতি পায়নি। ফলে হাযার হাযার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ড সূত্র থেকে জানা গেছে, নতুন কলেজ গুলোতে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য ৫টি শর্তারোপ করা হয়েছে। শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কলেজের নামে কমপক্ষে তিন বিঘা জমি থাকতে হবে। এছাড়া অন্য একটি কলেজ থেকে প্রস্তাবিত কলেজের দূরত্ব ছয় কিলোমিটারের অধিক থাকতে হবে এবং ঐ এলাকায় জনসংখ্যা কমপক্ষে ৭৫ হাযার হ'তে হবে। সূত্রটি আরো জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষে বোর্ডভূক্ত ১৪টি নতুন কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির অনুমতি দিয়েছে।

তসলিমার আরও একটি বই নিষিদ্ধ

ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত মুরতাদ লেখিকা তসলিমা নাসরিনের লেখা 'আমার মেয়ে বেলা' নামক বইটির বিষয়বস্তু বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানায় এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে বইটির প্রকাশিত সকল কপি ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৯ (ক) ধারা মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সাথে বাইটির আমদানী, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিচারাধীন ১৩ লাখ মামলায় ৪ কোটি মানুষের দুর্ভোগ

দেশের সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগসহ ৬৪টি যেলায় বিচারাধীন মামলার সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ। এ হিসাব ১৯৯৬ থেকে '৯৯ জানুয়ারী পর্যন্ত। এই ১৩ লাখ মামলার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রায় ৪ কোটি মানুষকে। আইনের স্বচ্ছতা থাকলেও বিচার কাজে নানা জটিলতা, সামাজিক অসচেতনতা, অশিক্ষা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে নিস্পত্তিযোগ্য মামলার বিচার কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে উল্লেখিত তথ্য জানা গেছে। উল্লেখ্য, এই সময়ে দায়ের করা মামলার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৬ লাখ।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৮ থেকে '৯৯ জানুয়ারী পর্যন্ত এক বছরেই মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ২৯ হাযার ৭৮টিতে। এ বছর সবচেয়ে বেশী মামলা দায়ের হয়েছে কুষ্টিয়া যেলায়। এ যেলার মামলার সংখ্যা ২১ হাযার ৮৯০টি। এর মধ্যে দেওয়ানী মামলার সংখ্যা ১০,৮০৪টি ও ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ১,০৬৮টি।

চিকিৎসায় বছরে ৫০০ থেকে ৭৫০ কোটি টাকা বিদেশে যাচ্ছে

বাংলাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ও উন্নতমানের সেবা-যত্নের অভাবসহ নানা কারণে রোগীরা বিদেশে চিকিৎসা করাচ্ছেন। ফলে প্রতি বছর ৫শ' থেকে ৭৫০ কোটি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। গত ৭ আগষ্ট ঢাকায় কিডনী সার্জনদের বার্ষিক সম্মেলনে প্রকাশিত রিপোর্টের উল্লেখ করে বিবিসি একথা জানায়।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বছরে কত টাকা খরচ করা হয় সে সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও ডাক্তাররা জানান, এর পরিমাণ মার্কিন ডলারে ১০ থেকে ১৫ কোটি। তারা জানান, কিডনীর অস্ত্রোপাচার বা সার্জারির প্রয়োজন এ রকম রোগীর সংখ্যা দেশে প্রায় ৫০ থেকে ৮০ লাখ। অথচ কিডনীর সার্জনদের সংখ্যা সমিতির হিসাব অনুযায়ী মাত্র ২০ জন। রোগীর চাপে চিকিৎসার গুণগত মানের ওপর চাপ পড়ছে।

সম্প্রতি কিডনী রোগীদের কাছ থেকে ভুল চিকিৎসা এমনকি মৃত্যুর অভিযোগও আসছে। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক রোগী সাধারণত প্রতিবেশী দেশ ভারতেই চিকিৎসার জন্য যান। সরকারী বা বেসরকারী খাতে দেশে কিডনী রোগীদের জন্য কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নেই। বিদেশে চিকিৎসার জন্য যারা যান তাদের মধ্যে কিডনী রোগী ছাড়াও হৃদরোগী কিংবা ক্যান্সার রোগীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

ডিগ্রী (পাস) ও সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৮ সালের অনুষ্ঠিত ডিগ্রী (পাস) এবং সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল গত ৩১ জুলাই প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৩৫ দশমিক ৭০। বি এ, বিএস-সি, বিকম, বি মিউজিক, বিএসএস (পাস) এবং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৮৪ হাযার ৩২৬ জন। মোট পাস করেছে ৬৫ হাযার ৮১২ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৪৫ হাযার ৩২৩ জন এবং মহিলা ২০ হাযার ৪৮৯ জন। পুরুষের পাসের হার ৩৪ দশমিক ২৩ এবং মেয়েদের পাসের হার ৩৯ দশমিক ৪৬।

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দেশের ৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল গত ২৬ আগস্ট '৯৯ একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। ৫ বোর্ডে মোট ৫ লক্ষ ১৮ হাযার ৬৪৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৯০ হাযার ৬২৭ জন পাস করে। ৫ বোর্ডের গড় পাসের হার ৫৪ দশমিক ২৪। ৫ বোর্ডে মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৬৮ হাযার ৬৭৪ জন ১ম বিভাগে, ১ লক্ষ ৭৯ হাযার ৯৫৪ জন ২য় বিভাগে এবং ২৯ হাযার ১১৭ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১২ হাযার ৮৮২ জনকে বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়। ঢাকা বোর্ডে ৯৫৩ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে যৌথভাবে দু'জন- ঢাকা কলেজের মোঃ আবেদুল হক ও নটরডেম কলেজের কাজী মোহাম্মাদ শামীম আল-মামুন। কুমিল্লা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় সিলেট এমসি কলেজের মালিহা সুলতানা ৯২৯ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। চট্টগ্রাম বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় চট্টগ্রাম কলেজের মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ৯০১ নম্বর পেয়ে, রাজশাহী বোর্ডে ৯৬২ নম্বর পেয়ে রংপুর ক্যাডেট কলেজের মোঃ বাহলুল হায়দার ও যশোর বোর্ডে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আব্দুল্লা আল-রেজা ৯৭১ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষা ২রা মার্চ

দেশের ৫টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে আগামী বছরের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে ২রা মার্চ এবং তা শেষ হবে ১৬ই মার্চ। ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর ও চট্টগ্রাম বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের বৈঠকে এই সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়। সভায় কোন বিরতি ছাড়াই একটানা ১৫ দিনের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে নয়া প্রশ্নপত্র চালু করা হবে। ব্যাখ্যামূলক বা বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নপত্র তৈরীর ব্যবস্থা করা হবে, যাতে বই খুললেও নকল করার সুযোগ না থাকে।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা

আগামী ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর রোববার ও সোমবার প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত সময়সূচী যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।

১৯৯৯ সালের অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনুমতিপ্রাপ্ত নন-রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনুমোদিত কমিউনিটি বিদ্যালয় ও শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শতকরা ২০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। পরীক্ষার ফলাফলের ওপর বিদ্যালয়ের একাডেমিক পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হবে এবং কোন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে এ পারফরমেন্সকেই ঐ বিদ্যালয়ের মান নির্ণায়ক হিসাবে ধরা হবে।

পি-এইচ,ডি, ডিগ্রী লাভ

(১) ডঃ লোকমান হোসাইনঃ

কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ লোকমান হোসাইন সম্প্রতি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে "Comparative study between Quranic proverbr an other proverbs in The Arabic literature: A critical approach." শীর্ষক অভিসন্দর্ভের উপর পি-এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্নী থিওলজী বিভাগের চেয়ারম্যান এবং থিওলজী অনুষদের ডীন অধ্যাপক আবদুল আলীম খান। জনাব লোকমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। তিনি বি. টি. আই. এস. (সম্মান) ও এম. টি. আই. এস. উভয় পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী ৩য় স্থান লাভ করেন। উল্লেখ্য, লোকমান হোসাইন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসকৃত ছাত্রদের মধ্যে প্রথম পি-এইচ ডি ডিগ্রী অর্জনকারী। তিনি মাদরাসা বোর্ডের কামিল (হাদীছ) পরীক্ষাতেও ১ম শ্রেণীতে ৩য় স্থান লাভ করেন। তিনি ছাত্র জীবনেই ছিহাহ সিত্তার অন্যতম হাদীছগ্রন্থ তিরমিযী শরীফের ১০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত উর্দুভাষ্য

লিখেন। ইতিমধ্যেই তাঁর ৬টি প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ২রা অক্টোবর '৯৫ইং তারিখে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন এবং ২রা অক্টোবর '৯৮ইং তারিখে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি কুষ্টিয়া যেলার দৌলতপুর থানার চিলমারী গ্রামের অধিবাসী মোঃ আবদুল লতীফ সরকার ও বেগম সরকারের তৃতীয় পুত্র।

(২) ডঃ সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীকীঃ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং ইউ.জি.সি-এর রিচার্স ফেলো জনাব আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীকী সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হ'তে 'মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের উপর পি-এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একই বিভাগের বিশিষ্ট আরবীবিদ সুপারনিউমেরারী অধ্যাপক জনাব আ.ত.ম মুছলেহুদ্দীন।

তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ১ম শ্রেণীসহ ১৯৮৪ সনের স্নাতক (সম্মান), ১৯৯৫ সনের এম, এ, (থিসিস) এবং ১৯৯৬ সনের এম, এ (ইসলামী শিক্ষা) ডিগ্রী লাভ করেন যথাক্রমে ৪র্থ (কলা অনুষদে ৫ম স্থান), তৃতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ড. ছিদ্দীকী ইতিপূর্বে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড হ'তে কামিল ট্রিপল (হাদীছ, ফিকাহ ও আদব) ডিগ্রী লাভ করেন। তন্মধ্যে আদব বিভাগে ১ম শ্রেণীতে ১ম এবং সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সদস্য, জার্নাল কমিটির সদস্য এবং সিলেবাস প্রণয়ন কমিটির সভাপতি। তিনি 'বিশ্ব ইসলামী মিশনে'র ভূতপূর্ব অনুবাদক, দুর্বাটী আলীয়া মাদরাসা গাজীপুরের হেড আদীব, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকার সহকারী পরিচালক এবং বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রামের ইনস্ট্রাক্টর (শ্রেণী 'সি' (সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদমর্যাদা সম্পন্ন) ছিলেন।

তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন ২৭শে মার্চ ১৯৯১ সনে। সহকারী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নোতি লাভ করেন ২৮শে মার্চ ১৯৯৪ সনে। তিনি জামালপুর যেলার ইসলামপুর থানাধীন ঢেংগারগড় গ্রামের মোঃ মুরশাদুযযামান সরদার ও মরহুমা জামিলা খাতুনের ২য় পুত্র।

বস্তি উচ্ছেদ

গত ৬ই আগষ্ট শুক্রবার রাতে ঢাকার গোপীবাগে পুলিশ ক্যাম্পে মাদক ব্যবসায়ী সন্ত্রাসীদের হামলা ও একজন পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার পর সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে ঢাকার বেশ কিছু বস্তি উচ্ছেদ করা হয়। চারদিন ব্যাপী উচ্ছেদ অভিযানে কমলাপুর বস্তি, কমলাপুর ব্যারাক বস্তি, টিটিপাড়া বস্তি, সোনারবাংলা বস্তি, গোপীবাগ রেললাইন বস্তি ও ওয়াসা বস্তি উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া গোপীবাগ, দয়াগঞ্জ, গোভারিয়া এবং জুরাইন রেল ক্রসিং পর্যন্ত রেল লাইনের দুই পার্শ্বের প্রায় দুই হাযার বস্তিঘর, খিলগাঁও রেল ক্রসিং থেকে মগবাজার রেল ক্রসিং পর্যন্ত রেল লাইনের দুই পার্শ্বের প্রায় তিন সহস্রাধিক বস্তিঘর এবং মগবাজার রেলক্রসিং হতে বনানী পর্যন্ত প্রায় দুই সহস্রাধিক বস্তিঘর ও ২টি দোতলা বাড়ী উচ্ছেদ করা হয়। ৭ই আগষ্ট শনিবার রাতে পুলিশ মাইক যোগে বস্তিবাসীদের স্বউদ্যোগে বস্তি ভেঙ্গে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ৮ই আগষ্ট থেকে ১১ই আগষ্ট পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান চলে।

অতঃপর ১১ই আগষ্ট সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বস্তি ধ্বংস ও এর অধিবাসীদের উচ্ছেদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত রীট পিটিশনের শুনানী না হওয়া পর্যন্ত বস্তি উচ্ছেদ কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দানের প্রেক্ষিতে সরকার বস্তি উচ্ছেদ স্থগিত রাখে। উল্লেখ্য, বস্তিবাসীদের জন্য বসবাসের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ও আইন মোতাবেক নোটিশ প্রদান ব্যাতিরেকে বস্তি ধ্বংস ও এর অধিবাসীদের উচ্ছেদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তিনটি সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এণ্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট ও অধিকার এবং দুই জন বস্তিবাসী ইসমত আরা দীপু ও রহিমা গত ১১ আগষ্ট স্বরাষ্ট্র ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তপক্ষ, ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম, ঢাকার যেলা প্রশাসক এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারকে বিবাদী করে একটি রীট পিটিশন দায়ের করেন।

অভিযোগ রয়েছে যে, প্রভাবশালী কিছু লোক ও পুলিশের ছত্রছায়ায় রাজধানীতে নির্মিত এসব বস্তি গড়ে ওঠে অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে। ঐ সব বস্তিতে অবাধে বেচাকেনা হয় হিরোইন, গাঁজা, ফেনসিডিল সহ সব ধরনের মাদক দ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্র। এমনকি সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, খুনের মামলার আসামীরাও আত্মগোপন করে এসব বস্তিতে। অবৈধ ব্যবসা ও অপরাধীদের আশ্রয় দিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও থানা পুলিশ ঐ সব বস্তি থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে থাকে।

অতঃপর উচ্ছেদকৃত অবৈধ বস্তির কয়েক হাযার বাসিন্দা গত ১৭ই আগষ্ট রাতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে ও জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে অবস্থান নেয়। ফলে হাইকোর্ট কার্যতঃ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। বস্তিবাসীরা ডঃ কামাল হোসেনের বাসভবনের সামনেও অবস্থান নেয়।

অবশেষে দায়েরকৃত রীট পিটিশনের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার এক

রায়ে ঢাকা মহানগরীর বস্তিবাসীদের পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসনের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয় এবং সরকারের চলমান কার্যক্রমের প্রশংসা করে। উল্লেখ্য, তিনটি এনজিও ও দুই বস্তিবাসীর পক্ষে রীট পিটিশন পরিচালনা করেন ডঃ কামাল হোসেন এবং সরকারের পক্ষে এ বিষয়ে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেন এটর্নি জেনারেল জনাব মাহমুদুল ইসলাম।

আসাম পুলিশের বাংলাদেশের সীমান্ত লংঘন ও অবৈধ অভিযান

গত ১৩ই আগষ্ট শুক্রবার ভারতের আসাম রাজ্য পুলিশ অবৈধভাবে বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। তারা রাজশাহী মহানগরীর এক মসজিদ হতে ৩০ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য (আরডিএক্স) উদ্ধার করেছে বলে আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহান্ত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। আসাম পুলিশের মহাপরিচালক বিবি সুমন্তও উক্ত ঘটনা স্বীকার করেন। অথচ ঘটনার ১৫ দিন পরে গত ২৮শে আগষ্ট সকালে ঢাকায় ভারতীয় অস্থায়ী হাইকমিশনারকে তলব করে বাংলাদেশ সরকার তার উদ্বেগের কথা জানায়।

আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের পদস্থ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব কমল পাণ্ডে এ অভিযানের জন্য আসামের কর্মকর্তাদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, গৌহাটিতে ধৃত দু'পাকিস্তানী গুপ্তচরের নিকট হ'তে রাজশাহীতে ৩০ কেজি আরডিএক্স-এর সন্ধান পেয়ে আসাম পুলিশ সরাসরি অভিযানে না গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানালে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য নিয়ে তা অনায়াসেই উদ্ধার করা সম্ভব হ'ত। তিনি আরো বলেন, আসাম পুলিশের এ হটকারী অভিযান এবং এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহান্তর ফলাও করে বক্তব্য ভারত সরকারকে প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ফেলেছে।

রাজশাহী হ'তে ভারতীয় পুলিশের বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিশ্ছিদ্র পাহারা বসানো হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও সদা তৎপর রয়েছে। এ ঘটনার সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য রাজশাহী মহানগরীর প্রত্যেকটি গোয়েন্দা সংস্থা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সরকারের কঠোর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মহানগরী ও আশপাশের প্রত্যেকটি মসজিদ ও মাদ্রাসায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। তবে কোন সংস্থাই বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনার সামান্যতম সত্যতা খুঁজে পায়নি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সরকারের উচ্চ পর্যায়ে প্রেরিত প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে আসাম পুলিশের অনুপ্রবেশ ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনাকে ভিত্তিহীন ও প্রচারণা বলে উল্লেখ করেছে। মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার (সদর) এরফান আলী বলেন, 'আমরা ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর পরেও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারের সত্যতা সম্পর্কে কোন তথ্য পাইনি। তবে আমরা এখনও হাল ছেড়ে দেইনি।' সিটি এসবি ও ডিবির পাশাপাশি প্রতিটি থানা এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে তৎপর রয়েছে।

ভারতীয় পুলিশের বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ও আইএসআই -এর তৎপরতা খতিয়ে দেখার জন্য ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে ডিজিএফআই ও মিলিটারী ইনটেলিজেন্স -এর প্রতিনিধি দল রাজশাহীতে এসে সরেজমিনে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের দু'জন কর্মকর্তা ৩১শে আগষ্ট বলেছেন, ভারতীয় পুলিশের বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনাকে রাজশাহীস্থ গেয়েন্দা সংস্থা সমূহ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানকার সাধারণ জনগণ এ ঘটনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করছে। তারা বলেন, সাধারণ মানুষের ধারণা- এখানকার সংস্থাগুলো গা বাঁচানোর জন্য ঘটনাটিকে অস্বীকার করছে।

বাতাসে বাড়ছে কার্বন সামনে ভয়ংকর ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক্ষব্যাধি সম্মেলনে পরিবেশ দূষণ ও তার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান রকমারি বক্ষব্যাধি সমূহ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর উপরিভাগে প্রতি মুহূর্তে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ছড়িয়ে পড়ছে 'হে ফেভার' সহ এলার্জি জনিত বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে যেখানে বাতাসে কার্বনের মাত্রা ছিল প্রতি মিলিয়নে ২৮০ ভাগ। সেখানে তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫৫ ভাগে। এই পরিমাণ আগামী শতকের মাঝামাঝি দ্বিগুণে গিয়ে পৌঁছবে। কি ভয়ংকর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

এর প্রতিকার হিসাবে সবুজের সমারোহে ভরে ফেলতে হবে আমাদের দেশকে। গাছ লাগানোর অভিযান শুরু করতে হবে সর্বত্র। রেডিও-টিভির মাধ্যমে উৎসাহিত করতে হবে জনগণকে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে এব্যাপারে সাবধান হ'তে হবে এবং রমনা পার্ক ও ওছমানী উদ্যানের হাযার হাযার বৃক্ষ নিধনের সরকারী পরিকল্পনা অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

বিদেশী ব্যাংকগুলো ৫% ঋণ দিয়ে ৩৬% লাভ করে

গত ২৫শে আগষ্ট '৯৯ বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বাংলাদেশে কার্যরত ১৩টি বিদেশী ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, বিদেশী ব্যাংকগুলো দেশের মোট ঋণের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান করে শতকরা ৩৬ ভাগ নীট মুনাফা করেছে। উল্লেখ্য যে, বিদেশী ব্যাংকগুলো হাযার হাযার কোটি ডলার দীর্ঘ মেয়াদীতে বিনিয়োগ করে সেই দেশগুলোকে অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলেছে। জাপান তো বিদেশী প্রযুক্তি ও

মূলধন দিয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকগুলো অনুরূপ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

গোপন সুড়ঙ্গে ফেনসিডিলের বিশাল মওজুদ আবিষ্কার

রাজধানীর গোপীবাগে উচ্ছেদকৃত বস্তির গোপন সুড়ঙ্গ থেকে পুলিশ ১৭০ বস্তা আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে। গত ২১ আগষ্ট পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক অভিযান চালিয়ে ভূ-গর্ভস্থ গুদামটির সন্ধান পায়। এই গুদামটির প্রধান অংশ রেলওয়ে নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর ব্যারাকের নীচে অবস্থিত। কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে শুরু করে গোপীবাগ ব্যারাক বস্তি এবং সেখান থেকে টিটি পাড়া বস্তি পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। এপথ দিয়েই মাদক দ্রব্য ও অস্ত্র গুদামে মওজুদ রাখা হ'ত। পুলিশ এই গুদাম থেকে ১৭০ বস্তা ভর্তি ১৭ হাযার বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে।

এদিকে ঐ বস্তির সুইমিং পুলের সন্নিকটে পুলিশ একটি টর্চারিং রুমেরও সন্ধান পেয়েছে। এই রুমে এনে বিভিন্ন কায়দায় জনগণকে শাস্তি দেওয়া হ'ত। অপরাধী চক্র তাদের টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে এখানে এনে হত্যা করত বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ এই রুমের পাশ থেকে একটি কাটা হাতের হাড় উদ্ধার করেছে। ইতিপূর্বে এই রুমের আশেপাশে মানুষের মাথার খুলি ও পা পাওয়া গেছে।

ফিল্মী স্টাইলে ব্যাংক দখল

বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল ও চর দখলের কায়দায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প বিষয়ক সম্পাদক নেতা আখতারুয্যামান বাবু ও তার ছেলে সাইফুযযামান জাভেদ গত ২৬শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবিএল)-এর প্রধান কার্যালয় দখল করে নিয়েছেন। তারা ব্যাংকের চেয়ারম্যান সহ বেশ কয়েকজন পরিচালককে অস্ত্রের মুখে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় এবং কমপক্ষে ২ প্লাটুন পুলিশের উপস্থিতিতে ৩ ঘন্টা ব্যাপী এই তান্ডব চলে। তারা বোর্ডের সভা কক্ষে ঢুকে ব্যাংকের চেয়ারম্যান সহ ১৩ জন পরিচালককে মারধর করে, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং কক্ষের আসবাব পত্র তছনছ করে। একজন পরিচালকের ১০ লাখ টাকা মূল্যের ১টি হাত ঘড়িসহ বেশ কয়েকটি ঘড়ি, মোবাইল টেলিফোন, নগদ অর্থ এবং একজন মহিলা পরিচালকের ব্যাগ থেকে একটি লাইসেন্স করা পিস্তল ছিনিয়ে নেয়। উল্লেখ্য, ঐ দিন বিকেল ৩টায় মতিঝিল চেম্বার ফেডারেশন ভবনের পঞ্চম তলায় চেয়ারম্যান জাফর আহমদের সভাপতিত্বে ইউসিবিএল-এর বোর্ড সভা হচ্ছিল। বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুয্যামান বাবু পুলিশের সহযোগিতায় ৫০/৬০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে ব্যাংকে প্রবেশ করে এই নারকীয় তাণ্ডব চালায়। এ সময় আখতারুযযামান বাবু নিজেকে চেয়ারম্যান ও স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের পরিচালক করে একটি অবৈধ বোর্ড গঠন করেন।

অপরদিকে ইউসিবিএল সদর দফতর দখল ও নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করার ৪ দিন পরেও কথিত ঋণ খেলাপী আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুযযামান চৌধুরী বাবু ৩০শে আগষ্ট পর্যন্ত গ্রেফতার হননি। পুলিশের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আখতারুযযামান বাবু ও তার পুত্র সাইফুযযামান চৌধুরী জাভেদ -এর নামে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগসহ মামলা দায়ের করা হলেও সরকারী উঁচু মহলের নির্দেশের অপেক্ষায় তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে গ্রেফতারের পূর্বেই আখতারুযযামান বাবু ও তার পুত্রকে দেশের বাইরে পার করে দেয়ার এক রাজনৈতিক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ।

অবশ্য হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক বোর্ড চেয়ারম্যান জাফর আহমদ ২৯শে আগষ্ট থেকে বোর্ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকাশ থাকে যে, একই ব্যাংকের পরিচালক হুমায়ূন যহীরকে কিছুদিন পূর্বে হত্যা করা হয় এবং বর্তমান চেয়ারম্যান জাফর আহমাদকেও টেলিফোনে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

মেসার্স আমিন ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড কোং

এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা গ্রীল,, সাটার গেট, বাউন্ডীগেট, কলাপসিবল গেট, স্টীল আলমারী, শোকেচ ও স্টীলের ট্রলার অত্যন্ত যত্ন ও বিশ্বস্থতার সাথে তৈরী ও সরবরাহ করা হয়।

মেসার্স আমিন ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড কোং
প্রোঃ মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন
ছয়দানা মালেকের বাড়ী
গাজীপুর।

বিদেশ

এটা ১০০ ভাগ পাগলামি (?)

-রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান জেন্নাদি জায়গানভ পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে সাংবাদিকদের বলেন, ১৮ মাসের মধ্যে ৬ জন প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা- একশ' ভাগ পাগলামি। আমরা আগেই বলেছিলাম যে, সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই সরকারকে বরখাস্ত করা হবে। তিনি বলেন, এই ঘটনা শাসকের বিদায় ঘন্টা। উল্লেখ্য, ৬৭ বছর বয়স্ক প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন গত ৯ আগস্ট সাগেই স্টেপালিশনকে বরখাস্ত করে ভ্লাদিমির পুটিনকে নতুন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট আগামী ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণে নতুন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীকে তার উত্তরসূরী হিসাবেও ঘোষণা করেছেন।

ধূমপান বিরোধী প্রচারণায় আমেরিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ২রা আগষ্ট থেকে ৫০ লাখ ডলার ব্যয় সাপেক্ষে ধূমপান বিরোধী প্রচারাভিযান শুরু করেছে। তাতে খুচরা ব্যবসায়ীদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, শিশুদের কাছে সিগারেট বিক্রি বেআইনী এবং তা হত্যার শামিল।

খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন ধূমপান মুক্ত করার প্রচেষ্টায় পাঁচটি রাজ্যে পত্র-পত্রিকা, রেডিও, প্রচার পত্র ও ১১টি প্রচার মাধ্যম এ প্রচারণায় অংশ নিচ্ছে।

অস্ত্র বিক্রিতে যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে!

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৮ সালেও বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র রপ্তানীকারক দেশ হিসাবে তার অবস্থান বজায় রেখেছে। সারা বিশ্বে অস্ত্রের চাহিদা বেশ কমে গেলেও যুক্তরাষ্ট্রই প্রায় এক তৃতীয়াংশ অস্ত্র বিক্রি করে। 'মার্কিন কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস' গত ৭ আগস্ট অস্ত্র বিক্রি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা জানায়। যুক্তরাষ্ট্র গত বছর ৭১০ কোটি ডলারের নতুন অস্ত্র বিক্রি করে শীর্ষস্থান ধরে রাখে। এর আগের বছর ৫৭০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে। জার্মানী ৫৫০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে দ্বিতীয় স্থান এবং ৩০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে ফ্রান্স তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১৯৯৮ সালে সারা বিশ্বে নতুন অস্ত্র বিক্রির মূল্য দাঁড়িয়েছে ২ হাযার ৩০০ কোটি ডলার। পূর্ববর্তী বছর ২ হাযার ১৪০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি হয়।

স্নায়ু যুদ্ধ অবসানের পর বিশ্বে মোট অস্ত্র বিক্রি হ্রাস পেলেও যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশ সমূহে অস্ত্র বিক্রি বাড়িয়ে ৪৬০ কোটি ডলার আয় করেছে। গত বছর সউদী আরব ছিল অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। এ সময় তারা ৭৯০ কোটি ডলারের অস্ত্র ক্রয় করে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমীরাত। তৃতীয় স্থানে রয়েছে মালয়েশিয়া। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, অর্থনৈতিক মন্দা ও তেলের মূল্য হ্রাস অস্ত্র চাহিদা হ্রাসের জন্য দায়ী।

ভারতে গরু জবাই নিষিদ্ধ করা হবে!

কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রভাবশালী হিন্দু গ্রুপ 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম জোরদারে গত ২০ আগষ্ট ৪২ দফা 'হিন্দু এজেন্ডা' প্রকাশ করেছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট গিরিরাজ কিশোর বলেন, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে সক্রিয় করতে জনগণের সামনে 'হিন্দু এজেন্ডা' পেশ করেছি।

উল্লেখ্য, ভিএইচপি ও বিজেপি একই আদর্শে বিশ্বাসী। পররাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাসেবক সংঘ (আরএসএস) তাদের একটি ছায়া স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ। ভিএইচপি তাদের এজেন্ডায় ইণ্ডিয়াকে 'ভারত' নামকরণ ও গরু জবাই নিষিদ্ধ করার কথা উল্লেখ করেছে। ভারতের ৯৬ কোটি লোকের মধ্যে ৮০ শতাংশ লোক হিন্দু। হিন্দু দেবতা অলংকৃত কক্ষে বক্তৃতাদানকালে মি. কিশোর বলেন, ২০০১ সালে বাবরী মসজিদের স্থলে রামমন্দির স্থাপনের কাজ শুরু করব। আশা করি আদালতের রায় আমাদের পক্ষে আসবে। নইলে আমাদের কাছে এই এলাকা হস্তান্তরের জন্য আমরা দেশ ব্যাপী আন্দোলন শুরু করব।

ওয়াশিংটনকে বেইজিংয়ের হুঁশিয়ারীঃ চীন ইরাক বা যুগোশ্লাভিয়া নয়

চীন-মার্কিন সম্পর্ক ক্ষুন্ন করে তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির চেষ্টার জন্য বেইজিং ওয়াশিংটনের কঠোর সমালোচনা করেছে। ওয়াশিংটনকে হুঁশিয়ার করে বেইজিং বলেছে, চীন ইরাক কিংবা যুগোশ্লাভিয়া নয়। সরকারী চায়না ডেইলী পত্রিকা বলেছে, কতিপয় চীনা বিদ্বেষী তাইওয়ান প্রণালীর উত্তেজনায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। এর মধ্যে মার্কিন সিনেটর জেসি হেলম অন্যতম। এতে তাইওয়ানে মার্কিন সাহায্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকা তাইওয়ানের স্বাধীনতা ঘোষণায় ইন্ধন যোগানো বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানিয়েছে। এতে ইরাকের বিরুদ্ধে একতরফা সামরিক কার্যক্রমের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বেইজিং তাইওয়ানকে বিদ্রোহী প্রদেশ হিসাবে বিবেচনা করে।

নির্বাচনে সহযোগিতা করার পরিণাম হবে ভয়াবহ

আগামী মাসে ভারতের জাতীয় নির্বাচনে কাশ্মীর রাজ্যের যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের কাজে সহযোগিতা করবে তাদেরকে কাশ্মীরী মুজাহিদরা সমুচিত শাস্তি দানের হুমকি দিয়েছেন। এ ছাড়াও কাশ্মীর রাজ্যের সংখ্যাগুরু মুসলিম ভোটারদের প্রতি 'হেযবুল মুজাহেদীন' গ্রুপ নির্বাচন বয়কটের আহবান জানিয়েছে।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন মানে ইসলামের উপর হামলা

পাকিস্তানে একটি ইসলামী গ্রুপ আফগানিস্তানে তালিবান অথবা তাদের অতিথি ওসামা বিন লাদেনের ওপর হামলা চালানো হ'লে যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন লক্ষ্যস্থলের উপর হামলা চালানো হবে বলে ওয়াশিংটনকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। 'জামা'আত-ই-ওলামা' ইসলামী দলের নেতা মাওলানা সামিউল হক ইসলামাবাদে আয়োজিত এক সমাবেশে বলেন, ওসামা বিন লাদেন একজন মহান মুসলিম বীর। সারা বিশ্বের একশ কোটি মুসলমান মনে করেন, এই হামলা চালানো হ'লে তা হবে তাদের ওপর হামলা চালানো। সমাবেশে তালেবানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নিন্দা করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় যে, আফগানের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের আগ্রাসনকে ইসলাম এবং পাকিস্তানের ওপর হামলা বলে বিবেচনা করা হবে।

১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট ওসামা বিন লাদেনকে লক্ষ্য করে যে হামলা চালানো হয় ওয়াশিংটন সে হামলা পুনরায় চালাতে পারে বলে জল্পনা-কল্পনার প্রেক্ষাপটে ইসলামী এই সমাবেশে একটি ঘোষণাও করা হয়। ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে বসবাস করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ আগস্ট কেনিয়া এবং তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাস সমূহে বোমা হামলা চালানোর মূল পরিকল্পনাকারী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে অভিযুক্ত করে আসছে। এই বোমা হামলায় ২ শ' জনেরও বেশী নিহত হয়। সর্বশেষ তথ্যে জানা যায়, গত ১৫ আগস্ট নিউইয়র্কে তালিবান এবং মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তালিবান কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রকে ওসামা বিন লাদেন বোমা হামলায় জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করতে বলেছে।

দাগেস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা

ককেসাস প্রজাতন্ত্র দাগেস্তানে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদ ও রুশবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক লড়াই চলছে। স্বাধীনতা কামীরা দাগেস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে। মুজাহিদরা ৭টি রুশ বিমান ধ্বংস করেছে বলে দাবী করেছে। তারা গত ১২ আগস্ট ৩ হাযার রুশ সৈন্যের একটি ব্রিগেডকেও অবরোধ করে ফেলে। তবে এ লড়াইয়ে মস্কো তার মাত্র ২টি হেলিকপ্টার খোয়া যাবার কথা এবং ১ জন সৈন্য নিহত ও ৯ জন আহত হবার কথা স্বীকার করেছে।

এদিকে দাগেস্তান মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার জন্য পাকিস্তানসহ বিশ্বের বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে বলে জানা গেছে। রাশিয়া ১৯৯৪ সালে চেচেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পর ঐ এলাকায় এই প্রথম পুনরায় বড় আকারের একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে দাগেস্তানে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদ ও রুশ বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই অব্যাহত রয়েছে। রাশিয়া সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের দমণ করতে অপরদিকে মুজাহিদরাও প্রাণপন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতার তীব্র বাসনায়।

তুরস্কে ৫৮ জন ইসলামপন্থী সেনা কর্মকর্তা বরখাস্ত

তুরস্কের সেনাবাহিনী থেকে ৫৮ জন ইসলামী সেনা কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। সেদেশের সর্বোচ্চ সামরিক কাউন্সিল এই নির্দেশ দেয়। এই সেনাকর্মকর্তাদের অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষ নন। গত ৩ বছরে সাড়ে তিন শ'রও বেশী ইসলামপন্থী সেনা কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তুরস্কে সেনাবাহিনী কড়াকড়ি ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, তুর্কী সেনাবাহিনীর চাপে ১৯৯৭ সালে সে দেশের প্রথম ইসলামপন্থী সরকারের পতন হয়।

অগ্নিকাণ্ডে বিয়ের কনেসহ ৪৬ জনের মৃত্যু

সঊদী আরবের পূর্বাঞ্চলে এক বিয়ের আসরে তাঁবুতে অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জন মারা গেছে। এদের সবাই মহিলা বা শিশু। নিহতদের মধ্যে কনেও রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে তার দেহের নব্বই ভাগই পুড়ে যায়। বাদশাহ ফাহাদের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মাদ বিন ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ৫ লাখ ডলারেরও বেশী ক্ষতিপুরণ দিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কাতিফ প্রদেশের একটি গ্রামে এই বিয়ের অনুষ্ঠানে শীততাপ ইউনিটে বিস্ফোরণ ঘটলে তাবুতে আগুন ধরে যায়। ফলে বিয়ের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। সরকারী বার্তা সংস্থা জানায়, দূর্ঘটনায় ১৩২ জনেরও বেশী আহত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে ৩শ'রও বেশী মহিলা এবং শিশু ছিল। বিয়েতে সঊদী আরবের মুসলমানদের ঐতিহ্য অনুযায়ী পুরুষদের আলাদাভাবে বসানো হয়েছিল।

পাকিস্তানে বিশ্বের সর্বাধুনিক ট্যাংক উৎপাদন শুরু

পাকিস্তান চীনের সহায়তায় ট্যাংক উৎপাদন শুরু করেছে। পাকিস্তান বলেছে, এই উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে তারা তাদের সেনাবাহিনীকে আধুনিক ও স্বাবলম্বী করে তুলছে।

এক সামরিক বিবৃতিতে গত ৮ আগষ্ট পাকিস্তান জানায়, চীনা অর্থানুকূল্যে রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ২০ মাইল পশ্চিমে টাক্সিলায় অবস্থিত একটি কারখানায় 'আল-খালিদ' নামের ট্যাংক উৎপাদন শুরু হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এবং সরাসরি যুদ্ধের মাঠে অংশগ্রহণে যোগ্য (এমবিটিএস)

আল-খালিদের গবেষণা ও নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে। পাকিস্তান দাবী করেছে তাদের আল-খালিদই হবে তুলনামূলকভাবে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ট্যাংক।

মিসরে ইসলাম বিরোধী ১টি গ্রন্থসহ ৯৪টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ

মিসরে ইসলাম বিরোধী ১টি গ্রন্থসহ ৯৪টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কায়রোতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী ইসলাম বিরোধী বইটি সম্পর্কে অভিযোগ করার পর এই পদক্ষেপ নেয়া হয়। ঐ ছাত্রী জানান, বইটি পড়ার পর তিনি চিন্তা করলেন যে, লেখক পবিত্র গ্রন্থ কুরআন সম্পর্কে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত কোন বাণী নয়। বরং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এতে একটি সাহিত্য কর্মের প্রচেষ্টা করেছেন।

সকল মুসলমানের কাছে এটি ধর্মের অবমাননা। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার পাঠ্যসূচী থেকে অন্য আর একটি বই দ্রুত প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং বন্ধের নির্দেশ দেয়। ফরাসী পণ্ডিত ম্যাকজিমি রোডিনসন 'মুহাম্মাদ' নামের এই বইটির লেখক। বইটিতে সমকামিতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা ধাচের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ওয়াশিংটন ডিসির সনদ প্রাপ্ত কায়রোতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও মিসরের একটি বেসরকারী বোর্ড এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখাশুনা করে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে তিন হাযার গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীর বেশীর ভাগই মিসরীয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখানে বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনো করে থাকে। কারণ ৫ হাযার ৮০০ মার্কিন ডলার বার্ষিক টিউশন ফি দিয়ে তাদের অনেকেই এখানে পড়াশুনা করতে অসমর্থ।

ভারতীয় জঙ্গী বিমানের গুলিতে পাকিস্তান নৌ টহল বিমান ভূপাতিতঃ নিহত ১৬

ভারতের জঙ্গী বিমান গত ১০ আগষ্ট পাকিস্তান নৌ বাহিনীর একটি টহল বিমান গুলি করে ভূপাতিত করলে এর ১৬ জন আরোহীর সবাই নিহত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের বিমান ভারতের আকাশ সীমা লংঘনের অভিযোগ করে। কিন্তু পাকিস্তান নৌ বাহিনীর কর্মকর্তারা জানান, তাদের নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণ মিশনে থাকা কালে বিমানটিকে গুলি করে ভূপাতিত করা হয়। কারগিল যুদ্ধ শেষ না হ'তেই এ হামলার ফলে দু'দেশের মধ্যকার উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিমানটিতে ৬ জন শিক্ষানবীস অফিসার ও ১০ জন নাবিকের সমন্বয়ে মোট নৌ বাহিনীর ১৬ জন সদস্য ছিল।

এদিকে বিমান ভূপাতিত করার জন্য ইসলামাবাদ নতুন দিল্লীর কাছে ৬ কোটি ২ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দাবী করেছে। গত ৩০শে আগষ্ট পাকিস্তান ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনের একজন কর্মকর্তাকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে নিয়ে যায় এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করে একটি পত্র তার কাছে হস্তান্তর করে। অবশ্য এ ব্যাপারে ভারতের পক্ষ থেকে তাৎক্ষনিক ভাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

মার্কিনী হত্যার দায়ে পাকিস্তানীর মৃত্যুদণ্ড

পাকিস্তানের একটি সন্ত্রাস বিরোধী আদালত ১৯৯৭ সালে ৪ জন মার্কিন নাগরিক ও তাদের পাকিস্তানী ড্রাইভারকে হত্যার দায়ে ২ জন পাকিস্তানীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তরা সিন্ধু প্রদেশের প্রভাবশালী জাতি-গোষ্ঠীগত দল 'মুত্তাহিদ কওমী মুভমেন্ট' (এমকিউএম)-এর সদস্য। তারা ১৯৯৭ সালের ১২ নভেম্বর মার্কিন তেল কোম্পানী ইউনিয়ন 'টেক্সাসে'র ৪ জন মার্কিন কর্মকর্তা ও তাদের পাকিস্তানী গাড়ী চালককে গুলি করে হত্যা করে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ২৫ জানুয়ারী ভার্জিনিয়ায় সিআইএ-র সদর দপ্তরের বাইরে ২ জন সিআইএ কর্মকচারীকে হত্যার দায়ে পাকিস্তান নাগরিক আইমল কাঁসিকে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এ ঘটনার ৪ বছর পর উক্ত ৪ জন মার্কিন নাগরিককে হত্যা করা হয়। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। এমকিউএম এই দু'জনকে তাদের সদস্য বলে স্বীকার করলেও হত্যাকাণ্ডের সাথে তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্প

তুরস্কের পশ্চিম মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে গত ১৭ আগষ্ট স্থানীয় সময় ভোর রাত ৩টার দিকে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে প্রায় ৪০ হাযার লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং প্রায় দু'লাখ অধিবাসী গৃহহীন হয়ে পড়ে। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৭ ডিগ্রী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ইজমিরই ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। এই শহরটিই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ভূমিকম্পে ১টি নৌ ঘাঁটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ২০ জনের মত নৌ সেনা প্রাণ হারিয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় একশ' কিলোমিটার দূরে ইস্তাম্বুল শহরের অনেক বাড়ী ঘর ধ্বসে পড়ে। ভোর হওয়ার আগেই শতাব্দির এই ভয়াবহ ভূমিকম্পে চারদিক কেপে ওঠে এবং ঘুমন্ত অবস্থাতেই মানুষজন বাড়ী-ঘরের নীচে চাপা পড়ে। ভূমিকম্পের পর ইজমিরে একটি তেল শোধনাগারে আগুন ধরে যায়।

শতাব্দির এই ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কের সহযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এগিয়ে আসে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ধার কর্মীরা উদ্ধার

কাজে অংশগ্রহণ করে। জাতিসংঘ, আইএমএফ সহ বিভিন্ন সংস্থা যরূরী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইরাক ২শ' মিলিয়ন ব্যারেল পেট্রোল অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। বাংলাদেশী মুদ্রায় এ বিপুল পরিমাণ পেট্রোলের মূল্য প্রায় ১৮ হাযার কোটি টাকা। তুরস্কের এই ভয়াবহ ভূমিকম্পে শহরমুখী জনমনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। যারা উন্নত ও আরো ভাল জীবন যাপনের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিল তাদের অনেকেই আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরতে শুরু করেছে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় ধ্বংসস্তূপ অপসারণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধারের আশা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। তবে অলৌকিক ভাবে ২/১ জন জীবিত পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে মহামারী ও এসিড বৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়েছে। ভূমিকম্পের কারণে একটি বৃহৎ তেল শোধনাগারে অগ্নিকাণ্ডের ফলে নির্গত গ্যাস আকাশকে দূষিত করে তুলেছে। ফলে এসিড বৃষ্টির আশংকা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে সে দেশের সরকার ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকেপড়া জীবিত লোকদের তল্লাশির কাজ অব্যাহত রাখার চেয়ে বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ বছরে তুরস্কে বিভিন্ন ভূমিকম্পে অর্ধ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারিয়েছে। ১৯৬৭ সালে তুরস্কের একই এলাকায় বড় ধরনের একটি ভূমিকম্প হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৯২ সালে তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে যে ভূমিকম্প হয় তাতে ৬ শতাধিক লোক প্রাণ হারায়।

স্বপ্নে মায়ের ডাক শুনে তাকে উদ্ধার

তুরস্কে একটি ছোট শহর গোলকাক। এটি ইস্তাম্বুল থেকে ১৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে মারমারা সাগরের তীরে অবস্থিত। গত ১৭ আগষ্টের ভয়াবহ ভূমিকম্পে এই শহরের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে পড়ে। ৫৭ বছরের বৃদ্ধা এডালেট সেটিনোল ভূমিকম্পের সময় তার বিধ্বস্ত ভবনের নীচে চাপা পড়েন। তার স্ট্রোক হওয়ায় তিনি প্রায় বাকশক্তি রহিত এবং চলাফেরা করতে অপারগ হয়ে পড়েন। এর ফলে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে? তার পুত্রের নাম ডারকান। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, 'তার মা ডেকে বলছেন, বাছা, আমি তো জীবিত রয়েছি, তুমি আস এবং আমাকে বাঁচাও'। স্বপ্নে মায়ের এই আহবান শুনে পুত্র উদ্ধার কর্মীদের তাদের বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের কাছে নিয়ে যায়। উদ্ধার কর্মীরা ঐ স্থান থেকে ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করে ২৩শে আগষ্ট এডালেট সেটিনোলকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে। তিনি দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দিন ধরে খাদ্য ও পানি ছাড়া ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সৌরজগতের বাইরে বিশাল গ্রহের সন্ধান লাভ

সৌর জগতের বাইরে পৃথিবল হ'তে ৫৬ আলোক বর্ষ দূরে একটি বিশাল গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। চিলির রাজধানী সান্টিয়াগো নগরীর উত্তরে অবস্থিত ইউরোপ দক্ষিণ মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহটি আবিষ্কার করেন। এই গ্রহের ভর সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির চেয়ে ২.২৬ গুন বেশী। নক্ষত্র হ'তে গ্রহটির দূরত্ব পৃথিবী হ'তে সূর্যের দূরত্বের সমান। আবিষ্কৃত গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে, 'আইওটা হর্ব'। গ্রহটি হারালজিয়াম নক্ষত্রের চার পাশে ৩২৯ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। ইউরোপ দক্ষিণ মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গ্রহের অন্যতম আবিষ্কারের মর্টন কার্ষ্টার বলেন, উক্ত নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.০৩ গুন বেশী।

বাংলাদেশে আর্সেনিক মুক্ত ফিল্টার উদ্ভাবন

বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা দেশব্যাপী দূষণ মুক্ত নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বল্প মূল্যে আর্সেনিক মুক্ত করার ফিল্টার উদ্ভাবন করেছেন। বাংলাদেশের দু'জন বিজ্ঞানী ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি সংস্থার সহযোগিতায় এ ফিল্টারের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। পরীক্ষার ফলাফলের কথা প্রকাশ করে বিজ্ঞানী ডঃ তানজিম আহমাদ বলেছেন যে, 'ফিল্টার আর্সেনিক এক্স' শুধু আর্সেনিক নয়, ফ্লোরাইড ও জমাসহ অন্যান্য দূষণের মাত্রাও হ্রাস করে।

টেনশনের কুফল!

ব্যক্তি মাত্রই টেনশনে ভোগে। টেনশন বা দুশ্চিন্তা ব্যক্তির মন ও শরীর দুর্বল করে দেয়। এর ফলে ক্রমেই মানুষ হয়ে ওঠে জেদী। বেচে থাকার জীবনী শক্তি হারায়। এ থেকে মুক্তি পেতে হ'লে টেনশনের কারণ মনে চেপে না রেখে বন্ধু বা নিকটজনকে খুলে বলুন। না হলে টেনশন থেকে হ'তে পারে বিভিন্ন চর্মরোগ, পেটের অসুখ যেমন গ্যাস্ট্রিক। আর মানসিক চাপ থেকে হ'তে পারে আলসার। এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত। তাই টেনশন কমাতে মানসিক ও শারীরিক ব্যায়ামেরও আশ্রয় নিতে পারেন।

ভুল করলেই পৃথিবী ধ্বংস!!

বিগ ব্যাং এর সময় যে মহা বিস্ফোরণ ঘটেছিল, ল্যাবরেটরিতে সেই বিস্ফোরণের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর পরিকল্পনা করেছেন একদল মার্কিন বিজ্ঞানী। এ উপলক্ষে তৈরী করেছেন বিশাল এক নিউক্লিয়ার অ্যাকসিলারেটর। এই পরিকল্পনা সারা বিশ্বের পদার্থ বিজ্ঞানীদের ভীষণ শংকিত করে তুলেছে। তারা বলছেন, এই পরীক্ষা চালানো হ'লে মহাবিশ্বের কাঠামোর আলোড়ন তৈরী হ'তে পারে

Contents

একটি ছোট-খাট ব্লাক হল, যা পৃথিবীসহ আশ পাশের বিরাট একটি এলাকা গ্রাস করে ফেলবে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য ইতিমধ্যেই কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি জানার চেষ্টা করবে পরীক্ষাটিতে আদৌ সেরকম ঝুঁকি আছে কি-না। আশংকা এখানেই যে, ওই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিজ্ঞানীই ঝুঁকির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুক হ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি (বিএলএল) এই অ্যাকসিলারেটর তৈরী করেছে। অ্যাকসিলারেটরটির নাম 'রিলেটিভিস্টিক হেভি আয়ন কোলাইডর'।

তারা মিটমিট করে কেন?

তারা আলোক তরঙ্গে মহাকাশের বাতাসের ঢেউয়ের কম্পন লাগে ফলে আমাদের দৃষ্টিতে কেঁপে কেঁপে প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা তারা মিটমিট করতে দেখি।

মৌমাছি পঙ্গপাল ধ্বংস করে বাঁচাবে হাযার কোটি ডলার

রাশিয়ার রাণী মৌমাছি আসছে আমেরিকান রক্তচোষা পঙ্গপাল বিনাস করতে। রাণীরা যুদ্ধে নিয়োজিত হবে পঙ্গপালের সাথে আর বিজয়ী হয়ে জন্ম দেবে হাযার হাযার মধু সংগ্রহকারী মৌমাছি। আমেরিকার অর্থনীতি বেঁচে যাবে হাযার হাযার কোটি ডলারের অপচয় থেকে। পঙ্গপাল মধু সংগ্রহে নিয়োজিত মৌমাছি চাষীদের অতিষ্ট করে তুলেছে। পঙ্গপাল গুলো মৌচাকে আক্রমন চালিয়ে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছিগুলোকে হত্যা করে এবং এক পর্যায়ে মৌচাকটিকেও ধ্বংস করে ফেলে।

মার্কিন কৃষি বিভাগের কৃষি গবেষণা সার্ভিসের মৌমাছি গবেষণা বিষয়ক নেতা থমাস রেন্ডায়ার গত ১৩ আগষ্ট বলেছেন, পঙ্গপালের যন্ত্রণা আমেরিকান মৌমাছি চাষীদের মারাত্মক সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, পঙ্গপালকে হত্যার কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই যদি এগুলোর বিস্তার অব্যাহত থাকতে দেয়া হয় তাহ'লে আগামী এক বছরের মধ্যে আমেরিকার মৌমাছি চাষীরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই পঙ্গপালগুলো আকারে মাত্র ১ ইঞ্চির ১৬ ভাগের এক ভাগ। অথচ এর মাত্র কয়েকটিতে লাখ লাখ মৌমাছি বসবাসকারী একটি মৌচাককে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। আমেরিকার কৃষি পণ্য উৎপাদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলোর পরাগায়নের মাধ্যমে প্রতি বছর সেখানে ৮০০ থেকে ১ হাযার কোটি ডলারের আপেল ও জুসিনি ফল উৎপাদন হয়।

অস্ত্রোপচারে মাকড়সার সুতা ব্যবহার

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গোল্ডেন অফ উয়েভিং নামক এক বিশেষ প্রজাতির মাকড়সার রেশম সুতা অস্ত্রোপাচারে কাটা স্থানে সেলাইয়ের সুতা হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তারা কারণ হিসাবে বলেন, প্রচলিত ধারার সিনথেটিক বা অন্য কোন প্রাকৃতিক তন্তুর চেয়ে মাকড়সার রেশমের গ্রহণযোগ্যতা বিভিন্ন দিক থেকে অনেক বেশি। প্রচলিত ধারার সুতাগুলো দ্বারা ক্ষতস্থান সেলাই করলে অনেক ক্ষেত্রেই বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ফলে অনেক রোগীই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন সেলাইয়ের ক্ষেত্রে মাকড়সার রেশম তন্তু ব্যবহার করলে মানবদেহে ইমিউন সিস্টেমে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। এটি যথেষ্ট শক্ত ও স্থিতিস্থাপক।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

তাহের ক্লথ ষ্টোর

এখানে সুলভ মূল্যে এক দরে উন্নতমানের শাড়ী, লুঙ্গি, বেডসিট, তোয়ালা, ওড়না ও জায়নামাজ পাওয়া যায়।

প্রোঃ মোঃ আব্দুন নূর এণ্ড ব্রাদার্স
পূর্ব-বাজার মারোয়াড়ী পট্টি, জয়পুরহাট।
ফোনঃ (০৫৭১) ৭৮০।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

মাসিক আত-তাহরীক পড়ুন! বিজ্ঞান দিন!

বিনিময় কনফেকশনারী এণ্ড জেনারেল স্টোর

এখানে উন্নতমানের কেক, রুটি, বেকারী, বিস্কুট, ঠাণ্ডা পানীয়, স্টেশনারী সামগ্রী ও কসমেটিকস জাতীয় দ্রব্যাদী সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম আমিন
ছয়দানা মালেকের বাড়ী
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

খুৎবাতুল জুম'আ

খুৎবা-৫

[স্থানঃ জামিরা, থানা-পুঠিয়া, রাজশাহী]

বিষয়বস্তুঃ ঐতিহ্য সচেতনতা

জামিরা ২৩শে জুলাই '৯৯ শুক্রবারঃ

হাম্‌দ ও ছানার পরে সূরায়ে আলে ইমরানের ১০৪ আয়াত ও আবুদাঊদ-এর একটি হাদীছ পেশ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত খুৎবা শুরু করেন। তিনি বলেন, ছহীহ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই জামিরার মহান পূর্বসূরীগণ ইতিহাসে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক সময় এখানে ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত থেকে ওলামায়ে কেরাম আসতেন। এক পর্যায়ে ভারতের সুদূর উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের মাওলানা আব্দুল্লাহ ঝাউ (মৃঃ সম্ভবতঃ ১৯০০ খৃঃ) এখানে আসেন ও মাওলানা মুহাম্মাদ বিন কারামাতুল্লাহকে মুর্শিদাবাদের বিলবাড়ি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে 'খেলাফত' দিয়ে যান।

১৮৮৭ খৃঃ মোতাবেক ১২৬৯ বাংলা সনের ২৪ ও ২৫শে বৈশাখ মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক মাডডার বাহাছে জামিরার মাওলানা মুহাম্মাদ আহলেহাদীছের পক্ষে অন্যতম 'মুনাযি'র ছিলেন। আহলেহাদীছ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত বর্ষের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন তথা 'জিহাদ আন্দোলনে' বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন কেন্দ্রের ন্যায় জামিরা কেন্দ্র হ'তেও নিয়মিত মুজাহিদ ও রসদ প্রেরণ করা হ'ত। কড়া শরীয়তী অনুশাসনের কারণে জামিরা জামা'আতের সুনাম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, পূর্বকালের সেই মাটির মসজিদের বদলে আজ মোজাইক করা বৃহদায়তন সুরম্য মসজিদে ছালাত আদায় করছি। সংখ্যায় ও পয়সায় আমরা অনেক বেড়ে গেছি। কিন্তু আক্বীদা ও আমলে আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। বাঘের বাচ্চারা এখন বিড়াল হয়ে গেছি। আহলেহাদীছের আক্বীদা-বিরোধী সংগঠন সমূহ আজ এখানে সক্রিয় হচ্ছে। আহলেহাদীছের মগজ ধোলাই করেই তারা আহলেহাদীছ এলাকা সমূহ দখল করে নিচ্ছে। পাশ্চাত্যের খৃষ্টানী মতাদর্শ ও ইসলামের নামে বিভিন্ন মজাদার বিদ'আতী চিন্তাধারা ও কর্মানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ঘুণে ধরা সবুজ বাঁশের মত আমাদেরকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, যে জাতির ইতিহাস নেই, সে জাতি যেমন হতভাগা। তেমনি যাদের ইতিহাস আছে অথচ ইতিহাস জানেনা, তারা আরও হতভাগা। আসুন! আমরা সাবধান হই। আমরা ঐতিহ্য সচেতন হই!

জুম'আর ছালাতের পরে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনাদেরকে আপনাদের জিহাদী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিমূলে সংগঠিত হ'তে হবে। জামা'আতী যিন্দেগী ফিরিয়ে আনতে হবে। বিশেষ করে তরুণদেরকে সংগঠিত করতে হবে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য মুরব্বীদেরকে অবশ্যই ভূমিকা রাখতে হবে। মসজিদকে আবাদ করতে হবে। দৈনিক এশার ছালাতের পরে একটি করে হাদীছ অর্থসহ শুনাতে হবে। সপ্তাহে একদিন মসজিদে 'তাবলীগী ইজতেমা' করতে হবে। সেখানে পর্দার ওপাশে মা-বোনদেরকেও সমবেত করতে হবে। ১৩ বছরের নীচের 'সোনামণি'দের এখন থেকেই গড়ে তুলতে হবে। মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলে জমায়েত হয়ে নিয়মিতভাবে সাংগঠনিক কর্মসূচী অনুযায়ী দ্বীনী তারবিয়াত চালিয়ে যেতে হবে।

খুৎবা-৬

[স্থানঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

তাং-২৭শে আগষ্ট'৯৯ শুক্রবারঃ

বিষয়বস্তুঃ মুছল্লী কারা?

সূরায়ে মা'আরেজ ১৯ থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমরা ছালাত আদায় করলেই তাকে মুছল্লী বলে থাকি। আভিধানিক অর্থে ছালাত আদায়কারীকে অবশ্যই মুছল্লী বলতে হবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকটে প্রকৃত মুছল্লী কারা, সেবিষয়ে তিনি নিজেই কালামে পাকের উপরোক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আজকের অশান্ত ও অস্থিতিশীল সমাজে সুশীল ও সুনাগরিক সৃষ্টি করা সর্বাধিক যরূরী বিষয়। সমাজে শান্তি ও শৃংখলা কায়েম করার জন্য নেতৃবৃন্দ দিনরাত চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁরা প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছেন। কারণ তাঁরা রাজনীতির নামে হিংসাকে হিংসা দিয়ে মুকাবিলা করছেন। ফলে সমাজ হিংসার আগুনে জ্বলছে ও তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও নেতারা ভাবছেন আমি শক্তি হাতে পেলেই দেশ শান্তিময় হয়ে যাবে। তাদের এ ধারণা ও বক্তব্য যে স্রেফ কল্পনার ফানুস মাত্র, নিষ্ঠুর বাস্তবতাই তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রতিনিয়ত দেখিয়ে দিচ্ছে। এক্ষণে আমরা দেখি মানুষের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কি বলেন।-

আল্লাহপাক বলেন, নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরু ও বে-ছবর হিসাবে। যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে দিশেহারা হয়ে যায়। আর যখন কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে কৃপণ হয়ে যায়। এই চরমপন্থী মেযাজের জন্যই মানুষের দ্বারা সমাজে যত অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, এর মধ্যে সুসমঞ্জস ও Wel balanced নাগরিক তারাই যারা 'মুছল্লী'। যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণগুলি রয়েছে-

(১) যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করেন। বুঝা গেল যে,

যারা অনিয়মিতভাবে ছালাত আদায় করেন, জুম'আ-ঈদায়েন বা বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে ছালাত আদায় করেন কিংবা ছালাতে অলসতা করেন ও আউয়াল ওয়াক্তের জামা'আত ত্যাগ করেন- তারা আল্লাহ্‌র নিকটে নিয়মিত ছালাত আদায় কারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। (২) যাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য নির্ধারিত 'হক' রয়েছে। বুঝা গেল যে, নির্ধারিত 'নিছাব' অনুযায়ী যাকাত আদায় করা, অসহায়-গরীবদের জন্য সর্বদা দানের হস্ত খোলা রাখা, কৃপণতা না করা ও সর্বোপরি তার আয়-উপার্জনে গরীব ও সর্বহারাদের জন্য একটা 'হক' রয়েছে -এই চিন্তাধারা পোষণ করা সাত্যিকারের মুছল্লী হওয়ার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। (৩) যারা ক্বিয়ামতের প্রতিফল দিবসকে বিশ্বাস করে ও সেদিন সম্পর্কে সর্বদা ভীত-শংকিত থাকে। আমরা সবাই ক্বিয়ামতকে বিশ্বাস করি। কিন্তু সেদিনের ভীতিকর অনুভূতি সকলের সমান নয়। সত্যিকারের মুছল্লী যারা হবেন, তারা প্রতি মুহূর্তে ক্বিয়ামত দিবসের কঠিন অবস্থার কথা স্মরণ করবেন ও যাবতীয় অন্যায় থেকে বিরত থাকবেন এবং অন্যায় করলেও আন্তরিকভাবে তওবা করবেন। (৪) যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে দূরে থাকে। অশ্লীল ছবি, অশ্লীল সাহিত্য, অশ্লীল সংসর্গ থেকে বিরত থাকাও এর অন্তর্ভুক্ত (৫-৬) যারা আমানত ও অঙ্গীকার সমূহের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। বুঝা গেল যে, সত্যিকারের মুছল্লী ব্যক্তি কখনো আল্লাহ ও বান্দার আমানতে খেয়ানত করতে পারে না এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারে না। (৭) যারা তাদের সাক্ষ্য সমূহের উপরে দৃঢ় থাকে। তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্যই মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্যের সাথে গাদ্দারী করার একমাত্র শাস্তি জাহান্নাম। এ ছাড়াও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের যেকোন সত্য সাক্ষ্যের উপরে দৃঢ় থাকা মুছল্লীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকাল মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিণামে কোর্ট-কাছারীতে কত মানুষ যে অন্যায়ভাবে হয়রান হচ্ছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। অতএব সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা, সকল ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে সত্য সাক্ষ্যের উপরে দৃঢ় থাকা, কোনভাবে সাক্ষ্য গোপন না করা ও দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে প্রকৃত অবস্থাকে আড়াল করার চেষ্টা না করা মুছল্লীর জন্য একটি মহৎ গুণ। (৮) যারা স্ব স্ব ছালাতের হেফাযত করে। অর্থাৎ আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা, আযান হ'লেই উঠে পড়া, মানুষের ডাকের চেয়ে আল্লাহ্‌র আহবানকে গুরুত্ব দেওয়া, ছালাতের ক্বিয়াম-কুঊদ, রুকূ-সুজূদ, খুশূ'-খুযূ' ইত্যাদি যাবতীয় আরকান-আহকাম বজায় রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে ছালাতকে সুন্দরভাবে হেফাযত করা। মোট কথা যিনি সুন্দর ভাবে খুশূ'-খুযূ'র সাথে ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক ছালাত আদায় করেন, তিনি বাস্তব জীবনেও সুন্দর মানুষ হিসাবে সত্যিকারের মুছল্লী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসাবে সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারেন।

খুৎবার শেষদিকে শেষে তিনি দেশের নেতৃবৃন্দকে সুশীল ও স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের হিংসাত্মক রাস্তা পরিহার করে আল্লাহ প্রেরিত উপরোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ তৈরীর সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।।

মেসার্স যমুনা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসপ

এখানে যাবতীয় ইলেকট্রিক ও গ্যাস ওয়েল্ডিং, গ্রীল, গেট, স্টিল ফার্নিচার, ট্রাংক ইত্যাদি সুদক্ষ কারিগর দ্বারা উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরী এবং সরবরাহ করা হয়।

মেসার্স যমুনা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসপ

প্রোঃ- মোঃ জাফর আলী
সারিয়াকান্দি রোড
চেলোপাড়া, বগুড়া।

জিয়া ইলেকট্রিকস

সকল প্রকার বৈদ্যুতিক সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং সরবরাহকারী।

ডিলারঃ পল্লীবিদ্যুত সমিতি, বগুড়া।

বিঃ দ্রঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বল্পমূল্যে মালামাল সরবরাহ করা হয়।

প্রোঃ মোঃ জিয়াউল হক নান্নু
এম,এ,খাঁন লেন, সাতমাথা, বগুড়া।
ফোনঃ (অনুঃ) ৬৯৮৩।

দো'আ

৮. সালামের পদ্ধতি সমূহঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা বেশী বেশী করে সালাম কর। চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম কর। আরোহী পায়ে হাঁটা লোককে সালাম দিবে, পায়ে হাঁটা লোক বসা লোককে সালাম দিবে। কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। ছোটরা বড়দের সালাম দিবে। দলের পক্ষ থেকে একজন সালাম বা সালামের জবাব দিলে চলবে।[১] কোন মজলিসে গিয়ে বসা ও উঠে আসার সময় সালাম দিবে।[২] তিনি বলেন, আল্লাহ্র নিকটে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রথমে সালাম দেন'।[৩]

যদি কেউ কাউকে সালাম পাঠায়, তবে জওয়াবে বলবে- عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ **'আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালামু'** অর্থঃ 'আপনার ও অমুকের উপরে শান্তি বর্ষিত হউক'।[৪]

প্রকাশ থাকে যে, জাহেলী যুগে 'আন'ইম ছাবা-হান' أَنْعِمْ صَبَاحًا বা 'সুপ্রভাত' (Good Morning) বলা হ'ত। ইসলাম আসার পরে উক্ত প্রথা নিষিদ্ধ করে সালামের প্রচলন হয়।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম-অমুসলিম মিলিত মজলিস এবং মহিলা ও শিশুদেরকে সালাম দিতেন'।[৬] অমুসলিমরা সালাম দিলে উত্তরে বলবে 'ওয়া আলাইকুম'।[৭]

৯. মজলিস শেষের দো'আঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ -

'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আশহাদু আন্ লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা, আস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'। অর্থঃ 'মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।

এই দো'আ পড়লে তার মজলিস চলাকালীন অনর্থক কথাসমূহের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, এই দো'আ উক্ত গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়।[৮]

---

১. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ঐ, হা/৪৬২৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ঐ, হা/৪৬৩২; বুখারী, ঐ, হা/৪৬৩৩; বায়হাক্বী, আবুদাউদ, ঐ, হা/৪৬৪৮।
২. তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৬০।
৩. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৪৬।
৪. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫, 'আদাব' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ।
৩. আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৫৪।
৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৯; আহমাদ, ঐ, হা/৪৬৪৭; মুত্তাফাক্বা আলাইহ, ঐ, হা/৪৬৩৪।
৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ঐ, হা/৪৬৩৭।
৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৩; নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৫০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।

সংগঠন সংবাদ

তিন দিন ব্যাপী দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

(১) গত ২৮, ২৯ ও ৩০শে জুলাই '৯৯ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** কেন্দ্রীয় কার্যালয় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ায় তিন দিনব্যাপী অঞ্চলভিত্তিক যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে নির্ধারিত বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ,সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ক্বারী আবদুল গফূর।

নয়টি যেলা হ'তে আগত যেলা দায়িত্বশীলগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মূল্যায়ণ পরীক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে তিন জন প্রথম বিভাগ, ৭জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং অন্যরা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তিন জন হচ্ছেন যথাক্রমে আবদুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা), আনোয়ার এলাহী (সাতক্ষীরা) ও মুহাম্মাদ ক্বামারুয্‌যামান (জামালপুর)।

সমাপনী অনুষ্ঠানে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম যুবকদেরকে কথায় ও কাজে মিল রেখে সাংগঠনিক কাজে নিবেদিত প্রাণ হবার আহবান জানান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী বক্তব্য পেশ করেন ও দায়িত্বশীলদেরকে পরকালীন স্বার্থে আল্লাহ্কে রাজী-খুশী করার জন্য কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান। আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান যেলা দায়িত্বশীলদেরকে যেলায় কাজের গতি বৃদ্ধি করার আহবান জানিয়ে তিনদিন ব্যাপী দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(২) গত ৪, ৫ ও ৬ই আগষ্ট '৯৯ **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিন দিন ব্যাপী দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন

Contents

মুহতারাম আমীরে জামা'আত, সিনিয়র নায়েবে আমীর, কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও দফতর সম্পাদক।

১৫টি যেলা হ'তে বিভিন্ন পদের দায়িত্বশীলগণ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ণ পরীক্ষায় ৩ জন ১ম, ৮ জন ২য় এবং ১০ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের নাম যথাক্রমে -মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), আবদুল মুমিন (কুষ্টিয়া- পূর্ব) ও শহীদুল আলম (দিনাজপুর- পূর্ব)।

সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠার কর্মধারা হচ্ছে ইসলামী পন্থায় সমাজ বিপ্লব। আর এর মাধ্যমে সমাজের কাংখিত পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। তিনি দায়িত্বশীলদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংশোধনের জন্য বাস্তবে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও দারুল ইফতার সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ। তাঁরা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পূর্ণ উদ্যমে যুবসংঘের দায়িত্বশীলদের কাজ করে যাওয়ার এবং অধিকতর তাক্বওয়া অর্জনের উপদেশ দেন। পরিশেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান যেলা দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণের আলোকে বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা নিয়ে ময়দানে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানিয়ে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

'দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১৩ই আগষ্ট '৯৯ শুক্রবার **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** ঢাকা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে নাযিরা বাজার শরীর চর্চা কেন্দ্রে 'দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুব সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ১৯৯৯ সালে এস,এস,সি, এবং দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, সাধারণ জ্ঞান ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, একটি মোর্দা কওমকে যিন্দা করতে গেলে যুবশক্তির আত্মত্যাগ অন্যতম প্রধান শর্ত। আদর্শবান যুবশক্তির আত্মত্যাগ ব্যতীত সুশীল ও সুসম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। সমাজ জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ্র আইনের যথাযথ বাস্তবায়ণের জন্য প্রয়োজন একদল নিবেদিত প্রাণ যুবশক্তির। যাদের ত্যাগের বিনিময়েই সমাজ লাভ করবে স্থায়ী কল্যাণ ও মুক্তি।

তিনি বলেন, সমাজের তরুণ ও যুবকদেরকে আদর্শহীন রেখে কস্মিনকালেও সমাজে স্থায়ী কল্যাণ ও শান্তি আশা করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য দেশী ও বিদেশী অপশক্তি সমূহ নানামুখী চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে যুবশক্তি আজ নৈতিকতার দিক দিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। ফলে সমাজে সন্ত্রাস, রাহাজানী, চাঁদাবাজি, খুন, ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

তিনি বলেন, ধ্বংসশীল এই সমাজকে বাঁচাতে গেলে একদল আদর্শবান ও ত্যাগী যুবশক্তির আশু উত্থান অতীব যরূরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যারা সমাজকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তুলবে। মানুষের রচিত কোন মাযহাব, মতবাদ, ইজম ও তরীকা নয়, সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত শিক্ষা সমূহকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য জিহাদী জাযবা নিয়ে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর দীর্ঘ খেদমতের কথা তুলে ধরেন এবং সচেতন যুব সমাজকে এ কাফেলায় শরীক হওয়ার আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি **হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান** বলেন, যুবশক্তির আত্মত্যাগ ব্যতীত আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যুগে যুগে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবকরাই এগিয়ে এসেছে। এ যুগেও আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি'-র বিধান প্রতিষ্ঠায় জান্নাত পাগল যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি যুবসমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহবান জানান।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি **মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুছ ছামাদ, বাংলাদুয়ার জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন, মতিঝিল এ,জি,বি কলোনী জামে মসজিদ-এর খত্বীব হাফেয মাওলানা মোশাররফ হোসায়েন

আকন্দ, যুবসংঘের ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয আবদুছ ছামাদ, মুহাম্মাদপুর আল-আমীন জামে মসজিদ-এর খত্বীব মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী ও মুতাওয়াল্লী জনাব নযরুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইউনুস ও নাযিরাবাজার মাদরাসাতুল হাদীছ-এর সহ-অধ্যক্ষ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৯৬ জনকে পুরষ্কৃত করা হয়। তন্মধ্যে দাখিল ও এস,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৫ জন ছাত্র/ছাত্রী, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা'৯৯-য়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ী ২১ জন এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'৯৯-য়ে বিজয়ীদের মধ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার পক্ষ হ'তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি ও অন্যান্য সম্মানিত মেহমানদের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের নাম যথাক্রমেঃ শিরিন আক্তার (বংশাল উচ্চ বিদ্যালয়), মাহমূদা আক্তার (চুনকুটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) ও মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম (মাদরাসাতুল হাদীছ)।

অতঃপর **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে **সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা** '৯৯-এর বিজয়ীদের মধ্যে ঢাকা যেলার পক্ষ হ'তে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

* **হাদীছ প্রতিযোগিতাঃ** ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী যথাক্রমেঃ আবদুল হাই (যাত্রাবাড়ী মাদরাসা), আবদুল হামীদ (মাদরাসাতুল হাদীছ) ও আবদুল হাকীম (মাদরাসাতুল হাদীছ)।

* **ক্বিরাআত প্রতিযোগিতাঃ** ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী যথাক্রমেঃ মাঈন হাসানাত (বংশাল), জয়নাল আবদীন (মাদরাসাতুল হাদীছ) ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (দারুল হাদীছ, পাঁচরুখী)।

* **ইসলামী জাগরণীতেঃ** ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী যথাক্রমেঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (দারুল হাদীছ, পাঁচরুখী) আবদুল হান্নান (মাদরাসাতুল হাদীছ) ও আবদুল বারী (মাদরাসাতুল হাদীছ)।

* **আযান প্রতিযোগিতাঃ** 'খ' গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী যথাক্রমেঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (দারুল হাদীছ, পাঁচরুখী), মাঈন হাসানাত (বংশাল) ও সৈয়দ আবদুল হাই (যাত্রাবাড়ী মাদরাসা)। 'গ' গ্রুপে যথাক্রমে- মামুনুর রশীদ (ফোরকানিয়া মাদরাসা, বংশাল) ও ইসরাফীল (ঐ)।

* **উপস্থিত বক্তৃতায়ঃ** ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী যথাক্রমেঃ মুহাম্মাদ বিন আযীমুদ্দীন (মোগলটুলী, ঢাকা), আবু সাঈদ আবদুস সালাম (মাদরাসাতুল হাদীছ) ও মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান (সুরিটোলা)।

কুষ্টিয়ায় ছাত্র সমাবেশ

(১) গত ১৪ই আগষ্ট '৯৯ শনিবার **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**, কুষ্টিয়া শহর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার' মিলনায়তনে এক ছাত্র সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক **মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন** বলেন, আহলেহাদীছ অর্থ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনকেই আহলেহাদীছ আন্দোলন বলা হয়। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। সে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পরকালীন মুক্তির স্বার্থেই আমাদেরকে এ অভ্রান্ত পথের পথিক হ'তে হবে। তিনি ছাত্রদেরকে এই আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহবান জানান।

সুপ্রীম কোর্টের স্বনামধন্য প্রবীণ এ্যাডভোকেট জনাব **সা'দ আহমাদ**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার'-এর পরিচালক মুহাম্মাদ বাহরুল ইসলাম। এতদ্ব্যতীত বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান ফারূক, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন। ছাত্রদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন, মুহাম্মাদ বায়েযীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কুষ্টিয়া শহর শাখার সভাপতি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

সুধী সমাবেশ

(২) কুষ্টিয়া ১৭ই আগষ্ট '৯৯ মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার' মিলনায়তনে সেন্টারের চেয়ারম্যান প্রবীণ রাজনীতিক এডভোকেট সা'দ আহমাদের সভাপতিত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আমাদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক সকল কাজ এমনভাবে হওয়া উচিত, তা যেন আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হয় এবং নিষ্ফল না হয়ে যায়। তিনি কুরআনী দলীল পেশ করে বলেন, যে কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বিরোধী

হবে, তা বাতিল হবে এবং কখনোই আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হবে না। এমনকি মানুষের নিকটেও কবুল হবে না। তিনি বলেন, আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অনুসারী হ'তে পারি না প্রধানতঃ চারটি কারণেঃ ১- তাকলীদে শাখছী ২- বিনা দলীলে ফৎওয়া প্রদান ৩- ইসলামী শিক্ষা সংকোচন ও ৪- জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ও বিভাগ হ'তে ইসলামী শিক্ষার বিতাড়ন।

প্রথমোক্ত কারণটি মুসলিম উম্মাহ্‌কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সরাসরি অনুসরণ ব্যাহত করেছে। ফলে ইত্তেবায়ে রাসূলের সম্মুখে ইমামত ও বেলায়াতের পর্দা দাঁড়িয়ে গেছে। যে পর্দা ভেদ করে সরাসরি ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। অথচ মুসলমানের দায়িত্ব ছিল রাসূলের ইত্তেবা করা, কোন ব্যক্তির তাকলীদ করা নয়। ইত্তেবা হ'ল দলীলের অনুসরণ এবং তাকলীদ হ'ল বিনা দলীলে কোন ব্যক্তির রায়-এর অনুসরণ। দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এজন্য কুরআন ও হাদীছের সর্বত্র কেবল ইত্তেবা ও এতা'আতের কথা এসেছে। কোথাও তাকলীদের নির্দেশ আসেনি। তাকলীদে শাখছীকে জায়েয করতে গিয়েই আমরা বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হয়ে ভাই-ভাই দলাদলি ও মারামারিতে লিপ্ত হয়েছি। যার পরিণতিতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য হারিয়ে আজ আমরা শক্তিহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি।

দ্বিতীয় কারণটির ফলে মুসলিম উম্মাহ আজ বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা এমনকি ব্যক্তির নিজস্ব রায় অনুসরণে বাধ্য হচ্ছে।

তৃতীয় কারণের ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমরা পূর্ণ জ্ঞান লাভে ব্যর্থ হয়েছি। এদেশে মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ইসলামের নামে যেটুকু লেখাপড়া চলছে, তা নিতান্তই অপ্রতুল। ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ না ঘটিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের সকল সরকার ইসলামী শিক্ষার সংকোচন নীতি অবলম্বন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল ইসলামী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে শিক্ষিত দু'টি শ্রেণীকে মুখোমুখি সংঘর্ষে উসকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের উচ্চতর গবেষণা সেখানে নেই। ফলে ইসলামী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

চতুর্থ কারণের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও দেশের আইন-আদালতের বেশীর ভাগ ক্ষেত্র হ'তে ইসলামকে বিতাড়িত করা হয়েছে। ফলে মুমিন জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হ'তে হটিয়ে দিয়ে ইসলামকে মসজিদের চার দেওয়ালে আবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানেও মাযহাবী তাকলীদ ও বিদ'আতের অপপ্রভাবে ছহীহ সুন্নাহ্‌র যথার্থ অনুসরণ ব্যাহত হয়েছে।

উপরোক্ত চারটি বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে নিঃশর্ত ও নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে পারলেই কেবল পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়া সম্ভব। তিনি সুধী ও ছাত্র সমাজকে উপরোক্ত লক্ষ্যে সমবেত প্রচেষ্টা চালানোর জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

সভাপতির ভাষণে **এডভোকেট সা'দ আহমাদ** বলেন, মুসলমানদের অনৈক্য দু'টি কারণে- ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। পক্ষান্তরে বাতিল পন্থীদের অনৈক্য একটি কারণে। সেটি হ'ল রাজনৈতিক বা বৈষয়িক। তিনি বলেন, মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মাযহাবের বিভিন্ন নির্দেশ। ১৩০ ফরযের মধ্যে দেখি চার মাযহাব চার ফরয। যখন 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' পড়ি, তখন ভাবি দুনিয়া ত্যাগ করে কেবল ইবাদতে লিপ্ত থাকি। যখন 'নেয়ামুল কুরআন' পড়ি, তখন ভাবি কেবল দো'আ পড়ি আর বিপদাপদ থেকে মুক্ত হই। 'তাবলীগ জামা'আতে' গেলে ভাবি কেবল 'ফাযায়েল' নিয়েই ডুবে থাকি আর ৪১ বার সূরায়ে ইয়াসীন পড়ে সব বিপদ থেকে মুক্ত হই। চরমোনাইয়ের পীরের বাপের ১৩০ খানা বই আমি পড়েছি। 'ভেদে মা'রেফাত' বইয়ে তিনি লিখেছেন, পীর ধরা ফরয। পীর কবরে মুনকার-নাকীরের পাশে বসে মুরীদকে সাহায্য করবেন' ইত্যাদি।

তিনি বলেন, মাওলানা আবদুর রহীম 'সুন্নাত ও বিদ'আত' বই লিখে অনেক আলেমের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমি **ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** থিসিস গ্রন্থটি পড়ে দারুনভাবে আকৃষ্ট হয়েছি। **মাওলানা আবদুর রহীম** ও **ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, মাওলানা আবদুর রহীম-এর লেখনীর ভিত্তিতে এদেশে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে ডঃ গালিবের ক্ষুরধার লেখনীর ভিত্তিতে এদেশে একটি দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। যার দিকে দেশবাসী উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছে। নবী ও রাসূলগণ প্রথমেই রাজনৈতিক আন্দোলন করেননি। ডঃ গালিবও তেমনি প্রচলিত রাজনীতি থেকে দূরে থেকে সমাজ সংস্কারের পথে কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। পরিশেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা যে যেখানে থাকি না কেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়া ব্যতীত ইহকাল ও পরকালে মুক্তি পাবনা।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক **ডঃ লোকমান হোসায়েন** ও **এডভোকেট রেযাউল আলম**। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির সাবেক ডীন ডঃ **আবুল কালাম পাটোয়ারী**, বর্তমান ডীন ডঃ **এ,এইচ,এম, ইয়াহইয়ার রহমান**, সহকারী অধ্যাপক জনাব মুযযাম্মিল আলী ও মুযযাম্মিল হক এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী যেলা সমূহের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্র সাধারণ। সমাবেশের শেষ দিকে মাননীয় প্রধান অতিথি শ্রোতৃবৃন্দের

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন।

(৩) সুধী সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণীঃ

গত ১৮ই আগষ্ট '৯৯ বুধবার বাদ আছর সাতক্ষীরার বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ জামে মসজিদে এক বিরাট সুধী সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আবদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশ ও তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'দ্বীন প্রতিষ্ঠার উপায়' শীর্ষক এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাধিক যরূরী হ'ল একদল দ্বীনদার নেতা ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী। এ প্রসঙ্গে তিনি অন্যূন সাড়ে তিন হাযার বছর পূর্বেকার আছহাবে কাহফের নিবেদিত প্রাণ দ্বীনদার যুবকদের ত্যাগপূত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আজকের দিনেও যদি সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য হাছিল করতে হয়, তাহ'লে জাতির নিবেদিত প্রাণ জিহাদী যুবশক্তিকে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আর তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সামনে থাকতে হবে দূরদর্শী দ্বীনদার মুরব্বীদের। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা ও কর্মীদেরকে যেকোন উস্কানীর মুখে গভীর ধৈর্যের সাথে তাদের ঘোষিত সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য হাছিলে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাবার উদাত্ত আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ পেশ করেন যথাক্রমে মাওলানা মহীদুল ইসলাম ও মাওলানা আবদুল মান্নান এবং বক্তব্য রাখেন সুপরিচিত বক্তা মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

রিয়াযে আহলেহাদীছ সম্মেলন

রিয়াদ ১৩ই আগষ্ট '৯৯ঃ অদ্য শুক্রবার সকাল ৮-টা হ'তে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত **'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার** উদ্যোগে রাজধানী রিয়াযের ছেনা'ঈইয়াহ শিল্পনগরীতে নূতন 'ছেনা'ঈইয়াহ দা'ওয়াহ সেন্টার' মিলনায়তনে প্রায় আটশত প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইয়ের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন '৯৯ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সঊদী আরব শাখার সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহতী সম্মেলনের শুরুতে কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন যথাক্রমে ক্বারী আবদুল মান্নান আরশাদ ও মুহাম্মাদ ইব্রাহীম। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফ হোসায়েন। অতঃপর ছেনা'ঈইয়াহ দা'ওয়াহ সেন্টারের দাঈ মুহাম্মাদ আবদুল বারী 'ইসলাম বিনষ্টকারী ১০টি কাজ' বিষয়ক মনোজ্ঞ বক্তব্য পেশ করেন। এরপরে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে অতিথি বক্তা মাওলানা আবদুল মতীন সালাফী (ভারত) 'তাওহীদ বনাম শিরক' বিষয়ে, মাওলানা মি'রাজ রব্বানী সুন্নাত ও বিদ'আত' বিষয়ে, মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন 'মুসলমানদের পাঁচটি কর্তব্য ও পাঁচটি বিভ্রান্তি' বিষয়ে। তাঁদের দলীল ভিত্তিক ওজস্বিনী ভাষণ শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়।

জুম'আর ছালাতের পর দা'ওয়াহ সেন্টারের পক্ষে শায়খ আবু মোহান্নাদ আল-খোল্লাকী সমবেত আহলেহাদীছ ভাইদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন। বস্তুতঃ তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সম্মেলন সফল হওয়ার পক্ষে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এতদ্ব্যতীত সুধী মেহমানদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব শামসুয্যোহা (বরিশাল) ও জনাব আবদুল মান্নান (আল-রাজেহী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি)।

দুপুরের খানাপিনার মাঝে **আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর** ক্যাসেটের জাগরণী মুর্ছনা সবাইকে বিমোহিত করে। সম্মেলনের মাঝে মাঝে প্রবাসী ভাইদের গঠিত আল-ইছলাহ শিল্পীগোষ্ঠী নিজেদের কণ্ঠে বাংলাদেশের আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশিত 'মারহাবা মারহাবা' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' 'বিশ্ব জুড়ে সুর উঠেছে' প্রভৃতি জাগরণী গুলি সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেন। অতঃপর 'তাকলীদ ও মাযহাব মানা যরূরী'-এর পক্ষে ও বিপক্ষে আধঘন্টার একটি মনোজ্ঞ বিতর্ক অনুষ্ঠান হয়।

পরিশেষে ক্বিরাআত ও জাগরণী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যা হাফেয-ক্বারী ও শিশু-কিশোর দু'গ্রুপে বিভক্ত ছিল। অবশ্য সম্মেলনের মাঝে আধা ঘন্টার জন্য 'শুদ্ধ ছালাতের প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রেরিত বাণী পাঠ করে শুনান ত্বায়েফ দা'ওয়াহ সেন্টারের দাঈ, **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হারূণ। উল্লেখ্য যে, সভাপতির নির্দেশক্রমে তিনি পুরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

মারকায সংবাদ

আরবী ও ইসলামী সংস্কৃতি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১৭ই জুলাই হ'তে ৩রা আগষ্ট '৯৯ পর্যন্ত ১৮ দিন ব্যাপী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ 'আরবী প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। আল-হারামায়েন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা-এর সৌজন্যে ও মারকাযের সহযোগিতায় মারকায মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মারকাযের ছাত্ররা ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য মাদরাসা হ'তে ৯০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। উক্ত 'দাওরায়ে শারঈইয়াহ'-তে তাওহীদ, আক্বীদা, তাফসীর, হাদীছ ও আদাবে শারঈইয়াহ বিষয়ে আরবী ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক ছিলেনঃ (১) শায়খ আবু মুছ'আব মুহাম্মাদ হামেদ আল-গামেদী (মক্কা, সঊদী আরব, দলনেতা), (২) আবু মুহাম্মাদ ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-গামেদী (বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সঊদী আরব), (৩) আবুল মুনযির খালেদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাহফূয (লিবিয়া)। প্রতিদিন বিকাল ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেষের দিন মঙ্গলবার বাদ আছর মারকায মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। মোট ৬০ জন ছাত্র সর্বশেষ মূল্যায়ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫জন মুমতায (ষ্টার মার্ক), ৩ জন প্রথম বিভাগ ও ৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

মুমতায পাঁচজন ছাত্র যথাক্রমেঃ

১. আবদুল আলীম (মারকায), ২. নূরুল ইসলাম (মারকায), ৩. কাবীরুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ৪. মুযাফ্ফর হুসাইন (মারকায), ৫. শিহাবুদ্দীন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

১ম বিভাগ প্রাপ্ত তিনজন ছাত্র যথাক্রমেঃ

১. আহমাদ আবদুল্লাহ ছাক্বিব (মারকায), ২. ছদরুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ৩. হাশিম (মারকায)।

২য় বিভাগ প্রাপ্ত পাঁচজন ছাত্র যথাক্রমেঃ

১. ফযলে রাব্বী (মারকায), ২. আবদুল মতীন (মারকায), ৩. আবদুছ ছামাদ (মারকায), ৪. তাওহীদুল ইসলাম (মারকায), ৫. মুহসিন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

সমাপনী অনুষ্ঠানে দলনেতা আবু মুছ'আব তাঁর ওজস্বিনী ভাষণে মারকাযের ছাত্রদের কৃতিত্বের প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে 'আল-হারামায়েন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন' ঢাকা-এর পরিচালক (মুদীর) শায়খ আবু হাজের আদম বিন নাছের ওয়ারশাহ (সূদান) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রশংসা করেন ও তার অধীনে পরিচালিত অত্র মারকাযের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি কামনা করেন। মারকাযের অধ্যক্ষ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী তাঁর ভাষণে আল-হারামায়েন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের বর্ণনা দেন। পরিশেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পূর্ণ বিকাশের স্বার্থে অত্র মারকাযকে একটি পূর্ণাঙ্গ বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দানের জন্য দেশ ও বিদেশের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি উদার সহযোগিতার আহবান জানান। তিনি নিজের পক্ষ থেকে এবং মারকায ও কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে 'আল-হারামায়েন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন' কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান ও ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে উত্তীর্ণদের মধ্যে বিশেষ পুরস্কার ও অংশগ্রহণকারী সবাইকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মারকাযের শিক্ষক, দারুল ইফতার সদস্য ও আল-হারামায়েন-এর দাঈ, রিয়ায-এর কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট জনাব মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান।

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন

আগামী ২৯, ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর'৯৯ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বর্তমান সেশনের বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত সম্মেলনে সংগঠনের সকল কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সাধারণ পরিষদ সদস্য ও প্রাথমিক সদস্যগণ যেলা সভাপতির অনুমোদনক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন। উপরোক্ত স্তর সমূহের মহিলা সদস্যাগণও একই নিয়মে যোগদান করবেন।

আবদুস সামাদ সালাফী
আহবায়ক
সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

***প্রশ্ন (১/১০১)ঃ** সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের দিকে মুখ করে সূরা রহমান পাঠ করলে এবং 'ফাবে আইয়ে আলায়ে রব্বিকুমা তুকায যিবান' আয়াত পড়ার সময় শাহদাত আঙ্গুল দিয়ে সূর্যের দিকে ইশারা করে ৪০ দিন যাবৎ ফরয ছালাতের পর তা পড়লে ঈমান ও বরকত বেশী হয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।*

-শাহজাহান
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এরূপ কথা কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এটি নিছক বানাওয়াট কথা মাত্র। তবে পূর্ণ কুরআন মানুষের জন্য রহমত। কুরআনের যে কোন আয়াত পড়লে রহমত ও বরকত হ'তে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয় কুরআন মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ' (নমল ৭৭)।

***প্রশ্ন (২/১০২)ঃ** গাভী প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে ষাঁড় প্রদান এবং কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভী প্রজনন বিধিসম্মত কি? কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক জানিয়ে বাধিত করবেন।*

-নূরুল আমীন
তারাকুল, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ গবাদীপশু উন্নয়ন ও দুগ্ধ উৎপাদনের স্বার্থে সরকারী ও বেসরকারীভাবে গাভী প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে ষাঁড় প্রদান করা যায়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, কিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে ষাঁড়ের পাল বা প্রজননের মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী করীম (ছাঃ)! তাকে নিষেধ করলেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমরা ষাঁড়ের পাল দিয়ে থাকি এবং তার বিনিময়ে সৌজন্যমূলক কিছু পেয়ে থাকি। নবী করীম (ছাঃ) ঐরূপ সৌজন্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ২৪৯ , সনদ ছহীহ)*। তবে কেবলমাত্র উপার্জনের লক্ষ্যে টাকার বিনিময়ে গাভী প্রজননের জন্য ষাঁড় প্রদান করা জায়েয নয়। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ষাঁড় দ্বারা গাভীকে পাল দিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মিশকাত পৃঃ ২৪৭)*।

প্রকাশ থাকে যে, কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভী প্রজনন করা দোষনীয় নয়। কারণ জীব-জন্তুর যেমন ধর্ম পালন করার দায়িত্ব নেই, তেমনি তার বংশের সূত্র টিকিয়ে রাখারও বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই যেকোন উপায়ে পশুর বাচ্চা গ্রহণ করা যায়।

***প্রশ্ন (৩/১০৩)ঃ** মসজিদ সংলগ্ন একটি জমির মালিক মসজিদ কমিটির নিকট জমিটি বিক্রি করার ওয়াদা করেন। কিন্তু পরে তিনি অন্যত্র জমিটি বিক্রি করে দেন। এখন আমরা মসজিদের জন্য জমিটি জোর করে দখল করতে চাই। মসজিদের নামে এ জোর দখল জায়েয হবে কি?*

-হাজী মুহাম্মাদ মতীউর রহমান
কাজিরহাট, ফটিকছড়ি
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ জবর দখলকৃত জমি মসজিদের জন্য জায়েয হবে না। মসজিদের জন্য যে জমি নির্ধারিত হবে তা মালিকের পক্ষ হ'তে মসজিদের নামে স্বেচ্ছায় ওয়াক্ফকৃত হ'তে হবে। একদা ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আমি অমুক গোত্রের 'মিরবাদ' নামক স্থানটি ক্রয় করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওটা আমাদের মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করে দাও। তার নেকী তোমার জন্য হবে' *(নাসাঈ ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৯; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৩৭২-৭৩, 'মসজিদ ওয়াকফ' অনুচ্ছেদ, 'আহবাস' অধ্যায়)*। যদি মসজিদ বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, আর পার্শ্বে কোন জমি না পাওয়া যায় তাহ'লে মসজিদ স্থানান্তর করাই শ্রেয় হবে। জবর দখল করা জায়েয হবে না।

***প্রশ্ন (৪/১০৪)ঃ** সূর্য ডোবার সময় ছালাত আদায় করা যায় কি? ছালাত আদায়ের নিষিদ্ধ ওয়াক্তগুলি জানতে চাই।*

-হাসীবুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূর্য ডোবার সময় ছালাত আদায় করা নিষেধ। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন সময়ে ছালাত আদায় করতে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। তাহ'ল-

১. সূর্যোদয়ের সময়, যতক্ষণ না সূর্য উপরে উঠে যায় (২) ঠিক দুপুরে, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যায় (৩) সূর্যাস্তকালে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ডুবে যায় *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৯৪)*। তবে কেউ যদি সূর্য ডোবার পূর্বে এক রাক'আত ছালাত পেয়ে থাকে, তাহ'লে তার

সম্পূর্ণ ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ, হাদীছে এসেছে 'যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আছরের ছালাতের এক রাক'আত পেল সে পুরো ছালাত পেল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬১)*।

প্রশ্ন (৫/১০৫)ঃ আমার স্বামী হানাফী মাযহাবপন্থী আর আমি আহলেহাদীছ। সে আমাকে একদিন পবিত্র অবস্থায় একসঙ্গে ৩ তালাক দেয়। অতঃপর জনৈক আলেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার স্ত্রীর তিন তালাক হয়ে গেছে। এখন যদি তাকে নিতে চাও তবে 'হিল্লা' করাতে হবে। একথা শুনে আমি বললাম, উক্ত তিন তালাক ১ তালাকে পরিণত হবে। এ মর্মে আমি হাদীছ শুনেছি। এক্ষণে আমার স্বামী সেই হাদীছটি জানতে চায়। অনুগ্রহ করে হাদীছটি মাসিক 'আত-তাহরীকে' প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এক সাথে তিন বা তদোধিক তালাক প্রদান করলে এক তালাকে পরিণত হবে। এ মর্মে হাদীছ নিম্নরূপঃ (১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে একটি (রাজঈ) তালাক গণ্য করা হ'ত' *(মুসলিম পৃঃ ৪৭৮, (দেওবন্দ ছাপাঃ ১৯৮৬); বুলূগুল মারাম হা/১০৭১ তাহকীকঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী)*। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে যে তিন তালাক হিসাবেই কার্যকর করেছিলেন সেটি ছিল উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষাপটে একটি সাময়িক ইজতেহাদী ও প্রশাসনিক ফরমান মাত্র। তালাকের আধিক্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। অবশ্য এই ইজতেহাদী ভুলের জন্য তিনি শেষ জীবনে দারুন ভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। কারণ এতে কোন ফায়দা হয়নি *[ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহ্ফান (কায়রোঃ ১৪০৩/১৯৮৩) ১/২৭৬-৭৭]*। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যেই উত্তম দৃষ্টান্ত নিহিত রয়েছে' (মুসলিম পৃঃ ৪৭৮; বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১০৭৯)।

(২) মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খবর দেওয়া হ'ল যে, জনৈক ব্যক্তি এক সাথে তিন তালাক দিয়েছে। একথা শুনে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও বল্লেন, আল্লাহ্র কিতাবের বিধান (বাক্বারাহ ২২৯, ২৩০) নিয়ে এখুনি খেলা শুরু হয়েছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে আছি? তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বললঃ হে রাসূল! আমি কি লোকটিকে হত্যা করব না? *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১০৭২)*। (৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আবু রুকানাহ তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে রাজ'আত করতে বললেন (অর্থাৎ ফিরিয়ে নিতে বললেন)। আবু রুকানাহ বললেন, আমি যে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি জানি। তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও' *(আহমাদ, বুলূগুল মারাম, হা/১০৭৪ হাদীছ ছহীহ দ্রঃ ঐ, হাশিয়া মুবারকপুরী)*। বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৭, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৯(২২)।

অতএব স্বামী রাজ'আত করলে আপনি নিশ্চিত ভাবে আপনার স্বামীর সাথে বসবাস করতে পারেন। এর জন্য কোন কিছু করতে হবে না। আপনার উপরে এক তালাক পতিত হয়েছে। আপনার স্বামীর আরও ২টি তালাক প্রদানের অধিকার রয়েছে। আর যিনি 'হিল্লা'র (হালালার) ফৎওয়া দিয়েছেন, তিনি ভুল করেছেন। আল্লাহ তাকে মাফ করুন!

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, 'হালালা কারী ও যার জন্য হালালা করা হয়েছে উভয় ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন' *(দারেমী, মিশকাত হা/৩২৯৬ সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) যে কাজে লা'নত করেন, উম্মত তাকে জায়েয করতে পারে না।

প্রশ্ন (৬/১০৬)ঃ বিবাহের সময় পুরুষের গায়ে হলুদ দেওয়া যাবে কি? এ সম্পর্কে কোন হাদীছ থাকলে দয়া করে জানাবেন।

-হালীমা বেগম
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বিবাহের সময় বা বিবাহের আগে পুরুষের গায়ে হলুদ দেওয়া যেতে পারে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ (রাঃ)-এর শরীরে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তিনি বললেন, হুযুর! আমি একটি খেজুর দানার ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা দিয়ে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন! ওয়ালীমা কর, যদি একটি বকরী দ্বারাও হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১০ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের আগে বা বিবাহের সময় পুরুষগণ গায়ে হলুদ দিতে পারে। তবে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে যুবতী

মহিলারা পুরুষের গায়ে হলুদ দিয়ে থাকে এবং বরকে গোসল দিয়ে থাকে, এটি শরীয়ত বিরোধী কাজ। এ কুসংস্কার বন্ধ করার জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। তবে ছোট বোন বা বাচ্চারা বরের গায়ে হলুদ দিলে কোন অসুবিধা নেই। গায়ে হলুদ দেয়া উপলক্ষ্যে বর ও কণে পক্ষের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যে বেহায়াপনা ও অপচয় করা হয়, তা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৭/১০৭)ঃ আব্বা মৃত্যুবরণ করলে আমার আম্মা বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। আম্মাকে অনেক বুঝিয়েও আমরা ব্যর্থ হই। এক্ষণে প্রশ্নঃ এরূপ কান্নায় কি আমার আব্বার কবরে কোন শাস্তি হবে? মৃতের জন্য রোদনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-মুজীবুর রহমান
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ বুক চাপড়িয়ে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে, বুকে ও মুখে আঘাত করে মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করা ইসলামী শরীয়তে কঠোর ভাবে নিষেদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (মৃতের শোকে) আপন মুখমণ্ডলে আঘাত করে, জামার কলার ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় আহাজারী করে কাঁদে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে মাথার চুল ছিঁড়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'মৃতের জন্য ক্রন্দন' অনুচ্ছেদ)*।

আপনার আম্মা না বুঝে এরূপ করে থাকলে আপনার আব্বার ইনশাআল্লাহ কিছু হবে না। কিন্তু জেনে শুনে এরূপ করলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,... মৃত ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়া হয় তার পরিবারের লোকদের উচ্চৈঃস্বরে রোদন করার দরুন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৪, ১৭৪০-৪৬)*।

তবে চুপে চুপে রোদন করলে ও চোখের পানি ফেললে মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেন না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৪)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেছেন যে, যদি মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় কাঁদার জন্য ও শোক পালনের জন্য অছিয়ত করে যান, তাহ'লে তার উপর শাস্তি দেওয়া হবে, নচেৎ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪, ইসরা ১৫, ফাত্বির ১৮, যুমার ৭, নাজম ৩৮; বুলূগুল মারাম পৃঃ ১৬২, মুবারকপুরী)*। অপরদিকে মৃত ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় রোদন না করার অছিয়ত করে যান, অথচ তার মৃত্যুর পর তার পরিবার রোদন করে, তাহ'লে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে না। কেননা জাহেলী আরবে এরূপ কান্নার জন্য মহিলাদের ভাড়া নেওয়া হ'ত। যাতে সমাজে মৃতের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঐসব ক্রন্দনকারিণী মেয়েদের উপরে লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৭৫)*।

প্রশ্ন (৮/১০৮)ঃ আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে সূদ খাচ্ছেন। একদিন আমরা তাকে বললাম, চাচা! সূদ খাওয়া ছেড়ে দিন। চাচা উত্তর দিলেন, ছহীহ হাদীছে যদি দেখাতে পার যে, সূদখোরকে আল্লাহ পসন্দ করেন না, তাহ'লে আমি সূদ ছেড়ে দিব। অতএব অনুগ্রহ করে সূদ সংক্রান্ত হাদীছ প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-আব্দুল করীম
আলীপুর, ফরিদপুর।

উত্তরঃ 'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন' (বাক্বারাহ ২৭৫)। এতদ্ব্যতীত সূদখোর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। হযরত জাবের বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহিতা, সূদ দাতা, সূদের দলীল লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন। গুনাহে তারা সবাই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছ হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, সূদখোর ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত হ'তে বঞ্চিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত হ'তে বঞ্চিত, সে ব্যক্তি জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

প্রশ্ন (৯/১০৯)ঃ কারো তোষামোদ বা সামনাসামনি উচ্চ প্রশংসা করে কোন কাজ হাছিল করে নেওয়া কি শরীয়ত সম্মত? ছহীহ হাদীছ দ্বারা জানালে উপকৃত হব।

-আতাউর রহমান
পোঃ+থানাঃ কুমারখালী
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তোষামোদ অথবা প্রশংসার বিনিময়ে কোন স্বার্থ হাছিল করা শরীয়ত সম্মত নয়। হযরত মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা অত্যধিক প্রশংসাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখে মাটি

নিক্ষেপ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৬ 'আদাব' অধ্যায়)*। সুতরাং তোষামোদ ও প্রশংসা করে কাজ বা স্বার্থ হাছিল করা মোটেই উচিত নয়। এর দ্বারা বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। অতএব এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রশ্ন (১০/১১০)ঃ নেফাস কি? এর সময়-সীমা কতদিন?

-ফরীদা পারভীন
পোঃ+থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব দেখা দেয়, তাকে 'নেফাস' বলে। যখনই রক্তস্রাব বন্ধ হবে তখনই গোসল করে ছালাত আদায় করতে হবে। এটিই হচ্ছে নেফাসের নিম্নতম সময়। নেফাসের ঊর্ধ সীমা সম্পর্কে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় নেফাস ওয়ালী মেয়েরা ৪০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করত এবং নবী (ছাঃ) তাদেরকে ছালাত ক্বাযা করার হুকুম দিতেন না *(আবুদাঊদ, হাকেম, বুলূগুল মারাম হা/১৪৭ পৃঃ ৫০)*।

৪০ দিন পরও যদি কারো রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, এটি এস্তেহাযা, যা এক প্রকার প্রদর রোগ' *(হাকেম ১ম খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*। এমতাবস্থায় গোসল করে ছালাত আদায় করবে এবং প্রতি ছালাতের পূর্বে ওযূ করবে।

প্রশ্ন (১১/১১১)ঃ তারাবীহ্র ছালাতে বিশেষ কোন দো'আ আছে কি? হানাফীগণ যে 'ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু' দো'আ পড়ে থাকেন তার কোন দলীল আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ আবদুস সাত্তার
মেইন বাসষ্ট্যান্ড
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ তারাবীহ্র ছালাতের নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। অন্যান্য ছালাতের ন্যায় ছহীহ হাদীছে বর্ণিত যেকোন দো'আ পড়া যায়। হানাফী ভাইগণ যে 'ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু' পাঠ করে থাকেন, তার দলীল আমরা কুরআন-হাদীছ থেকে অবগত হ'তে পারিনি। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (১২/১১২)ঃ আহলেহাদীছ ইমামের পিছনে হানাফীদের ছালাত হবে কি?

-আবু তাহের
সাং কাচিয়া,
থানাঃ বুরহানুদ্দীন, ভোলা।

উত্তরঃ হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ **হিদায়ায়** রয়েছে 'আহলেহাদীছরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং তারাই হক্বের উপরে আছে। তাদের পিছনে হানাফীদের ছালাত জায়েয। এ ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে'। (হিদায়ার উর্দু অনুবাদ আইনুল হিদায়াহ পৃঃ ৫২৫, নওল কিশোর ছাপা)। মাওলানা **রশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহঃ)** বলেন, আহলেহাদীছরা চার ইমামের অন্ধ অনুসারী নয়। আহলেহাদীছদের সাথে আহলে সুন্নাতের আক্বীদাগত কোন মতভেদ নেই। তাই এঁরা আহলে সুন্নাত। আর এঁদের পিছনে ইক্বতিদা করা জায়েয' *(ফাতাওয়া রাশীদিইয়াহ ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৬, প্রথম সংস্করণ)*। মাওলানা **আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ)** অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়া আবদুল হাই ২০২ পৃঃ)*। মাওলানা **আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)** অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়া এমদাদিইয়াহ ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৩)*।

প্রশ্ন (১৩/১১৩)ঃ ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ও সঞ্চিত মাল রেখে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার আগে মারা যায়। তাহ'লে তার সেই মালে পিতা-মাতা অংশ পাবেন কি?

-ইউসুফ আলী
মাষ্টারপাড়া
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতার প্রত্যেকেই সন্তানের রেখে যাওয়া মোট সম্পদের ছয় ভাগের ১ ভাগ করে পাবেন (নিসা ১১)।

প্রশ্ন (১৪/১১৪)ঃ জানাযা ও ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর প্রত্যেক তাকবীরে যে হাত উঠানো হয়, এটা কোন্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? গায়েবানা জানাযা পড়ার কোন ছহীহ দলীল আছে কি? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদায়েন ও জানাযার অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে হাত উঠানো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন স্পষ্ট ছহীহ মারফূ' হাদীছ নেই। সে কারণে কোন কোন বিদ্বান হাত না উঠানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে রুকুর পূর্বে তাকবীরের সময় হাত উঠানো সম্পর্কে হাদীছ রয়েছে এবং সাধারণ ভাবেও প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠানোর হাদীছ রয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতে দাঁড়াতেন তখন দু'হাত উঠাতেন।

উক্ত হাদীছের শেষে রয়েছে-... এবং রুকূর পূর্বে প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উঠাতেন, এমনকি ছালাত শেষ করা পর্যন্ত এভাবে উঠাতে থাকতেন' *(আবুদাউদ, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার বলেন যে, ইবনুল মুনযির ও বায়হাক্বী রুকূর পূর্বে ঈদায়েন-এর সকল অতিরিক্ত তাকবীরে হাত উঠানোর পক্ষে উক্ত হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া হযরত ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীর আমলও অনুরূপ ছিল *(মিরআতুল মাফাতীহ 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায়)*।

গায়েবানা জানাযার ব্যাপারে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ রয়েছে। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে সংবাদ দিলেন এবং তার গায়েবানা জানাযা পড়লেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৪৪)*। অতএব মৃত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়া শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (১৫/২১৫)ঃ সিজদায়ে তেলাওয়াত বা সিজদায়ে ছালাত কখন ও কিভাবে পড়তে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুনীরুল ইসলাম
গ্রামঃ যোগীপাড়া
পোঃ লক্ষণহাট
থানাঃ বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ 'সাজদায়ে তেলাওয়াত' বা 'সাজদায়ে ছালাত'-এর জন্য কোন নির্ধারিত সময় নেই। যে অবস্থায় কুরআন পড়া যায় তা ছালাতের মধ্যে হোক বা ছালাতের বাইরে হোক সে অবস্থায় সিজদা করা জায়েয। সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেই সিজদা করা শরীয়ত সম্মত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত পড়তেন এবং আমরা তাঁর নিকটে থাকতাম তখন তিনিও সিজদা করতেন আমরাও সিজদা করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৯৩, 'তেলাওয়াতে সাজদাহ' অধ্যায়)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম রাক'আতে সূরায়ে সাজদাহ ও ২য় রাক'আতে সূরায়ে দাহ্‌র তেলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৮০)*।

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে হোক বা ছালাতের বাইরে হোক সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেই সিজদা করা শরীয়তের বিধান।

প্রশ্ন (১৬/২১৬)ঃ ছেঁড়া অথবা নষ্ট হওয়া কুরআন শরীফ কি করতে হবে? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুর রহমান
গ্রামঃ বড়াইবাড়ী কলতার পাড়
পোঃ নামুড়ী
যেলাঃ লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ছেঁড়া বা নষ্ট হওয়া কুরআন শরীফ ফেলে না দিয়ে বা কোন স্থানে না রেখে পুড়িয়ে ফেলাই শরীয়ত সম্মত।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কুরআনের ক্বিরাআতে মতভেদ দেখা দিলে তিনি কুরআনের বিভিন্ন নুসখাকে একত্রিত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কুরায়শী ক্বিরাআতের মূল নুসখা বা সংকলনটি রেখে অবশিষ্ট নুসখাগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের হিফাযতের জন্য কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দেওয়া জায়েয আছে' *(বুখারী, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৪৬)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭)ঃ সূরা নিসার ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত 'আছহাবে সাবত' কারা?

-আবদুর রহমান মণ্ডল
সাং- দোশয়া পলাশবাড়ী
থানাঃ বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সূরা নিসার ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত 'আছহাবে-সাবত' বলতে হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কওমকে বুঝানো হয়েছে। আছহাবে সাবতের ঘটনা নিম্নরূপ-

বনী ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র দিবস এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিনে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা সমুদ্রোপকুলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয় পেশা। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা ঐ দিনে মৎস্য শিকার করত। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর 'মস্‌খ' তথা চেহারা বিকৃতির শাস্তি নেমে আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আস-সাবৃত (السَّبْتُ) অর্থঃ শনিবার। আছহাবুস সাবৃত অর্থঃ শনিবার ওয়ালারা। শনিবারে মাছ মারার এলাহী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় তাদের উপরে এই গযব নেমে আসে। ফলে তারা 'আছহাবুস সাবৃত' নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রশ্ন (১৮/২১৮)ঃ জনৈকা মহিলা ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর ঐ

মহিলা তার বড় ছেলের বয়সী এক যুবকের সাথে কাবিন রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দুই বৎসর ঘর-সংসার করার পর ঐ ছেলের সাথেই ঐ মহিলা তার নিজের একমাত্র মেয়েকে বিবাহ দেয়। বর্তমানে তারা ঘর-সংসার করছে। আর ঐ মহিলা একজন লেবার সর্দারের সাথে পুনরায় বিবাহ করেছে। ইসলামী বিধান মতে ঐ মহিলার কি শাস্তি হ'তে পারে জানতে চাই।

-বি,এম,এম শফীকুয্যামান
গ্রামঃ লক্ষ্মীপুরা,
পোঃ+থানাঃ ভাণ্ডারিয়া
যেলাঃ পিরোজপুর।

উত্তরঃ ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের পার্থক্য কোন বড় কথা নয়। প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলা যদি তার স্বামীর মৃত্যুর পরে ইদ্দত পূর্ণ করে দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকে, তাহ'লে সে বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে এবং দুই বৎসর সংসার করার পর তার ঔরসজাত কন্যার সাথে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে কুরআনুল করীম -এর নির্দেশ মুতাবেক সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম হয়েছে। এভাবে যত দিন তারা সংসার করতে থাকবে তা 'যেনা' হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে তারাও হারাম *(নিসা ২৩; বুখারী 'মুহরামাত' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৭৬৫)*। আর সে মহিলার তৃতীয় বিয়ে যদি তার দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে থাকে এবং ইদ্দত পূর্ণ করার পর হয়ে থাকে তাহ'লে তা বৈধ হবে। নইলে তার ঐ বিয়েও হারাম হবে। ইসলামী বিধানমতে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারীভাবে ইসলামী বিধান প্রযোজ্য নয়। তাই অন্য কারু পক্ষে উক্ত শারঈ বিধান প্রয়োগ করা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে রাষ্ট্রের বর্তমান আইনে তার জন্য অন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তাকে সামাজিক অনুশাসন মূলক শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। খালেছ তওবা না করে মারা গেলে পরকালে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।

***প্রশ্ন (১৯/২১৯)ঃ** জনৈক ব্যক্তি মাঝে মধ্যে ছালাত আদায় করত। তিন মাস যাবৎ অসুস্থ থাকার কারণে সে ছালাত আদায় করতে পারেনি। হঠাৎ সে মারা গেলে এলাকার জনৈক ইমাম ছাহেব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছের কাছ থেকে উক্ত তিন মাস সময়ের ছালাত আদায় না করা বাবদ কাফফারা স্বরূপ ৩০০০/= টাকা ও তিন খানা কুরআন শরীফ আদায় করেন। অতঃপর জানাযা পড়ে দাফন করেন। এক্ষণে আমার প্রশ্নঃ এরূপ কাফফারা আদায় ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।*

-হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাহহার
গ্রামঃ নারায়ণপুর
পোঃ হাটশ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাত-এর কোন কাফফারা নেই। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, কেউ কারো পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারেনা' *(মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; নাসাঈ, আলবানী, মিশকাত 'ক্বাযা হওম' অনুচ্ছেদ হা/২০৩৫; ফাৎহুল বারী 'কসম ও মানত' অধ্যায় ১১/১১৫)*।

***প্রশ্ন (২০/২২০)ঃ** ছালাত রত অবস্থায় শরীরে মশা-মাছি বা অন্য কোন পোকা পড়লে তা তাড়ানো এবং প্রয়োজনে শরীরের কোন জায়গায় চুলকানো যাবে কি? জানালে উপকৃত হব।*

-শহীদুর রহমান লিখন
গ্রামঃ দিঘলকান্দী
পোঃ সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাত রত অবস্থায় শরীরে মশা-মাছি বা অন্য কোন পোকা-মাকড় পড়লে তা তাড়ানো যাবে এবং শরীরের কোন জায়গা চুলকানোর প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে চুলকানো যাবে। তবে মনে রাখতে হবে যেন ছালাতের খুশূ'-খুযূ' নষ্ট না হয়। মু'আইক্বেব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে সে ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সিজদার স্থানের মাটি সমান করতেন। তিনি বলেন, যদি তা তোমাকে করতেই হয়, তবে শুধু একবার করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯০ পৃঃ)*। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ইমামতি করতে দেখেছি। অথচ তখন (তাঁর নাতনী) আবুল আছ-এর কন্যা উমামা তাঁর কাঁধের উপরে ছিল। তিনি যখন রুকূ করতেন তাকে নামিয়ে দিতেন, আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন পুনরায় তাকে তুলে নিতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৯০)*। অন্য এক বর্ণনায় ছালাতের মধ্যে হাই আসলে মুখে হাত রাখতে বলা হয়েছে *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৯৯৩, পৃঃ ৯১)*। অন্য বর্ণনায় ছালাত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছুকে মারতে বলা হয়েছে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৪, পৃঃ ৯১)*। এসকল হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছালাতরত অবস্থায় প্রশ্নে উল্লেখিত প্রয়োজন মিটালে ছালাতের ক্ষতি হবে না। তবে অবশ্যই ছালাতের বিনয়-নম্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নচেৎ ছালাত কবুল হবে না।

প্রশ্ন (২১/২২১)ঃ বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সাধারণ নির্বাচনে আমাদের এই মূল্যবান ভোটটি কাকে দিব কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-এইচ, এম, খুরশীদ আলম
পোঃ বক্স নং ২২৫৭
উনাইযাহ, আল-ক্বাছীম
সঊদী আরব।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করার পূর্বে আপনার অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত কি-না? শরীয়তের দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি জায়েয নয়। তার মধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন হচ্ছে দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন। নেতৃত্ব ও পদ লাভে প্রার্থী হিসাবে প্রথমে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হয়। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা রকম পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করা ও নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, নেতৃত্বের লোভ করে কিংবা নেতৃত্বের আকাংখা করে, তাকে আমরা নেতৃত্ব প্রদান করি না' *(বুখারী, 'নেতৃত্বের লোভ অপসন্দ' অধ্যায়; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৩, ৩৬৯৩, 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়)*।

(২) প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। পক্ষান্তরে ইসলামে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ (বাক্বারাহ ১৬৫)।

(৩) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধানে 'অহি-র বিধানই চূড়ান্ত'। কুরআনে অধিকাংশের রায়-এর অনুসরণ করতে রাসূল (ছাঃ)-কে নিষেধ করা হয়েছে (আল-আন'আম ১১৬)।

(৪) প্রচলিত ধারায় সরকারকে মানব রচিত ও অনুমোদিত আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানকে কিতাব ও সুন্নাহর আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়। এক্ষণে ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা প্রচলিত শেরেকী গণতন্ত্রের ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে সমর্থন করব কি-না? কেননা ভোট দেওয়া অর্থই হ'ল সমর্থন দেওয়া। শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে খালেছ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এখন আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করা উচিত। বিস্তারিত দেখুন মাসিক *'আত-তাহরীক' জুন '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর (৫/৯৫)।*

প্রশ্ন (২২/২২২)ঃ সীমান্ত রক্ষীদের জানা-অজানা উভয় অবস্থায় ভারতীয় দ্রব্য বাংলাদেশের যেকোন স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

-আবদুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সীমান্ত রক্ষীদের জানা-অজানা যেকোন অবস্থায় ভারতীয় দ্রব্য বাংলাদেশে ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন কারণে জায়েয নয়। -

(১) ভারতীয় দ্রব্যে সরকারের অনুমতি না থাকায় তা চুরির অন্তর্ভুক্ত। যার বাস্তবতা চোরাচালানীদের দেখলে বুঝা যায়। ভারতীয় দ্রব্য বাংলাদেশের বাজারে প্রকাশ্যভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। কাজেই ভারতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করলে পাপ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা জায়েয নয় (মায়েদাহ ২)।

(২) উক্তরূপ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। আর মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ *(বুখারী, মিশকাত হা/ ** 'কবীরা গুনাহ' অধ্যায়)*।

(৩) ব্লাকে ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়। ব্যবসায়ীরা সরকারের অধীনে মাল ক্রয় করে জনগণের কাছে বাজার মূল্যে বিক্রয় করার জন্য। কিন্তু ব্যবসায়ীরা ঐ মাল ব্লাকীদের নিকট বেশী মূল্যে বিক্রি করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ওয়াদা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ' *(মিশকাত পৃঃ ৯)*।

(৪) ব্লাকে সরকারের খিয়ানত করা হয় এবং জনগণের হক নষ্ট করা হয়। ব্যবসায়ীরা খোলা বাজারে মাল বিক্রি না করে ঐ মাল ব্লাকীদের নিকট বিক্রি করে। রাসূল (ছাঃ) 'খিয়ানতকে কবীরা গুনাহ বলেছেন' *(মিশকাত পৃঃ ৫)*।

(৫) ব্লাকীরা সীমান্ত রক্ষীদের ঘুষ প্রদান করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম পৃঃ ২৪৬)*।

(৬) ব্লাকে ধোকাবাযী রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) ধোকাকে হারাম করেছেন *(ঐ, পৃঃ ১৫৯, সনদ ছহীহ)*।

(৭) ব্লাকে জীবিকা নির্বাহের যরূরী সম্পদ অন্য দেশে পাচার হয়ে যায়, যাতে জনগণকে নিদারুন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কষ্ট ও বিপদে নিক্ষেপ করে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন কষ্ট ও বিপদে নিক্ষেপ করবেন' *(বুখারী, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৫৯)*।

(৮) ব্লাকে এলাকার লোকের অকল্যাণ কামনা করা হয় এবং নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিজের জন্য যা কল্যাণ মনে কর অপরের জন্য তাই মনে কর' *(বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬)*।

(৯) ব্লাক এমন ব্যবসা যা অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি করে এবং ব্লাকীরা সরকারী ও সাধারণ লোকের সামনে নিজকে প্রকাশ করতে চায় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ওটাই পাপ যা মানুষের অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি করে এবং মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়া খারাপ মনে করে (মুসলিম)।

(১০)ব্লাক সন্দেহ মুক্ত ব্যবসা নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সন্দেহ যুক্ত জিনিস ছেড়ে সন্দেহ মুক্ত জিনিস গ্রহণ কর' (নাসাঈ, মিশকাত পৃঃ ২৪২, সনদ ছহীহ)।

(১১) ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তে জায়েয। তাইতো ইহা প্রকাশ্য বাজারে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর ব্লাক সাধারণতঃ গোপনে হয়ে থাকে। কাজেই ব্লাক শারঈ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব ব্লাক কখনোই ব্যবসা পদবাচ্য নয়। এটা স্রেফ চোরাকারবারী। অতএব তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২৩/২২৩)ঃ মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে কি?

-এরফান আলী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে না। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বাচ্চা যদি চিৎকার করে তাহ'লে তার জানাযা করা হবে এবং সে উত্তরাধিকারী হবে। হাদীছটি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ। তবে মিশকাতে বর্ণিত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫, 'জানাযার ছালাত অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪)ঃ হাফ হাতা গেঞ্জি এবং সার্ট পরে ছালাত হবে কি? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।

-আযহার আলী
মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ হাফ হাতা গেঞ্জি ও সার্ট পরিধান করে ছালাত হবে। তবে স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত জায়েয হবে না। কেননা ছালাত জায়েয হওয়ার জন্য কাঁধের উপর কাপড় থাকা যরূরী। ওমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে উম্মে সালামার গৃহে এক কাপড়ের দু'দিককে দু'কাঁধের উপরে দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখেছি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৭২)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে ছালাত আদায় না করে যার কোন অংশ তার কাঁধের উপরে নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭২)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, উভয় কাঁধ ঢেকে ছালাত আদায় করা যরূরী।

প্রশ্ন (২৫/২২৫)ঃ সালাম ফিরানোর পর কুরআনের আয়াত 'ফাকাশাফনা 'আনকা গিত্বা-আকা' পড়ে চোখের মধ্যে ফুঁক দেয়া সম্পর্কে দলীল জানতে চাই।

-শফীকুর রহমান
শিক্ষক, কানকির হাট নূরানী মাদরাসা
নোয়াখালী।

উত্তরঃ সালাম ফিরানোর পর আলোচ্য আয়াতাংশ পড়ে চোখে ফুঁক দেয়া সম্পর্কে কোন হাদীছ দেখা যায় না। তবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কুরআন নাযিল করেছি, যা মুমিনের জন্য শেফাদানকারী ও রহমত স্বরূপ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাসকে বিভিন্ন রোগের শেফার জন্য ব্যবহার করেছেন, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে নির্দিষ্টভাবে উক্ত সময়ে উক্ত দো'আ পাঠ করে চোখে ফুঁক দেওয়ার কোন দলীল সম্পর্কে আমরা অবগত নই। দলীল বিহীন কোন কাজকে নেকী মনে করা বিদ'আত হবে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত

প্রশ্ন প্রেরণকারী ভাই-বোনদের প্রতি

* প্রশ্ন পৃথক ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার হরফে লিখে ইনভেলাপে পাঠাবেন ও নীচে প্রশ্নকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন।
* ২টির বেশী প্রশ্ন পাঠাবেন না।
* প্রশ্ন অবশ্যই মান সম্পন্ন হ'তে হবে।
* ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পুনরায় প্রকাশ করা হয় না।

YEAR TABLE (2nd. Vol.) বর্ষসূচী (Oct. '98 to Sept. '99)

(২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'৯৮ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর'৯৯ পর্যন্ত)

সম্পাদকীয়ঃ

১. বন্যায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশ (অক্টোবর '৯৮) ২. ইরান-আফগান সংকট (নভেম্বর '৯৮) ৩. চাই ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা (ডিসেম্বর '৯৮) ৪. প্রশিক্ষণের মাস রামাযান (জানুয়ারী '৯৯) ৫. পতিতাবৃত্তি বন্ধ করুন! (ফেব্রুয়ারী '৯৯) ৬. ত্যাগের সুমহান আদর্শ নিয়ে ঈদুল আযহা সমাগত (মার্চ '৯৯) ৭. কসোভোয় মুসলিম নির্যাতন (এপ্রিল '৯৯) ৮. নববর্ষের সংস্কৃতি (মে '৯৯) ৯. কাশ্মীর ট্রাজেডী (জুন '৯৯) ১০. জশনে জুলূস ও আমরা (জুলাই '৯৯) ১১. ইসলামী শিক্ষার বিকাশ চাই (আগস্ট '৯৯) ১২. (ক) বিপন্ন স্বাধীনতা (খ) বর্ষশেষের নিবেদন (সেপ্টেম্বর '৯৯)।

দরসে কুরআন -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১. আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা (অক্টোবর '৯৮) ২. ইক্বামতে দ্বীন (নভেম্বর '৯৮) ৩. তাবলীগে দ্বীন (ডিসেম্বর '৯৮) ৪. মা'রেফাতে দ্বীন (জানুয়ারী '৯৯) ৫. ইত্তিবায়ে রাসূল (ফেব্রুয়ারী '৯৯) ৬. ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি (মার্চ '৯৯) ৭. আল্লাহ্র সাথে খেয়ানত (এপ্রিল '৯৯) ৮. দশটি হারাম থেকে বেঁচে থাকুন (মে '৯৯) ৯. পরনিন্দাঃ সমাজ দূষণের অন্যতম সেরা হাতিয়ার (জুন '৯৯) ১০. বাদ্য-বাজনাঃ বুদ্ধিবৃত্তির অপচয় (জুলাই '৯৯) ১১. হায়াতুন্নবী (আগস্ট '৯৯) ১২. জান্নাতের ওয়ারিছ (সেপ্টেম্বর '৯৯)।

দরসে হাদীছ -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১. প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা (অক্টোবর '৯৮) ২. চাই সংগ্রামী দল (নভেম্বর '৯৮) ৩. আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা (ডিসেম্বর '৯৮) ৪. শৃংখলে বন্দী হাদীছ শাস্ত্র (ফেব্রুয়ারী '৯৯) ৫. জুম'আর সুন্নাতী আযান (মার্চ '৯৯) ৬. শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ (এপ্রিল '৯৯) ৭. বিদ'আত ঘোরতর অপরাধ (মে '৯৯) ৮. মিথ্যা হাদীছ রটনা ও তার পরিণতি (জুন '৯৯) ৯. ঘুষঃ এক সমাজ বিধ্বংসী মাইন (আগস্ট '৯৯) ১০. যৌতুকঃ এক পরিবার বিধ্বংসী বোমা (সেপ্টেম্বর '৯৯)।

প্রবন্ধ

অক্টোবর'৯৮

১. টিভি এক নতুন সাথী, অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী (অধ্যক্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা) ২. সমাজ সংস্কারে যুবকদের ভূমিকা , মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ৩. লাইব্রেরী, এম, আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন (প্রভাষক, কৌরিখাড়া মহিলা কলেজ, পিরোজপুর) ৪. শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যাঃ বিপর্যস্ত বাংলাদেশ, মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা)।

নভেম্বর'৯৮

৫. আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি (২/২,৩,৫,৬,৭,৯,১০ সংখ্যা), অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী (অধ্যক্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা) ৬. ইসলাম ও আজকের শিক্ষাব্যবস্থা, মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা) ৭. ট্রুসের যুদ্ধ ও মুসলমানদের শিক্ষা, মুহাম্মাদ আবু আহসান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ৮. মাহে মে'রাজ, গোলাম রহমান (নাটোর) ৯. আমি মুছলিম, মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (দিনাজপুর)।

ডিসেম্বর'৯৮

১০. শবেবরাত, কামাল আহমাদ (যশোর) ১১. ভাল-র প্রকৃত স্বরূপ (২/৩,৪ সংখ্যা), অধ্যাপক স.ম. আব্দুল মজীদ কাযিপুরী (নওগাঁ) ১২. রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (শিক্ষক, নওদাপাড়া মাদরাসা)।

জানুয়ারী'৯৯

১৩. তাকবীরের সমস্যা , ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (শিক্ষক, রাজঃ বিশ্বঃ) ১৪. বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা, মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ১৫. তাবীয, মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (শিক্ষক, নওদাপাড়া মাদরাসা) ১৬. কসোভোয় মুসলিম নিধনঃ মানবতার করুণ আর্তনাদ, মুহাম্মাদ আবু আহসান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ১৭. হে মুছলিম জেগে ওঠো, মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (দিনাজপুর)।

ফেব্রুয়ারী'৯৯

১৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ, মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (শিক্ষক, নওদাপাড়া মাদরাসা) ১৯. মওযূ ও যঈফ হাদীছের প্রচলন (২/৫,৬,৭সংখ্যা), অনুবাদঃ আবদুর রাযযাক (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) ২০. ধূমপান এক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র, আব্দুল আউয়াল (রাঃ বিঃ) ২১. হে সালাফীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও অপেক্ষা কর! , অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ফযলুল করীম (শিক্ষক, নওদাপাড়া মাদরাসা)।

মার্চ'৯৯

২২. আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত, অধ্যক্ষ আবদুছ ছামাদ (কুমিল্লা) ২৩. ঈদে কুরবান ও আমাদের করণীয় , এস, এম, আবদুল লতীফ (সিরাজগঞ্জ)।

এপ্রিল'৯৯

২৪. কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল (২/৭,৮,৯,১০, ১১ সংখ্যা) , অনুবাদঃ মুয্যাম্মিল আলী (শিক্ষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া) ২৫. মুহাররম মাসে করণীয় আমল ও বিদ'আত সমূহ, অনুবাদঃ ফযলুল করীম (নওদাপাড়া মাদরাসা) ২৬. যে ঈমানে মুক্তি ও সফলতা, মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক (ঠাকুরগাঁ)।

মে'৯৯

২৭. ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আহমাদ শরীফ (কুমিল্লা) ২৮. ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের স্বরূপ (২/৯,১১,১২ সংখ্যা), শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (প্রভাষক, পাইকগাছা কলেজ, খুলনা)।

জুলাই'৯৯

২৯. কসোভোর অতীত ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি, এ, এস, এম আযীযুল্লাহ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ৩০. হে যুবক ভাই! অবসর সময়কে কাজে লাগাও (২/১০,১১,১২), অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী (নীলফামারী)।

আগষ্ট'৯৯

৩১. বিশ্ব অশান্তি ও কলহ নিরসনের অগ্রদূত আল-কুরআন, মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান নদভী (দিনাজপুর) ৩২. আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে, মুহাম্মাদ মুসলিম (খত্বীব, নাযিরা বাজার জামে' মসজিদ, ঢাকা)।

সেপ্টেম্বর'৯৯

৩৩. আধুনিক সংস্কৃতি ও তার পরিণতি, মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

✪ ছাহাবা চরিত

১. হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ), মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (রাঃ বিঃ, নভেম্বর'৯৮) ২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), এস, এম, শাফা'আত হোসাইন (রাঃ বিঃ, ডিসেম্বর'৯৮) ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (রাঃ বিঃ, জানুয়ারী'৯৯) ৪. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), ঐ (মার্চ'৯৯) ৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ,ঐ (এপ্রিল'৯৯) ৬. যায়েদ বিন ছাবিত আল-আনছারী (রাঃ), ঐ (মে'৯৯)।

✪ মনীষী চরিত

১. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁঃ উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত, মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা, অক্টোবর'৯৮) ২. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ), মুহাম্মাদ হারূণ (ত্বায়েফ, সঊদী আরব, ডিসেম্বর'৯৮) ৩. মাওলানা আহমাদ আলী, অধ্যাপক আবদুল লতীফ (নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারী'৯৯) ৪. শায়খ আবদুল আযীয বিন বায, মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান (শিক্ষক, নওদাপাড়া মাদরাসা, জুন'৯৯) ৫. মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী, মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (রাঃ বিঃ, জুলাই'৯৯) ৬. হাবীবুল্লাহ খান রহমানী, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (শিক্ষক, রাজঃ বিশ্বঃ, সেপ্টেম্বর'৯৯)।

✪ চিকিৎসা জগৎ

১. (ক) লিভার বা যকৃতের দেশীয় চিকিৎসা (খ) জণ্ডিসের পরীক্ষিত ঔষধ (অক্টোবর'৯৮) ২. এ্যাজমার হোমিও ও দেশীয় চিকিৎসা, ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন (রাজশাহী, নভেম্বর'৯৮) ৩. পিত্ত পাথরী, ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক (বিরামপুর, দিনাজপুর, ডিসেম্বর'৯৮) ৪. আমাশয়ঃ কারণ ও প্রতিকার, ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন (রাজশাহী, ফেব্রুয়ারী'৯৯) ৫. আকস্মিক দুর্ঘটনায় করণীয় , ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক (দিনাজপুর, এপ্রিল'৯৯) ৬. মুখের দুর্গন্ধে করণীয়, সৌজন্যেঃ দৈঃ ইনকিলাব (জুন'৯৯) ৭. (ক) ফুসফুস প্রদাহ বা নিউমোনিয়া , ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন (খ) মধুর চমৎকার গুনাগুণ (জুলাই'৯৯) ৮. (ক) মাথা ব্যথা ঠেকানোর পাঁচটি অস্ত্র (খ) যক্ষ্মা রোগের নতুন টিকা (গ) মূত্রনলে মাংস বেড়ে যাওয়ার প্রতিকার, সৌজন্যেঃ দৈঃ ইনকিলাব (আগষ্ট'৯৯) ৯. (ক) দরকারী এক খাদ্য উপাদান আয়োডিন (খ) কিডনীর পাথরজনিত রোগ এবং তার অপসারণ (গ) মস্তিষ্কের কোষের চিকিৎসার নতুন ওষুধ (ঘ) বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ লোকের দেহে যক্ষ্মার জীবাণু রয়েছে, সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব ও সাপ্তাহিক অহরহ (সেপ্টেম্বর'৯৯)।

✪ হাদীছের গল্প

১. ধৈর্যের সুফল , গোলাম রহমান (নাটোর, জানুয়ারী'৯৯)।

✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

১. নাম বিহীন (মোট ৮টি) আবদুস সামাদ সালাফী (অধ্যক্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা; এপ্রিল '৯৯) ২. শত্রুকে মিত্র মনে করার ফল, আবদুস সামাদ সালাফী (অধ্যক্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা; মে'৯৯) ৩. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, মুহাম্মাদ আবদুল বারী (নীলফামারী; জুন'৯৯) ৪. হিংসার পরিণাম, মুস্তাফীযুর রহমান (বগুড়া; আগষ্ট'৯৯)।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্ন	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর '৯৮ (২/১)	মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ রাজপুর, সাতক্ষীরা ও মুহাম্মাদ সোলায়মান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর, লালপুর, নাটোর।	জামা'আতবদ্ধভাবে বা সাংগঠনিক নিয়মে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ না করে একাকী দাওয়াতী কাজ করলে পরকালীন মুক্তি সম্ভব কি?	(১/১)
"	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান সাং- সন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	'আল্লাহ্‌র নূরে নবী পয়দা এবং নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা' এই উক্তিটি কুরআন ও হাদীছ সম্মত কি?	(২/২)
"	মুহাম্মাদ আবুল কাসেম লক্ষ্মণপুর, ঝিকরগাছা, যশোর।	আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গীত কোন হালাল পশু আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে খাওয়া যাবে কি-না? অনুরূপভাবে কারো নামে উৎসর্গীত নয় এমন হালাল পশু আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে কিংবা অন্য কারো নামে যবেহ করলে এর গোশত খাওয়া যাবে কি?	(৩/৩)
"	মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান বোয়ালমারী, ফরিদপুর।	গরু ও বাছুরের ভাগ রাখালী শরীয়তে জায়েয কি?	(৪/৪)
"	সাঈদুর রহমান ইবনে শাহীনুর বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।	জানাযার ছালাতে পায়ে পা মিলাতে হবে কি? এবং জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৫/৫)
"	মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম পুটিহার, দিনাজপুর।	মসজিদে ঢুকে যে সালাম দেয়া হয়, তা মসজিদে প্রবেশের দো'আ পড়ার পূর্বে না পরে? ছালাত অবস্থায় সালাম দিলে কিভাবে উত্তর দেয়া হবে।	(৬/৬)
"	আবুবকর বিন ইসহাক কালিকাপুর, ঘোষগ্রাম, আত্রাই, নওগাঁ।	মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখন পুরাতন মসজিদের জায়গা বিক্রয় করা যাবে কি?	(৭/৭)
"	মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।	বিড়ি, সিগারেট, আলাপাতা, জর্দা এবং যে সমস্ত হালাল দ্রব্যে মেয়েদের অর্ধ নগ্ন ছবি থাকে, যেমন আয়না, সাবান, মাজন, পাউডার ইত্যাদি। এই ধরণের দ্রব্যাদির ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?	(৮/৮)
"	আব্দুল মতীন মেন্দীপুর, বগুড়া।	একটি মেয়ের বিবাহ হওয়ার ছয় মাস পর তার সন্তান প্রসব হয়েছে এবং সে মেয়ে স্বীকার করেছে যে, এ সন্তান অন্যজনের। এখন স্বামী তার স্ত্রীকে নিতে পারবে কি?	(৯/৯)
"	মুহসিন বিন আফতাব কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা, কেঁড়াগাছি, সাতক্ষীরা।	আমি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে মসীহ জামা'আতের বই, পত্রিকা ও ইঞ্জিল পড়তে ইচ্ছুক। পড়া যাবে কি?	(১০/১০)
"	মিসেস হালীমা বেগম বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।	জান্নাতে পুরুষদেরকে ৭২টি হূর দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামী যদি জাহান্নামী হয়, আর স্ত্রী জান্নাতী হয়, তাহ'লে ঐ স্ত্রীকে জান্নাতে কি দেয়া হবে।	(১১/১১)
"	আতাউর রহমান নয়াপাড়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	আমাদের দেশে বিবাহের পূর্বে বর ও কনেকে হলুদ মাখানো হয়, বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব হ'তে রাত দিন গান গাওয়া ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়।... এগুলি জায়েয কি?	(১২/১২)
"	খলীলুর রহমান হাবাসপুর, সাতক্ষীরা।	ছালাত আদায়ের সময় দুনিয়ার আজে-বাজে চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। এতে ছালাত হবে কি?	(১৩/১৩)
"	খলীলুর রহমান হাবাসপুর, সাতক্ষীরা।	ফোঁটা ফোঁটা পেশাবের দোষ আছে। অনেক ঔষধ খেয়েছে কোন কাজ হয়নি। এমতাবস্থায় ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?	(১৪/১৪)
"	মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।	ছালাতের শেষে দো'আয়ে মাছূরা-র পরে 'রাব্বিশ্ রাহ্‌লী' হ'তে ক্বাউলী' পর্যন্ত কিংবা অন্য দো'আ পড়া যায় কি?	(১৫/১৫)
"	তাওহীদুয্ যামান, ইসলামী বিশ্বঃ, কুষ্টিয়া।	কুরআনের ছেঁড়া পাতা পুড়িয়ে ফেলা বা মাটির নিচে পুঁতে রাখা বৈধ হবে কি?	(১৬/১৬)

Contents

অক্টোবর '৯৮ (২/১)	আব্দুল আলীম নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।	মসজিদের জমি ওয়াক্ফ করা আছে। কিন্তু মসজিদের কর্তৃপক্ষ খাজনা দেয়না। এই মসজিদে ছালাত জায়েয হবে কি?	(১৭/১৭)
"	শাহজাহান, জিন্নাহপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, শিপইয়ার্ড, খুলনা।	'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া মুহাম্মাদ' শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়? মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি একই সময়ে পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারেন?	(১৮/১৮)
"	ফারহানা ইয়াসমীন সাতক্ষীরা সরকারী মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা	ইসলামের দৃষ্টিতে ঠাট্টা বা কৌতুক করা জায়েয কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১৯/১৯)
"	মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম মহিষখোচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট।	আপন ফুফাতো বোনের মেয়েকে বিয়ে করা জায়েয কি? বিয়ের পরে মোহর ধার্য করা যাবে কি?	(২০/২০)
নভেম্বর '৯৮ (২/২)	আব্দুল হালীম বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।	হযরত মূসা (আঃ) আযরাঈলকে সজোরে একটি থাপ্পড় মারেন। তাতে আযরাঈল (আঃ)-এর এক চক্ষু কানা হয়ে যায়। একথার সত্যতা জানতে চাই।	(১/২১)
"	আলহাজ্জ মনযূর আলম সাং ও পোঃ- বোধখানা জেলাঃ যশোর।	বেশ কিছুদিন পূর্বে স্ত্রী তার স্বামীকে 'খোলা' তালাক দিয়েছে। স্ত্রী বা স্বামী কেউ ২য় বিয়ে করেনি। পরস্পরে পুনরায় একত্রে ঘর করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে স্ত্রী সরাসরি স্বামীর বাড়ীতে চলে এসেছে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে রাজ'আত -এর কোন সুযোগ আছে কি?	(২/২২)
"	নূরুল আমীন বিন আবূ ত্বাহের পোঃ সেইলার্স কলোনী, বন্দরটিলা দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।	কোন ব্যক্তি ফরয গোসল না করেই ভুল ক্রমে ফজরের ছালাতের ইমামতি করেছে। এমতাবস্থায় তার ও মুক্তাদীগণের ছালাতের অবস্থা কি হবে?	(৩/২৩)
"	আনছার আলী ইটাপোতা, লালমণিরহাট।	তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৪/২৪)
"	মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমপাড়া কোয়ার্টার।	'মাসবূক্ব' ইমাম হ'তে পারে কি? অর্থাৎ এক ব্যক্তি পূর্ণ ছালাত না পাওয়ায় ছুটে যাওয়া রাক'আত পূরণের জন্য দাঁড়িয়েছেন। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি এসে এই 'মাসবূক্ব'-কে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করবে, না নতুন ভাবে ছালাত শুরু করবে?	(৫/২৫)
"	মুহসিন বিন ইদরীস সারাংপুর, গোদাগাড়ী রাজশাহী।	আমি আমার অর্জিত অর্থ দ্বারা কিছু জমি ক্রয়ের সময় আমার স্ত্রী বলে যে, আমার নামে দলীল কর। তাই দলীলে আমার সাথে তার নাম লিখা হয়েছে। এতে কি আমার স্ত্রী শরীয়ত অনুযায়ী উক্ত দলীলের সম্পত্তির মালিক হবে?	(৬/২৬)
"	মুয্যাম্মিল হক ক্যাশ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা।	যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে নগদ টাকার নিছাব কি সোনা-রূপার নিছাবের সমতুল্য হবে? না বৎসরান্তে ১০০ টাকা থাকলেই তার যাকাত দিতে হবে?	(৭/২৭)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।	মুসলমান পুরুষের নামের আগে 'মুহাম্মাদ' এবং মেয়েদের নামের আগে 'মুসাম্মাৎ' লেখা যাবে কি?	(৮/২৮)
"	আবূ বকর ছিদ্দীক গাবতলী সিনিয়র মাদরাসা, বগুড়া।	জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা না পড়লে ছালাত হবে কি? মাটি দেওয়ার সময় সঠিক দো'আ কি?	(৯/২৯)
"	আব্দুল মুত্ত্বালেব মণ্ডল বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।	তাক্বদীর কি? তাক্বদীর দো'আর মাধ্যমে পরিবর্তন হয় কি? যদি পরিবর্তন হয় তাহ'লে হায়াত-মওত, রিযিক ও ভাগ্য এই চারটির কোন পরিবর্তন হয় কি?	(১০/৩০)
"	এস, এম, মাহমূদ আলম বাড়ী নং ৩, সড়ক নং ১১, সেকটর-৬ উত্তরা, ঢাকা।	আইয়ামে বীযের নফল ছিয়ামের দলীল ও ফাযায়েল কি?	(১১/৩১)
"	দেলোয়ারা ওয়াহীদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	মুমূর্ষু রুগীকে বাঁচানোর জন্য নেকীর আশায় ব্লাড ব্যাংকে রক্ত প্রদান বৈধ হবে কি?	(১২/৩২)
"	আব্দুল্লাহ বিন মুছ্তফা, ভালুকগাছী পাঁচানিপাড়া, পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।	ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে যায় এবং শিক্ষক না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। এইরূপ করা শরীয়ত সম্মত কি?	(১৩/৩৩)
"	আব্দুল হাকীম, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	কোন আনন্দের অনুষ্ঠানে হাত তালি দেয়া জায়েয কি?	(১৪/৩৪)

নভেম্বর '৯৮ (২/২)	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান সাং সন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	আল্লাহ তা'আলা 'রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না' কথাটা কি শরীয়ত সম্মত? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে বাধিত হব।	(১৫/৩৫)
ডিসেম্বর '৯৮ (২/৩)	মুহাম্মাদ আশরাফ আলী লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ, ভারত ও আলী আব্বাস বিন আব্দুল্লাহ ছাতিহাটী বাজার, কালিহাতী, টাংগাইল	সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে হাটু আগে রাখতে হবে না হাত আগে রাখতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১/৩৬)
"	মুস্তাফীযুর রহমান শামসুন বই ঘর গাবতলী, বগুড়া।	আমার দোকানে অনেক ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করার পর এর মূল্য বৃদ্ধি করে ভাউচার দিতে বলে। এমনকি খালি ভাউচারও দিতে বলে। না দিলে দ্রব্য না নিয়ে চলে যায়। এমতাবস্থায় আমি কোন পথ অবলম্বন করে ব্যবসা করব তা কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানাবেন।	(২/৩৭)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান কৃষ্ণপুর, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।	বর্তমানে কিছু লোককে রুকু থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধতে দেখা যায়। এটা কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৩/৩৮)
"	মুহাম্মাদ শিহাব ইবনে আলাউদ্দীন সাং- বীর পাকুটিয়া, পোঃ নাগবাড়ী কালিহাতী, টাঙ্গাইল।	যে সকল লোক হজ্জ করতে যায়, তাদের ফটো তুলতে হয়। এমনকি টাকার মধ্যেও প্রাণীর ছবি বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এই টাকা ও ছবি সাথে থাকলে ছালাত ও হজ্জ হবে কি?	(৪/৩৯)
"	মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান সাং- বাখড়া, পোঃ মোলামগাড়ীহাট কালাই, জয়পুরহাট।	জনৈক ব্যক্তি সূদের ব্যবসা করে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সে তওবা করে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করছে। এমতাবস্থা ঐ অবৈধ সম্পদ ভক্ষণ করা যাবে, না তা বর্জন করতে হবে?	(৫/৪০)
"	মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, গজারিয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	জর্দ্দা, বিড়ি, সিগারেট সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?	(৬/৪১)
"	মুহাম্মাদ মোখলেছুর রহমান বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।	বিবাহে যৌতুক নেওয়া যাবে কি-না? বিবাহের সময় ধার্যকৃত মোহর পরিশোধ করতে হবে কি? যদি কেউ অর্ধেক মোহর পরিশোধ করে, তবে বাকী অর্ধেকের জন্য স্ত্রীর নিকট মাফ চাইতে পারবে কি-না।	(৭/৪২)
"	ফরীদুল ইসলাম সাং- বড় সোহাগী পোঃ ও থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	আমার ১০০টি কলা গাছ হয়েছে। এখনো ফল হ'তে প্রায় ৭/৮ মাস বাকী। কলাগাছের সুন্দর চেহারা দেখে ব্যবসায়ীরা এখুনি গাছগুলো ক্রয় করতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি কি এখন কলা গাছগুলি বিক্রি করতে পারি?	(৮/৪৩)
"	মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, বর্ধাপাড়া, গোপালগঞ্জ।	একই স্থানে দুই জামা'আতে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৯/৪৪)
"	আবুল ফযল মোল্লা সাং- আগড়াকুণ্ডা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	আযান ও এক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে কি 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে?	(১০/৪৫)
"	মুহাম্মাদ রশীদুল ইসলাম শোলাগাড়ী আলিম মাদরাসা কোচা শহর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	'স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তাকে গোসল দিতে পারে না। তবে স্ত্রী স্বামীকে প্রয়োজনে গোসল দিতে পারে'। এর সত্যতা জানতে চাই।	(১১/৪৬)
"	মুহাম্মাদ যিয়াউল হক আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ, ভারত।	ছেলে ছালাত আদায় করে। কিন্তু পিতা করেন না। এমতাবস্থায় ঐ পিতাকে কি করতে হবে?	(১২/৪৭)
"	মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ, চাতরা ইসলামিক কালচারাল ইনষ্টিটিউট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ইসলামী বিপ্লব করার কর্মসূচী আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে তারা কিভাবে তা বাস্তবায়ন করতে চায়?	(১৩/৪৮)
"	আবুল ফযল মোল্লা কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	ছালাত শেষে বসার পদ্ধতি কি? ফরয ছালাত শেষে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দুই হাত তুলে মুনাজাত করার বিধান আছে কি?	(১৪/৪৯)
"	মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান রাজপুর, সোনাবাড়ীয়া, সাতক্ষীরা।	পরিবহনে ছালাত আদায় করার শারঈ বিধান কি? ট্রেনে ভ্রমণের সময় আশেপাশে বা সামনের সিটে পুরুষ বসে থাকাবস্থায় মহিলারা ছালাত আদায় করতে পারবে কি?	(১৫/৫০)

জানুয়ারী '৯৯ (২/৪)	নূরুল ইসলাম, বুইতা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ও তাজুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তির জন্য সম্মিলিত ভাবে দো'আ করা যাবে কি? এবং ছালাত শেষে আল্লাহ্‌র কাছে সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা যাবে কি?	(১/৫১)
"	মুহাম্মাদ আশেক আলী সাং- বাজে ধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।	মহিলারা জানাযার ছালাত আদায় করতে পারে কি? যদি পারে, তবে কিভাবে আদায় করবে?	(২/৫২)
"	মুহাম্মাদ মুর্তযা রায়দৌলতপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী 'তোমরা বড় জামা'আতের পায়রবী কর' এর প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(৩/৫৩)
"	মুহাম্মাদ ইয়াদ আলী মোল্লা গ্রামঃ বহরমপুর, রাজশাহী।	পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের ক্বাযা ছালাত আদায়ের দায়িত্ব সন্তানের উপর বর্তাবে কি?	(৪/৫৪)
"	কামাল আহমাদ ২০ আব্দুল আযীয রোড, কাযীপাড়া, যশোর।	ওয়াক্ফ লিল্লাহ কৃত বই, যার গায়ে লেখা থাকে 'বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য', ঐ বই বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করা যাবে কি?	(৫/৫৫)
"	বাক্বী বিল্লাহ সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।	আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করার কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা তো ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যেই সৃষ্টি করতে পারতেন।	(৬/৫৬)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান মৌভাষা খলীফার বাজার, রংপুর।	নিজ পিতার নাম উল্লেখ না করে, যিনি লালন-পালন করেছেন তার নাম উল্লেখ করে বিয়ে পড়ানো যাবে কি?	(৭/৫৭)
"	ডাঃ আব্দুছ ছামাদ, অধ্যাক্ষ, বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, বগুড়া।	কবরস্থানের চার পার্শ্বে পাকা করা যাবে কি?	(৮/৫৮)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।	ভ্রুর চুল উঠালে কি গুনাহ হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(৯/৫৯)
"	সাইফুল ইসলাম, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।	জানাযার ছালাতে আরবীতে নিয়ত করতে হবে না বাংলায়?	(১০/৬০)
"	ওবায়দুল ইসলাম শিবগঞ্জ, বগুড়া।	বর্তমানে বাজারে রং-বেরংয়ের জায়নামায পাওয়া যায়। সেগুলিতে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?	(১১/৬১)
"	মমতাজ বিবি মোহনপুর, রাজশাহী।	আমাদের এলাকায় বিবাহ পড়ানোর সময় মসজিদের খত্বীব বা কোন মোল্লাকে দেখা যায় দর কষাকষি করে বর পক্ষের নিকট থেকে টাকা আদায় করে। এরূপ করলে কিংবা বর পক্ষ স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তা গ্রহণ করা যাবে কি?	(১২/৬২)
"	হোসনেআরা আফরোয সাং + পোঃ বোহাইল, বগুড়া।	অমুসলিমদের তাদের রীতিতে অথবা প্রচলিত ইসলামী রীতিতে সালাম দেওয়া যায় কি? তারা যদি ইসলামী রীতিতে সালাম দেয়, তবে উত্তরে 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম' বলা যাবে কি?	(১৩/৬৩)
"	মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ চাতরা ইসলামিক কাল্চারাল ইনস্টিটিউট শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।	আফগানিস্তানে তালেবান ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে, এতে উভয় পক্ষের অনেক লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু উভয় পক্ষই মুসলমান। এদের মধ্যে কাদের নিহত ব্যক্তি শহীদ?	(১৪/৬৪)
"	মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রভাষক, কালীগঞ্জহাট কলেজ, তানোর, রাজশাহী।	ইমাম ছাহেবকে তার পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা দেওয়া যাবে কি?	(১৫/৬৫)
ফেব্রুয়ারী '৯৯ (২/৫)	মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান গ্রামঃ মাখনপুর, পোঃ মৌগাছী মোহনপুর, রাজশাহী।	আমাদের গ্রামের ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় আমি কিছু জমি দান করতে চেয়েছি। কিন্তু কমিটির অবহেলার কারণে মাদ্রাসাটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি জমিটি ঐ মাদ্রাসায় দান করব? না অন্য কোন মাদ্রাসায় বা কোন জামে মসজিদে দান করব? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১/৬৬)
"	মুহাম্মাদ যবান আলী আরাজী ইটাখোলা পলাশবাড়ী, নীলফামারী।	পলাশবাড়ী বাজার মসজিদে প্রতি সোমবার 'হালকায়ে যিক্‌র' হয়। একদিন আমি এইরূপ 'হালকায়ে যিক্‌র' করার দলীল আছে কি-না প্রশ্ন করলে চরমোনাই-এর জনৈক শিষ্য বললেন, দলীল ছাড়া আমরা কিছুই করি না। এরপর তিনি আমাকে 'মারেফাতের হক বা তালিমে যিক্‌র' নামের একটি বই দিলেন। আমি বইটি পড়ে দেখলাম সূরা আ'রাফের ২০৫ নং আয়াত, তাফসীরে হোসানী ২১৫ পৃঃ, মিশকাত শরীফের হাদীছ আবু মূসা আশ'আরী	(২/৬৭)

		(রাঃ) হ'তে বর্ণিত এবং তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) -এর বরাত দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে উক্ত 'হালকায়ে যিক্‌রে'র সত্যাসত্য শরীয়তে কতটুকু? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উত্তর দানে বাধিত করবেন।	
ফেব্রুয়ারী '৯৯ (২/৫)	আব্দুল মুমিন আব্দুল্লাহ্‌র পাড়া, বারকোনা, গাইবান্ধা।	জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া যায় কি-না? যদি যায় তবে খাজনা অনাদায়ী জমি বিক্রি করে যেতে কোন অসুবিধা আছে কি?	(৩/৬৮)
"	মুহাম্মাদ যয়েনুদ্দীন সরদার বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয় আত্রাই, নওগাঁ।	আমি যথাসম্ভব শরীয়ত মোতাবেক চলে থাকি। কিন্তু আমার পিতা-মাতা পীরের কথামত চলেন। কুরআন-হাদীছ মানেন না। এজন্য আমিও তাদের কথা মোতাবেক চলি না। এমতাবস্থায় আমার ইবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে কি-না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৪/৬৯)
"	মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম গ্রামঃ কাফুরিয়া, পোঃ দস্তনাবাদ নাটোর।	'দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করলে পরকালে জান্নাতের সুগন্ধিটুকুও পাওয়া যাবে না' বলে হাদীছে রয়েছে। অথচ আমরা স্কুল-কলেজে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই পড়ে থাকি। এমতাবস্থায় আমরা কি এ হাদীছের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব?	(৫/৭০)
"	নযরুল ইসলাম গ্রামঃ পশ্চিম ঝিকরা রাজশাহী।	'ঘরে ছবি ও কুকুর থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করে না' বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অথচ জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সংগৃহীত বিভিন্ন পত্রিকায় মানুষ সহ অন্যান্য জীব-জন্তুর ছবি থাকে। আর এগুলো প্রায় ঘরেই রক্ষিত। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?	(৬/৭১)
"	গোলাম রব্বানী সাং সিম্বা পোঃ রাণীনগর, নওগাঁ।	অনেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে থাকেন। তারা মনে করেন ছালাত আদায় করলে পরীক্ষা ভাল হয় এবং কোন বিপদ আসেনা। এরূপ ছালাত আদায়ে শরীয়তের হুকুম কি?	(৭/৭২)
"	মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন সরকার শিল্পী লাইব্রেরী, থানা রোড ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	জনৈক ব্যক্তি তার বিবাহের পর শ্বশুর বাড়িতে থাকে। সেখানে সে তার শ্বশুরের দেয়া তিন হাযার টাকা নিয়ে আয়ের পথে অগ্রসর হয় এবং কিছু সম্পদও গড়ে তোলে। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে সে অছিয়ত করে যায় যে, আমার যা সম্পদ থাকল তার কিছু অংশ (পরিমাণ বলেনি) মসজিদে দান করবেন। মৃত্যুর সময় সে মোহরানা মাফ চায়নি। জানাযার সময় মোহরানা মাফ নেওয়া হয়। তারপর ঐ ব্যক্তির পিতা তার ছেলের সমুদয় সম্পদ দাবী করেন। এতে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীও পুনরায় মোহরানা দাবি করে বসে। তার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। এখন এই সম্পদের কে কতটুকু অংশ পাবে? পুনরায় মোহরানা দাবী করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?	(৮/৭৩)
"	হোসনেআরা আফরোয সাং ও পোঃ বোহাইল থানা+যেলাঃ বগুড়া।	কুরাইশ বংশ কি সৈয়দ বংশ? সৈয়দ বংশের গরীব-মিসকীনকে ছাদাক্বা দেয়া যাবে কি-না? বিস্তারিত জানাবেন।	(৯/৭৪)
"	নূরুল আমীন বিন আবু ত্বাহির পোঃ সেইলার্স কলোনী, বন্দরটিলা দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।	অনেক আলেম বলেন, ফরয বাদে সবই নফল। অতএব সুন্নাতের নিয়ত করলে ছালাত হবে না। আবার অনেকে বলেন, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, মুবাহ, নফল এসব আবিষ্কৃত হয় ২য় ও ৩য় শতাব্দী হিজরীতে। অতএব এসব বলা যাবে না। কথাগুলোর সত্যাসত্য কতটুকু? যদি কথাগুলো সঠিক হয় তবে ছালাতের নিয়ত কিভাবে করব?	(১০/৭৫)
"	আব্দুল্লাহ লালগোলা, মুর্শিদাবাদ ভারত।	জনৈক ব্যক্তির ধারণা যে, তার স্ত্রী হয়তো মনে মনে তালাক হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বাড়ীতে চাকরানী হিসাবে কাজ করার এবং আলাদা ঘরে বসবাস করার অনুমতি চায়। এক্ষণে এই ধরণের তালাক বৈধ হবে কি? যদি হয় তবে উক্ত ব্যক্তি তার হাতের রান্না খেতে পারবে কি?	(১১/৭৬)
"	আবুল ফযল মোল্লা আগড়াকুণ্ডা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	আযান দেয়ার পূর্বে কি বিস্‌মিল্লাহ ও আউযুবিল্লাহ পড়া যাবে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১২/৭৭)
"	আব্দুল মুমিন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	সূরা লোকমানের শেষ আয়াতে ৫টি গায়েবী কথার উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল মাতৃগর্ভে কি সন্তান আছে তা আল্লাহ জানেন। কিন্তু বর্তমানে আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে সন্তানটি পুত্র না কন্যা তা বলা সম্ভব	(১৩/৭৮)

		হচ্ছে। এটি আমার নিকট কুরআনের উক্ত আয়াতের বিরোধিতা বলে মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	
ফেব্রুয়ারী '৯৯ (২/৫)	আফিয়া আঞ্জুমান পোঃ বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	শুধু মহিলারা মসজিদে সমবেত হয়ে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না?	(১৪/৭৯)
"	মুস্তাফীযুর রহমান, বামনগ্রাম, মোলামগাড়ী হাট, জয়পুরহাট।	রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কতবার দো'আ করেছিলেন এবং কেন?	(১৫/৮০)
মার্চ '৯৯ (২/৬)	অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হাসান আলী (অবঃ) বসুপাড়া, খুলনা।	'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকার আগস্ট'৯৮ সংখ্যায় আহলেহাদীছ ও হানাফীর মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, 'আহলেহাদীছগণ পুরানো যুগের মানুষের রায়কে আমল না করে এযুগের বিভিন্ন আলেম, ডক্টর ও প্রফেসরগণের রায়কে হাদীছ হিসাবে প্রকাশ করে থাকেন' -এ সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য কি?	(১/৮১)
"	আবু বকর সপুরা, রাজশাহী।	কোন এক ছেলে তার ভগ্নিপতির বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। এরূপ বিবাহ করা যাবে কি-না।	(২/৮২)
"	মুহাম্মাদ আমীর হামযা পাঁচদোনা, নরসিংদী।	আমি হানাফী এলাকায় থাকি। ছালাত আদায়ের সময় বুকে হাত বাঁধলে ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করলে সাধারণ মুছল্লীদের বাধার সম্মুখীন হই। এমনকি ২/৪ দিন আমার বুক থেকে হাত টেনে নামানোরও চেষ্টা করা হয়েছিল। এখন আমি নাভীর একটু উপরে হাত বাঁধি ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করি না। ফলে এখন কোন সমস্যা হয় না। এ অবস্থায় আমার ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/৮৩)
"	আব্দুল হান্নান গ্রামঃ চক কাযীযিয়া, তানোর, রাজশাহী।	অনেক আলেমকে দেখি সভা-সমিতিতে 'আল্লা-হুম্মা ছাল্লে'আলা সাইয়েদেনা মাওলা-না মুহাম্মাদ....' এই দরূদ পাঠ করেন। এই দরূদটি শরীয়ত সম্মত কি-না?	(৪/৮৪)
"	আতাউর রহমান সাং সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	হাঁটুর উপর কাপড় উঠানো হ'লে নাকি ফরয তরক করা হয়। ইদানিং এ সম্বন্ধে খুব বেশী শুনা যায়। সঠিক ব্যাপারটি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৫/৮৫)
"	মাষ্টার আয়নুদ্দীন বালীজুড়ী, জামালপুর।	মৃতব্যক্তির দাফনের পর কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।	(৬/৮৬)
"	মুহাম্মাদ আলী সালাফী ইকরা পাঠাগার ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	আক্বীক্বা দেয়ার পর ধাত্রীমাতাকে ছাগলের রান ও সপ্তম দিবসে শিশুর গলায় রূপার চেইন দেয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/৮৭)
"	মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান সাং ও পোঃ দিগদানা যেলাঃ যশোর।	আমাদের এখানে কয়েকজন আলেম ও হাফেয আছেন। আর একজন বেতনভুক আলেম আছেন। এমতাবস্থায় ইমাম কে হবেন? বেতনভুক ব্যক্তি না অন্য কেউ।	(৮/৮৮)
"	মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান সাং- বামন গ্রাম, পোঃ মোলামগাড়ী হাট কালাই, জয়পুরহাট।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দর্শন সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য। কোনটা ঠিক জানতে চাই?	(৯/৮৯)
"	মুহাম্মাদ যয়েনুদ্দীন সরকার বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয় আত্রাই, নওগাঁ।	ছালাতের সঙ্গে ছিয়ামের সম্পর্ক কি? 'রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় ছালাত আদায় না করলে ছিয়াম মূল্যহীন' কথাটা কতটুকু সঠিক? সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/৯০)
"	তোফায়েল আহমাদ জগৎপুর এ,ডি,এইচ সিনিয়র মাদরাসা বুড়িচং, কুমিল্লা।	গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে 'জনগণের আইন' যা থেকে আল্লাহ্র আইন বোঝায় না। এমতাবস্থায় প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারাকে সমর্থন করে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে পরকালে মুক্তি হাছিল কি সম্ভব?	(১১/৯১)
"	মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান রাজশাহী।	কোন কোন মাদরাসায় দেখা যায় যে, হেফ্য শেষ করে ফারেগ হওয়ার সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাত্রের মাথায় পাগড়ী পরানো হয়। কিন্তু ফারেগের পূর্বেও মাদরাসায় ছেলেদের পাগড়ী পরতে দেখা যায় না কিংবা অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া পরেও পাগড়ী পরতে দেখা যায় না। তাহলে কি সেই সময় ও সেই অবস্থায়	(১২/৯২)

		শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে পাগড়ী পরা মহৎ ফযীলতের কাজ? পাগড়ী পরা জায়েয কি-না? পাগড়ীর রং কিরূপ ও কত হাত লম্বা হওয়া উচিত? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দেবেন বলে আশা করি।	
মার্চ '৯৯ (২/৬)	মুহাম্মাদ মোয্যাম্মেল হক গ্রামঃ নিমতলা, পোঃ গোমস্তাপুর চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	বর্তমানে প্রচলিত আইনে যে খাজনার প্রচলন রয়েছে, তা কি জায়েয? না নাজায়েয? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১৩/৯৩)
"	লোকমান ও আব্দুল গাফফার পোঃ সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।	জনৈক মাওলানা বলেছেন, লম্বা জামা পরা বিদ'আত। নবী (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে আমার সুন্নাতী জামা কেমন হওয়া উচিৎ। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব।	(১৪/৯৪)
"	আকমাল হোসাইন উত্তরা, ঢাকা।	মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য ফকীর-মিসকীন -কে খাওয়ানো যাবে কি? দলীল সহকারে জানালে কৃতজ্ঞ হব।	(১৫/৯৫)
এপ্রিল'৯৯ (২/৭)	ময়েযুদ্দীন নূরুল্যাবাদ করাতী পাড়া, মান্দা, নওগাঁ।	লাশ বহনের সময় আগে মাথা যাবে, না পা যাবে?	(১/৯৬)
"	মাছদার খিরশিন টিকর, রাজশাহী কোর্ট।	পুরুষদের জন্য পাউডার, নারিকেল তৈল এবং আতরের মত বিভিন্ন ধরনের সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয কি?	(২/৯৭)
"	আব্দুর রহমান খিরশিন টিকর, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	ফরয গোসল করলে যদি অসুখ হওয়ার বা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে ওযূ অথবা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩/৯৮)
"	শামসুদ্দীন বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদরাসা, বগুড়া।	মৃত ব্যক্তিকে কবরে কোন দিক থেকে নামাতে হবে? এবং কাফন পরানোর সময় মৃতব্যক্তির হাত কোথায় রাখতে হবে?	(৪/৯৯)
"	আব্দুল লতীফ রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	ইমাম ছাহেবের দ্রুত ছালাত আদায়ের কারণে তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে মুক্তাদী সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ পড়তে পারেনি। এমতাবস্থায় শেষের দু'রাক'আত ছালাত কি মুক্তাদীর পুনরায় পড়তে হবে?	(৫/১০০)
"	আব্দুল হাফীয উত্তরা, ঢাকা।	জানাযার পূর্ব মুহূর্তে ইমাম ছাহেব সবাইকে তিনবার জিজ্ঞেস করেন মৃতব্যক্তি কেমন ছিলেন? এরূপ করা কি জায়েয?	(৬/১০১)
"	আবু মূসা আব্দুল্লাহ আনন্দ নগর, নওগাঁ।	শখ করে টিয়া, ময়না ও খরগোশ পোষা বৈধ হবে কি? খরগোশের গোশত হালাল কি?	(৭/১০২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	মহিলা ও পুরুষের কাফনে কোন পার্থক্য আছে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।	(৮/১০৩)
"	আশরাফুল আলম আরজি নিয়ামত, পোঃ বুড়িরহাট, রংপুর।	সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে ২/১ দিনের মধ্যে মারা গেলে নাম রাখতে হবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৯/১০৪)
"	মুহাম্মাদ মুরশেদ মিলটন উঞ্চুপাড়া (সার পাড়া), গাবতলী, বগুড়া।	কেউ কেউ বলে থাকেন, বিদেশী টাকায় মসজিদ করলে ছালাত হয় না। কারণ ঐ টাকা যাকাতের টাকা। কথা কি ঠিক?	(১০/১০৫)
"	মুহাম্মাদ আশরাফুয্ যামান নাচুনিয়া পূর্বপাড়া, তেরখাদা, খুলনা।	৭৮৬ সংখ্যা দিয়ে বিসমিল্লাহ লেখা জায়েয কি? ৭৮৬ কুরআন ও হাদীছের আলোকে সমাধান দিলে উপকৃত হব।	(১১/১০৬)
"	নাজমুল আনাম বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।	আমি প্রত্যেক ওয়াক্তে ছালাতের সময় পর পর কয়েকটি আযান শুনতে পাই। এমতাবস্থায় আমি কয়'টি আযানের জবাব দিব?	(১২/১০৭)
"	মুহাম্মাদ আমীর হামযাহ পাঁচদোনা, নরসিংদী।	ভিতরে জামা'আত চলা অবস্থায় উক্ত বারান্দায় একাকী উক্ত ফরয ছালাত আদায় করা জায়েয কি?	(১৩/১০৮)
"	মোসাম্মাৎ উম্মে হানী কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ পোঃ কালাই, যেলাঃ জয়পুরহাট।	কালেমার সংখ্যা কয়টি ও কি কি? সঠিক কালেমাগুলি আরবী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করলে বাধিত হব।	(১৪/১০৯)

Contents

এপ্রিল'৯৯ (২/৭)	মিসেস রোজিফা হান্নান চক কাযীযিয়া, তানোর, রাজশাহী।	ফিৎরা বা বায়তুল মাল থেকে যে কেউ চাইলে কি দিতে হবে? না অন্যকিছু বলে বিদায় দিতে হবে? এর সমাধান প্রদানে বাধিত করবেন।	(১৫/১১০)
মে' ৯৯ (২/৮)	মীযানুর রহমান পুটিহার, ভাদুরিয়া , দিনাজপুর।	ঈদায়নের খুৎবা একটি না দুইটি? ছহীহ হাদীছ দ্বারা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/১১১)
"	আব্দুল জাব্বার খান গোলনা, সাজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।	যাকাত, ফিতরা, ওশর বা কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকায় মসজিদের বেতনভুক ইমাম-মুওয়ায্যিনের কোন হক আছে কি? থাকলে কি পরিমাণ?	(২/১১২)
"	মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল পাটগ্রাম বুড়ীমারি, লালমণিরহাট।	মৃত ব্যক্তির জন্য হাফেয বা আলেমগণ দ্বারা কুলখানী, চেহলাম, চল্লিশা, দো'আ পাঠ ইত্যাদি করা কি শরীয়ত সম্মত?	(৩/১১৩)
"	মুহাম্মাদ কামাল হোসায়েন গাড়ফা পূর্বপাড়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।	বর্তমানে কিছু সংখ্যক মহিলা সমস্ত শরীর ঢেকে রাখেন শুধুমাত্র কপাল অথবা চোখ ব্যতীত। এটা কি জায়েয?	(৪/১১৪)
"	মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম চৌরাপাড়া, নওগাঁ।	নফল, বিত্‌র ও তারাবীর ছালাতেও কি তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত?	(৫/১১৫)
"	আবুল খায়ের উত্তর খান, ঢাকা।	কবর যিয়ারতের সময় কবর মুখী না কেবলা মুখী হয়ে যিয়ারত করতে হবে। দলীল সহকারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।	(৬/১৬)
"	যিয়াউল হক বিন মুহাম্মাদ রূহুল আমীন সাং- বেনীপুর আখেরীগঞ্জ পোঃ ভগবাণ গোলা, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহিলারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই মহিলাদের ভোট দেওয়া যাবে কি? ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পার্টি কংগ্রেস, সিপিএম, আরএমপি, এসইউসি ও মুসলিম লীগ এই দলগুলোকে ভোট দেওয়া যাবে কি-না? আমি কোন পার্টি করব খুঁজে পাই না। কোন পার্টি করলে ভাল হবে?	(৭/১১৭)
"	মুয্যাম্মেল হক গ্রাম- কোটগ্রাম পোঃ- হাট গাঙ্গোপাড়া থানা- বাঘমারা, রাজশাহী।	একটি মাসিক পত্রিকায় বলা হয়েছে, যদি সুন্নাত আদায়ের পরে ফজরের এক রাক'আত জামা'আতে পাওয়া যায়, তাহ'লে মসজিদের এক প্রান্তে বা বারান্দায় সুন্নাত পড়ে জামা'আত ধরতে হবে। কারো কারো মতে তাশাহহুদ বা আত্তাহিইয়া-তুতে শরীক হ'তে পারলেও আগে সুন্নাত পড়ে নিতে হবে। এ উত্তরটির সত্যতা জানতে চাই।	(৮/১১৮)
"	মুসাব্বর আলী বিন মুখলেছুর রহমান নানাহার, মোলামগাড়ীহাট, জয়পুরহাট।	সূর্য ডোবা দেখে ইফতার করতে হবে, না ইফতারের সময়সূচী দেখে ইফতার করতে হবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৯/১১৯)
"	মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছিদ্দীকী ভেবামতলী, বারো তলা, যেলা- গাযীপুর।	মহিলারা আলাদাভাবে জামা'আতবদ্ধ হয়ে মহিলা ইমাম দিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না? হাদীছের উদ্ধৃতি সহ বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।	(১০/১২০)
"	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান সন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	মুছাফাহা-র নিয়ম কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১১/১২১)
"	শফীউদ্দীন আহমাদ পাঁচদোনা, নরসিংদী।	জুম'আর সুন্নাতী আযান একটি না দুইটি?	(১২/১২২)
"	আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার মেইল বাস ষ্ট্যাণ্ড, দুপচাঁচিয়া, যেলা- বগুড়া।	রামাযান মাসে একই রাত্রিতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি?	(১৩/১২৩)
"	মহিউদ্দীন আন্দারীয়া পাড়া, মান্দা, নওগাঁ।	স্বামীর মৃত্যুর ৭দিন পর জনৈকা বিধবা মহিলা ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রের সাথে বিবাহ বসে এবং কাযী দ্বারা বিবাহ রেজিষ্ট্রি করে নেয়। এরূপ বিবাহ শরীয়ত সম্মত কি?	(১৪/১২৪)
"	মুসাম্মাৎ মরিয়ম বেগম কড়ই আলিয়া মাদরাসা, জয়পুরহাট।	পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে চাঁদা আদায় করে দো'আর অনুষ্ঠান করা হয়। এরূপ দো'আর অনুষ্ঠান করা ও তাতে চাঁদা দেওয়া শরীয়ত সম্মত কি?	(১৫/১২৫)
জুন '৯৯ (২/৯)	নূরুল ইসলাম নিমতলা, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	হজ্জ করতে গিয়ে যদি সেখান থেকে মালামাল ক্রয় করে এনে দেশে বিক্রি করেন, তবে হজ্জ হবে কি?	(১/১২৬)
"	শফীকুল ইসলাম ও তার সাথীরা গ্রামঃ নওয়ালী, ঝিকরগাছা, যশোর।	বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যাবে কি?	(২/১২৭)

Contents

জুন '৯৯ (২/৯)	ডাঃ বনী আমীন বিশ্বাস গ্রাম- কুলবাড়িয়া, পোঃ কাথুলী থানা+যেলাঃ মেহেরপুর।	রামাযান মাসে তারাবীহ্‌র জামা'আত চলাবস্থায় কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করে ফরয ছালাত চলছে ভেবে ফরয ছালাতের নিয়তে ছালাত আরম্ভ করল। কিন্তু দু'রাক'আত পর বুঝতে পারল যে, তারাবীহ্‌র ছালাত চলছে। এমতাবস্থায় সে কি করবে?	(৩/১২৮)
"	মুহাম্মাদ ইন্তিযার রহমান দোয়ার পাড়া, গাবতলী, যেলাঃ বগুড়া।	ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর যে কোন সূরার মাত্র এক আয়াত দ্বারা ছালাত সমাপ্ত করলে হবে কি?	(৪/১২৯)
"	ফাতেমা খানম জাবেরা, গাঙ্গেরহাট, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	টেবিল, চেয়ার, ইত্যাদি বস্তুসমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ'আত হ'লেও শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত নয় কেন? কোন্ দলীলের ভিত্তিতে বিদ'আতকে ভাগ করা হয়?	(৫/১৩০)
"	মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান বিষ্ণুপুর, গোপালপুর, নাটোর।	মৃত্যুর পূর্বের ৮/১০ দিন আমার মা ছালাত আদায় করতে পারেননি। এক্ষণে তার কাফফারা কত দিতে হবে?	(৬/১৩১)
"	মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান জামিয়া ইসলামিয়াহ মাদরাসা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমি একটি মেয়েকে আমার পসন্দ অনুযায়ী বিবাহ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার পিতা-মাতা অন্যত্র বিবাহ করাতে চান। এক্ষণে আমার করণীয় কি?	(৭/১৩২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লালবাগ, ঢাকা ১২১১।	ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া, রাফ'উল ইয়াদায়েন না করা, নাভীর নীচে হাত বাঁধা, সিজদা থেকে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ঈদের ছালাত ৬ তাকবীরে পড়া ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাই।	(৮/১৩৩)
"	খাদীজা খাতুন জুনারী, তেরখাদা, খুলনা।	জায়নামাযে যদি তাজমহলের ছবি থাকে, তাহ'লে এর উপরে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৯/১৩৪)
"	কাযী আলী আযম আত্রাই, নওগাঁ।	একটি মাসিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে বলা হয়েছে- 'অসুস্থতার কারণে রামাযান মাসে যে ক'টি ফরয রোযা ক্বাযা হয়েছে, ঐ ফরয রোযা শাওয়াল মাসে শাওয়ালের ৬টা রোযার সাথে নিয়ত করলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে'। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।	(১০/১৩৫)
"	আযাদ বল্লা বাজার, টাংগাইল।	ইসলামে কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ আছে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(১১/১৩৬)
"	আব্দুর রঊফ গ্রাম+পোঃ শরীফপুর, জামালপুর।	হজ্জ করতে গিয়ে অনেকে মক্কা, মদীনা ও আরাফাতের ময়দানসহ বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে ছবি উঠিয়ে নিয়ে আসেন। এতে হজ্জের কি কোন ক্ষতি হবে?	(১২/১৩৭)
"	শফীকুল ইসলাম ও সাথীগণ গ্রামঃ নওয়ালী, ঝিকরগাছা, যশোর।	ছালাতে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে যে দো'আ পড়তে হয় তা কি নীরবে না সরবে? আর সিজদায় যাবার সময় হাঁটু না হাত আগে রাখতে হবে?	(১৩/১৩৮)
"	আব্দুস সালাম পুটিহার, দিনাজপুর।	স্বেচ্ছায় ছিয়াম পরিত্যাগ করার কারণে বেত্রাঘাত, কান ধরে উঠা বসা, ছেঁড়া জুতা গলায় বাঁধা ইত্যাদি। সামাজিক শাস্তি প্রদান করা যাবে কি?	(১৪/১৩৯)
"	আরেফা পারভীন ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।	নিফাসের সময়সীমা কত দিন। সারা দিন ছাওম পালন করে ইফতারের কিছু পূর্বে স্রাব শুরু হ'লে সেদিনের ছাওমের হুকুম কি?	(১৫/১৪০)
"	আব্দুস সালাম পুটিহার, ভাদুরিয়া দিনাজপুর।	বিনা ওযূতে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল যবেহ করা যাবে কি? যাদের প্রতি গোসল ফরয হয়েছে, সে ব্যক্তি যদি কোন পশু যবেহ করে কিংবা যবেহ করার সময় পশু ধরে, তাহ'লে উক্ত পশুর গোস্ত খাওয়া যাবে কি?	(১৬/১৪১)
"	আনীসুর রহমান হাতীবান্ধা, সখিপুর, টাঙ্গাইল।	যারা ছিয়াম পালন করে না তাদের ফিৎরা দিতে হবে কি? এবং এরূপ বেরোযাদার দরিদ্রদের মধ্যে ফিৎরা বণ্টন করা যাবে কি?	(১৭/১৪২)
"	মুসাম্মাৎ পারভীন পুটিহার, দিনাজপুর।	স্বামী বিদেশ গিয়ে কোন অপরাধে যাবজ্জীবন জেল হয়ে যায়। এদিকে তার স্ত্রী ১০/১২ বৎসর পর সংবাদ পেলেন যে, তার স্বামী মারা গেছেন। স্ত্রী অনুতপ্ত হয়ে আরো দু'বৎসর অপেক্ষা করে অন্যত্র বিবাহ করে এবং সংসার করতে থাকে। এদিকে স্বামী ২৫ বৎসর পর জেল থেকে মুক্তি পায় এবং দেশে ফিরে আসে। সংবাদ পেয়ে তার স্ত্রী তাকে দেখতে আসে। এখন সে কোন স্বামীর সঙ্গে থাকবে।	(১৮/১৪৩)
"	রোকসানা পারভীন কড়ই আলিয়া মাদরাসা, জয়পুরহাট।	বিবাহে গোসল করা ও গীত গাওয়া কি সুন্নাত? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(১৯/১৪৪)

জুন '৯৯ (২/৯)	মুসাম্মাৎ পারভীন ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।	বিধর্মীদেরকে দাদা, ভাই, কাকা, বন্ধু কিংবা যে কোন সম্বন্ধ করে ডাকা যায় কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(২০/১৪৫)
”	মুহাম্মাদ শামসুল হুদা ইমাম, মুগুরিভূজা পুরাতন জামে মসজিদ ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি ১ম দফায় স্ত্রীকে এক তালাক দেয়। ২য় দফায় কয়েক বছর পরে থানায় দারোগার কার্যালয়ে একটি শালিশ বসে। দারোগার নির্দেশে তালাক নামায় স্বামী সই করে। কিন্তু তালাকের ভাষা মুখে উচ্চারণ করেনি। অতঃপর স্বামী স্ত্রীকে কোন কারণ বশতঃ ৩য় দফায় ১টি তালাক দেয়। এমতাবস্থায়, তাদের বিবাহ বন্ধন ঠিক আছে কি?	(২১/১৪৬)
”	মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ দর্শন বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।	গলায় 'টাই' বাঁধা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি?	(২২/১৪৭)
”	মুসাম্মাৎ নদী গ্রাম ও পোঃ কাথুলী, মেহেরপুর।	আমার স্বামী সামনের কিছু চুল কাটা এবং হালকা সাজসজ্জা পসন্দ করেন। কিন্তু আমার শ্বাশুড়ী তা পসন্দ করেন না। এমতাবস্থায় আমি কার পসন্দকে মেনে চলব।	(২৩/১৪৮)
”	ফাতেমা খানম জারেরা, পোঃ গাহোরকুট, কুমিল্লা।	ছাহাবীর আছার যদি মারফূ' হাদীছের বিপরীত হয়, তাহ'লে মারফূ' হাদীছের উপর আমল করব নাকি আছারের উপর আমল করব।	(২৪/১৪৯)
”	শফীকুল ইসলাম ও তার সাথীরা গ্রামঃ নওয়ালী, ঝিকরগাছা, যশোর।	কোন পেশ ইমাম সারা বছর রাতে মসজিদে ঘুমাতে ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন কি?	(২৫/১৫০)
জুলাই '৯৯ (২/১০)	আব্দুছ ছামাদ, বর্ধমান, ভারত।	ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে? জানালে কৃতজ্ঞ হব।	(১/১৫১)
”	ফযীলাতুন্নেসা অনুপনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	হযরত আয়েশা (রাঃ) নাকি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে ঈর্ষা বা হিংসা করতেন। কথাটি কি ঠিক?	(২/১৫২)
”	ফাতেমাতুয যাহরা বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট বগুড়া।	অপবিত্র অবস্থায় সংসারের কাজকর্ম করা, কুরআন স্পর্শ বিহীন তেলাওয়াত করা এবং কুরআনের কোন আয়াত দো'আ হিসাবে পড়া এবং পবিত্র অবস্থায় ওযূ ছাড়া কুরআন ও হাদীছ স্পর্শ করে পড়া যাবে কি?	(৩/১৫৩)
”	মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	মায়েদা ১৫ আয়াতে 'নূর' দ্বারা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৪/১৫৪)
”	আতাউর রহমান ইসলামপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	বিবাহ কি তাক্বদীরে লেখা থাকে? যে নারী যে পুরুষের বাম পাঁজর হ'তে সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গেই তার বিবাহ হবে, একথা কি ঠিক?	(৫/১৫৫)
”	আবুবকর ঠিকানা বিহীন	'যে মসজিদে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য বা খুৎবা হয় না সেটি প্রকৃত অর্থে মসজিদ নয়। সে মসজিদে ছালাত আদায় করা আর ঘরে আদায় করা একই সমান'। কথাটা কি ঠিক?	(৬/১৫৬)
”	বযলুর রহমান গ্রামঃ বিলবালিয়া, পোঃ বারইপটল সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ নিজের রূহ থেকে একটি রূহ আদম (আঃ)-এর দেহে প্রবেশ করালেন। উক্ত কথাটি যদি কুরআনের হয়, তবে এর তাফসীর জানতে চাই।	(৭/১৫৭)
”	আব্দুর রহমান বিন দেলোয়ার শরীফপুর, জামালপুর।	আমি একজন হানাফী মাযহাবের লোক। আহলেহাদীছ ভাইগণ বলেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হয় না। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে বাধিত হব।	(৮/১৫৮)
”	ক্বারী হেকমতুল্লাহ গ্রামঃ কিশোরী নগর দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	বর্তমানে 'তাবলীগ জামা'আত' নামে পরিচিত দলটি যে পদ্ধতিতে তাবলীগ করে বেড়ায় যেমন- ছয় উছুলের দাওয়াত, চল্লিশ দিনের চিল্লা, হাড়ি-পাতিল ও বিছানা-পত্র নিয়ে মসজিদে অবস্থান করা এবং চিল্লায় যাওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি কার্যগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক?	(৯/১৫৯)
”	মুহাম্মাদ আবুল কালাম হোটেল গোল্ডেন ইন, রাজারবাগ, ঢাকা।	আমি প্রায় সময়ই সফরে থাকি। সফরে কৃছর 'করার' পদ্ধতি কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/১৬০)
”	আশরাফুল আলম দিগটারী, কান্দির হাট, পীরগাছা, রংপুর।	জুম'আর শেষে চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে না দুই সালামে পড়তে হবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১১/১৬১)
”	মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম নাটোর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, নাটোর।	অভিভাবকের অমতে কোন মেয়ে যদি কোন ছেলেকে বিয়ে করে, তাহ'লে তার বিয়ে কি বাতিল হবে?	(১২/১৬২)

জুলাই '৯৯ (২/১০)	আবুল ফযল মোল্লা গ্রামঃ আগড়কুন্ডা কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	একটি মাসিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে এক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, পীরের নিকট বায়'আত হওয়া ফরয। যারা এ ফরয আদায় করে না, তারা ফাসেক ও গোনাহগার এবং তাদের শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। অপরদিকে মাযহাব অনুসরণ করা ও মাযহাবের গণ্ডিতে থেকে শরীয়তের বিধান মেনে চলাও ফরয। এই ফরয আদায় না করলে তাদেরকেও ফাসেক ও গোনাহগার হ'তে হয়। কথাগুলোর সত্যতা জানতে চাই।	(১৩/১৬৩)
"	নূরুন্নবী আকন্দ বুড়াবুড়ী, থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	'নূরুন্নবী' নাম রাখা জায়েয কি-না? এই নাম ধরে ডাকলে পাপ হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১৪/১৬৪)
"	আব্দুল্লাহিল কাফী গ্রামঃ ছোট বনগ্রাম সপুরা, রাজশাহী।	কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সোনা-রূপা খুলে রাখতে হবে এবং আলাদা পোশাক পরিধান করতে হবে। কথাটির সত্যতা কতটুকু? এবং ঐ মহিলা কতদিন পরে আবার বিয়ে করতে পারবে?	(১৫/১৬৫)
"	নূরুল ইসলাম নিমতলী, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ঈদের খুৎবা চলা কালে টাকা-পয়সা আদায় করা যাবে কি?	(১৬/১৬৬)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম গ্রামঃ চর মাহমূদপুর, পোঃ মাহমূদপুর মেলান্দহ, জামালপুর।	শবেবরাতের রাতে অথবা অন্য কোন রাতে একাকী অথবা সম্মিলিত ভাবে কবরের পার্শ্বে গিয়ে হাত তুলে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মুনাজাত করা যাবে কি?	(১৭/১৬৭)
"	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান সাং- সন্যাস বাড়ী বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করার কথা বললে কিংবা যঈফ ও জাল হাদী[illegible] পরিবর্তে ছহীহ হাদীছ শোনানো হ'লে কি ফিৎনা সৃষ্টি করা হয়? উত্তর [illegible]ন বাধিত করবেন।	(১৮/১৬৮)
"	মমতাজ বেগম গ্রামঃ নানাহার, পোঃ মোলামগাড়ী হাট কালাই, জয়পুরহাট।	মেয়েদের মাসিকের কাপড় গোসল করা সাবান দিয়ে ধোয়া যাবে কি? যদি যায় তবে সে সাবান দিয়ে গোসল করলে গোসল পবিত্র হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১৯/১৬৯)
"	মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম চিতলমারী, বাগেরহাট।	বর্তমানে মেয়েরা যেভাবে বোরক্বা পরিধান করে বেড়িয়ে থাকেন এভাবে বোরক্বা পরিধান করা যাবে কি?	(২০/১৭০)
"	মুহাম্মাদ আবুল হাশেম গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	কারো ফলের বাগানের ফল ঝরে পড়লে তা অন্য কেউ কুড়িয়ে খেতে পারবে কি?	(২১/১৭১)
"	মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম গ্রামঃ দিগটারী ডাকঃ কান্দির হাট পীরগাছা, রংপুর।	জনৈক ব্যক্তির প্রথমা স্ত্রী স্বামীর কথা মত চলে না এবং ছালাত আদায় করে না। তাই ঐ ব্যক্তি তার উক্ত স্ত্রীর সাথে কথা বলে না, মেলামেশাও করে না। তবে ভরণ-পোষণ দেয়। অপরদিকে দ্বিতীয়া স্ত্রী ছালাত আদায় করে বলে তার সাথে আলাদা বাড়ী করে বসবাস করে। এমতাবস্থায় ঐ লোক প্রথমা স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা না বলায় গোনাহগার হবে কি?	(২২/১৭২)
"	মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।	যে দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে, সেখানে সবাইকে সালাম দেওয়া যাবে কি?	(২৩/১৭৩)
"	মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান মাষ্টারপাড়া, সাতক্ষীরা।	একটি মাসিক পত্রিকার জানুয়ারী '৯৯ সংখ্যার ৬০ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, তারাবীর ছালাত আগা গোড়া ২০ রাক'আতই পড়া হ'ত এবং এখন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে পড়া হয়। যারা বলেন, ৮ বা ১২ রাক'আত, তারা তাহাজ্জুদের ছালাত ও তারাবীহ্‌র ছালাতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। বিষয়টি কি ঠিক?	(২৪/১৭৪)
"	আব্দুল্লাহ ছাক্বিব চাঁপাচিল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় কি?	(২৫/১৭৫)
আগস্ট '৯৯ (২/১১)	এম, এ, হক্ব ডাঙ্গাপাড়া, দিনাজপুর।	ফজরের ফরয ছালাতের পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরে বসে সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত মুক্তাদীসহ সম্মিলিতভাবে সুর করে পড়া কতটুকু নেকীর কাজ? জানতে চাই।	(১/১৭৬)
"	যয়নাল আবেদীন দুর্গাপুর, রাজশাহী।	দেশে প্রচলিত সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(২/১৭৭)

Contents

আগস্ট '৯৯ (২/১১)	আশরাফুল ইসলাম নওহাটা, পবা, রাজশাহী।	নিশ্চিহ্ন মসজিদের স্থানে ইমামের জন্য ঘর নির্মাণ জায়েয কি-না?	(৩/১৭৮)
”	আবুল হোসাইন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	বৃষ্টির দিনে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত একত্রে আদায় করা যায় কি?	(৪/১৭৯)
”	আবদুল হালীম ছিদ্দীকী এলাহাবাদ দাখিল মাদরাসা দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	কোন পুরুষ যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে অপকর্ম করে। তাহ'লে তার শাস্তি কি? এরূপ লোকের পিছনে ইক্তেদা করা যাবে কি? সে কোন সংগঠনে জড়িত থাকতে পারবে কি।	(৫/১৮০)
”	মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	কাঁচা মালের (তরকারী) নেছাব পরিমাণ হ'লে ওশর দিতে হবে কি?	(৬/১৮১)
”	আবদুর রহমান গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ।	অন্যের জমি চাষ করে নেছাব পরিমাণ ধান পেয়েছি। আমাকে এ ধানের ওশর দিতে হবে কি?	(৭/১৮২)
”	সুফিয়া বেগম সাং মাক্তাপুর, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	মাথা থেকে কাপড় পড়ে গেলে বা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি?	(৮/১৮৩)
”	মুযাফ্ফর হোসাইন ইমাম, শঠিবাড়ী জামে' মসজিদ, মিঠাপুকুর, রংপুর।	একটি অবিবাহিত ছেলে গাভীর সাথে অপকর্ম করেছে। তার শাস্তি কি হবে?	(৯/১৮৪)
”	মুফীযুদ্দীন গ্রামঃ জাবেরা, পোঃ গাঙ্গের হাট থানাঃ মুরাদনগর, কুমিল্লা।	জনৈক মুফতী আহলেহাদীছগণকে পথভ্রষ্ট, স্বেচ্ছাচারী, শী'আ সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসারী, ধর্মদ্রোহী ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। আমরা এই মন্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(১০/১৮৫)
”	রফীকুল ইসলাম গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	রামাযান মাসে লাগাতার ছিয়াম পালনের উদ্দেশ্যে ঋতুবতী মহিলারা কি ঔষধের মাধ্যমে ঋতু বন্ধ রেখে ছিয়াম পালন করতে পারে?	(১১/১৮৬)
”	প্রধান শিক্ষক পলিকাদোয়া মহিলা মাদরাসা, জয়পুরহাট।	মাদরাসার ছাত্রীরা কি শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা সফরে যেতে পারে?	(১২/১৮৭)
”	নূরুল হুদা হাজীডাংগা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা ছোট ভাইকে পাঁচ কাঠা জমি দেওয়ার অছিয়ত করেন এবং আমার ছোট ভাই-বোন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে সাক্ষী রাখেন। এখন আমার মায়ের অছিয়ত কি মানতে হবে?	(১৩/১৮৮)
”	আবদুর রহীম হুসেনাবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	আল্লাহ, আল্লাহ; ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অতঃপর শেষে 'ইল্লাল্লাহ' খুব জোরে। এরূপ যিকির কি জায়েয?	(১৪/১৮৯)
”	আবদুর রাযযাক কোলগ্রাম, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	দেশে প্রচলিত 'বৌভাত' অথবা মেয়ে বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপঢৌকন গ্রহণ করা যাবে কি?	(১৫/১৯০)
”	আবদুল খালেক আলীপুর, সাতক্ষীরা।	জি,পি,এফ, এর উপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সূদ গ্রহণ করা জায়েয কি? উল্লেখ্য যে, জি,পি,এফ -এর টাকা সরকার বাধ্যতামূলকভাবে কর্তন করে, তবে সূদ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।	(১৬/১৯১)
”	রামাযান আলী শিরইল কলোনী, রাজশাহী।	মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য তার সন্তান-সন্ততিরা দান-খয়রাত এবং কুরআন পাঠ করতে পারবে কি? যদি পারে, তবে এর পূণ্য তাদের রূহ পর্যন্ত পৌঁছানোর পদ্ধতি কি?	(১৭/১৯২)
”	যহূরুল বিন উছমান ৮নং সড়ক, উপশহর, বাসা নং জি-১৬, দিনাজপুর।	পাগড়ীসহ টুপি অথবা শুধু টুপি পরা কি সুন্নাত? ছালাতে টুপি পরিধান না করলে কি গোনাহ হবে?	(১৮/১৯৩)
”	রাশেদ নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	আমি ১০-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছালাত আদায় করিনি। এখন ঐ ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে কি?	(১৯/১৯৪)
”	মামূনুর রশীদ ঘোলহাড়িয়া, হাটগোদাগাড়ী, রাজশাহী।	নবী করীম (ছাঃ) ছালাত আদায় করার সময় কোথায় হাত বাঁধতেন? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।	(২০/১৯৫)

আগস্ট '৯৯ (২/১১)	আবু মূসা বড়তার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	আকীকা উপলক্ষে ভোজের অনুষ্ঠান করা এবং উপঢৌকন নেওয়া কি শরীয়ত সম্মত?	(২১/১৯৬)
”	আমীনুল ইসলাম হাসপাতাল রোড, জয়পুরহাট।	আপন নয়, দূর সম্পর্কীয় ভাতিজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় কি?	(২২/১৯৭)
”	যিয়াউল হক কাপ্তাই, চট্টগ্রাম।	জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি। ইহার পদ্ধতি ও প্রকারভেদ জানতে চাই। জিহাদ কি মুসলমানদের উপরে ফরয?	(২৩/১৯৮)
”	মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ কাফী ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।	খোদা, নামায, রোযা এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যাবে কি?	(২৪/১৯৯)
”	ফযলুল হক মণ্ডল বড় নিলাহালী, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	মীলাদ-এর সংজ্ঞা কি? এটি কোন জাতীয় বিদ'আত? এতে ক্বিয়াম করা ও দরূদ পড়া যাবে কি-না?	(২৫/২০০)
সেপ্টেম্বর'৯৯ (২/১২)	শাহজাহান কালাই, জয়পুরহাট।	সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের দিকে মুখ করে সূরা রহমান পাঠ করলে এবং 'ফাবে আইয়ে আলায়ে রব্বিকুমা তুকায যিবান' আয়াত পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে সূর্যের দিকে ইশারা করে ৪০ দিন ফজরের ছালাতের পর তা পড়লে ঈমান ও বরকত বেশী হয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(১/২০১)
”	নূরুল আমীন তারাকুল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	গাভী প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে ষাঁড় প্রদান এবং কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভী প্রজনন বিধিসম্মত কি?	(২/২০২)
”	হাজী মুহাম্মাদ মতীউর রহমান কাজিরহাট, ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।	মসজিদ সংলগ্ন একটি জমির মালিক মসজিদ কমিটির নিকট জমিটি বিক্রি করার ওয়াদা করেন। কিন্তু পরে তিনি অন্যত্র জমিটি বিক্রি করে দেন। এখন আমরা মসজিদের জন্য জমিটি জোর করে দখল করতে চাই। মসজিদের নামে এ জোর দখল জায়েয হবে কি?	(৩/২০৩)
”	হাসীবুল ইসলাম আত্রাই, নওগাঁ।	সূর্য ডোবার সময় ছালাত আদায় করা যায় কি? ছালাত আদায়ের নিষিদ্ধ ওয়াক্তগুলি জানতে চাই।	(৪/২০৪)
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কালাই, জয়পুরহাট।	আমার স্বামী হানাফী মাযহাবপন্থী আর আমি আহলেহাদীছ। সে আমাকে একদিন পবিত্র অবস্থায় একসঙ্গে ৩ তালাক দেয়। অতঃপর জনৈক আলেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার স্ত্রীর তিন তালাক হয়ে গেছে। এখন যদি তাকে নিতে চাও তবে 'হিল্লা' করাতে হবে। একথা শুনে আমি বললাম, উক্ত তিন তালাক ১ তালাকে পরিণত হবে। এ মর্মে আমি হাদীছ শুনেছি। এক্ষণে আমার স্বামী সেই হাদীছটি জানতে চায়।	(৫/২০৫)
”	হালীমা বেগম রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	বিবাহের সময় পুরুষের গায়ে হলুদ দেওয়া যাবে কি? এ সম্পর্কে কোন হাদীছ থাকলে দয়া করে জানাবেন।	(৬/২০৬)
”	মুজীবুর রহমান লালগোলা, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	আব্বা মৃত্যুবরণ করলে আমার আম্মা বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। আম্মাকে অনেক বুঝিয়েও আমরা ব্যর্থ হই। এক্ষণে প্রশ্নঃ এরূপ কান্নায় কি আমার আব্বার কবরে কোন শাস্তি হবে?	(৭/২০৭)
”	আব্দুল করীম আলীপুর, ফরিদপুর।	অনুগ্রহ করে সূদ সংক্রান্ত ছহীহ হাদীছগুলি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।	(৮/২০৮)
”	আতাউর রহমান কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	কারো তোষামোদ বা সামনাসামনি উচ্চ প্রশংসা করে কোন কাজ হাছিল করে নেওয়া কি শরীয়ত সম্মত?	(৯/২০৯)
”	ফরীদা পারভীন গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	নেফাস কি? এর সময়-সীমা কতদিন?	(১০/২১০)
”	আলহাজ্জ আবদুস সাত্তার দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	তারাবীহ্র ছালাতে বিশেষ কোন দো'আ আছে কি? 'ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু' দো'আ কোন দলীল আছে কি?	(১১/২১১)
”	আবু তাহের কাচিয়া, থানাঃ বুরহানুদ্দীন, ভোলা।	আহলেহাদীছ ইমামের পিছনে হানাফীদের ছালাত হবে কি?	(১২/২১২)

সেপ্টেম্বর'৯৯ (২/১২)	ইউসুফ আলী মাষ্টারপাড়া চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ভাই-বোন, সন্তান-সন্তুতি ও সঞ্চিত মাল রেখে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার আগে মারা যায়। তাহ'লে তার সেই মালে পিতা-মাতা অংশ পাবেন কি?	(২৩/২...
"	আহসান হাবীব দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ বাঁকাল, সাতক্ষীরা।	জানাযা ও ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর প্রত্যেক তাকবীরে যে হাত উঠানো হয়, এটা কোন্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? গায়েবানা জানাযা পড়ার কোন ছহীহ দলীল আছে কি?	(১৪/২১...
"	মুনীরুল ইসলাম যোগীপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর।	সিজদায়ে তেলাওয়াত বা সিজদায়ে ছালাত কখন ও কিভাবে পড়তে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।	(১৫/২১...
"	শফীকুর রহমান গ্রামঃ বড়াইবাড়ী, লালমণিরহাট।	ছেঁড়া অথবা নষ্ট হওয়া কুরআন শরীফ কি করতে হবে? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/২১...
"	আবদুর রহমান মণ্ডল দোশয়া পলাশবাড়ী, বিরামপুর, দিনাজপুর।	সূরা নিসার ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত 'আছহাবে সাব্ত' কারা?	(১৭/২...
"	বি,এম,এম শফীকুয্যামান গ্রামঃ লক্ষ্মীপুরা, পোঃ+থানাঃ ভাণ্ডারিয়া যেলাঃ পিরোজপুর।	জনৈকা মহিলা ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর ঐ মহিলা তার বড় ছেলের বয়সী এক যুবকের সাথে কাবিন রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দুই বৎসর ঘর-সংসার করার পর ঐ ছেলের সাথেই ঐ মহিলা তার নিজের একমাত্র মেয়েকে বিবাহ দেয়। বর্তমানে তারা ঘর-সংসার করছে। আর ঐ মহিলা একজন লেবার সর্দারের সাথে পুনরায় বিবাহ করেছে। ইসলামী বিধান মতে ঐ মহিলার কি শাস্তি হ'তে পারে জানতে চাই।	(১৮/২১...
"	হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাহহার গ্রামঃ নারায়ণপুর ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	জনৈক ব্যক্তি তিন মাস যাবৎ অসুস্থ থাকার কারণে ছালাত আদায় করতে পারেনি। সে মারা গেলে ইমাম ছাহেব কাফফারা স্বরূপ ৩০০০/= টাকা ও তিন খানা কুরআন শরীফ আদায় করেন। এরূপ কাফফারা আদায় ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/২১...
"	শহীদুর রহমান লিখন গ্রামঃ দিঘলকান্দী, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।	ছালাত রত অবস্থায় শরীরে মশা-মাছি বা অন্য কোন পোকা পড়লে তা তাড়ানো এবং প্রয়োজনে শরীরের কোন জায়গায় চুলকানো যাবে কি?	(২০/২২...
"	এইচ, এম, খুরশীদ আলম পোঃ বক্স নং ২২৫৭ উনাইযাহ, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব।	বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সাধারণ নির্বাচনে আমাদের এই মূল্যবান ভোটটি কাকে দিব কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(২১/২২১)
"	আবদুল লতীফ রাজপুর, সাতক্ষীরা।	সীমান্ত রক্ষীদের জানা-অজানা উভয় অবস্থায় ভারতীয় দ্রব্য বাংলাদেশের যেকোন স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?	(২২/২২...
"	এরফান আলী নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	মৃত অবস্থায় বাচ্চার জন্ম হ'লে তার জানাযা পড়তে হবে কি?	(২৩/২২...
"	আযহার আলী মির্জাপুর, টাংগাইল।	হাফ হাতা গেঞ্জি এবং সার্ট পরে ছালাত হবে কি? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।	(২৪/২২...
"	শফীকুর রহমান শিক্ষক, কানকির হাট নূরানী মাদরাসা নোয়াখালী।	সালাম ফিরানোর পর কুরআনের আয়াত 'ফাকাশাফনা 'আনকা গিত্বা-আকা' পড়ে চোখের মধ্যে ফুঁক দেয়া সম্পর্কে দলীল জানতে চাই।	(২৫/২২...

সর্বমোটঃ ১. সম্পাদকীয় ১২টি, ২. দরসে কুরআন ১২টি, ৩. দরসে হাদীছ ১০টি, ৪. প্রবন্ধ ৩৩টি, ৫. ছাহাবা চরি... ৬টি, ৬. মনীষী চরিত ৬টি, ৭. চিকিৎসা জগৎ ৯ সংখ্যা, ৮. হাদীছের গল্প ১টি, ৯. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ১১টি, ১০. প্র... ২২৫টি। সোনামণি, কবিতা, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, খুৎবাতুল জুম'আ, দো'আ, সংগঠন সংবা... মারকায সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

সেপ্টেম্বর'৯৯ প্রচার সংখ্যা ১১০০০। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮৮। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ ওয়া ছাল্লাল্লা-হু 'আলান নাবী।*